অপূর্ব্ব-কারাবাস

সুপ্রসিদ্ধ সার্ ওয়াল্টার্ স্কটের "লেডি অব্ লেকে"র
ছায়ামাত্র অবলম্বনে
শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রণীত।

"মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥"

"বসুমতী" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা ;
১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী ইলেক্ট্রিক্ মেসিন প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

অরণ্য ও প্রবল ভীষণ সাগরগর্ভে নিমগ্ন হইয়া অগাধ-জলরাশিতে পরিণত হইবে। তোমার পাপ-নয়ন কাহারও চিরন্তন সৌন্দর্য্য-দর্শনে সমর্থ নহে। পরের উন্নতি তোমার চক্ষের শূল,—অন্তরের বিষময় সুতীক্ষ্ণ অঙ্কুশ। তুমি আজন্মকাল পরের সর্ব্বনাশেই শিক্ষিত হইয়াছ ও কিসে আপনার সেই নিকৃষ্ট ইষ্টবৃত্তি চরিতার্থ হইবে, এই চেষ্টাতেই অহরহঃ ভ্রমণ করিতেছ। তোমার আশার ইয়ত্তা নাই,—অবধিও নাই। কি হইলে তুমি সন্তুষ্ট হও, তাহা তুমিও জান না, অন্যের জানিবার সম্ভাবনা কি? তুমি আপন উন্নতির জন্য সততই ধাবমান, সততই সমুৎসুক; কিছুতেই তোমার সন্তোষ নাই। জগতে এমন শোকজনক ব্যাপার কি আছে, যাহাতে তোমারও হৃদয় ব্যথিত হইতে পারে? দয়া বা করুণা কি পদার্থ,—কোন্ উপকরণে [illegible], অদ্যাপি বা শতযুগান্তেও তোমার এই অন্ধ হৃদয় তাহা অনুধাবন করিতে পারিবে না! হৃদয় কঠিন—কঠিন-কর্কশ পাষাণ বা লৌহ অপেক্ষাও কঠিন।

পামর! এই যে সম্মুখে বিজন অরণ্য দেখা যাইতেছে, উহাতেও কি তোমার প্রবল পরাক্রম দৃষ্ট হইতেছে না? ঐ যে রূপবতী যুবতী একটী পঞ্চমবর্ষীয় শিশুকে কোলে লইয়া নয়নজলে ধরাতল অভিষিক্ত করিতেছে, উহারা কি তোমারই আক্রমণে এই বিষম যাতনা ভোগ করিতেছে না? নিষ্ঠুর! তোর বীরত্ব-প্রকাশের কি পাত্রবিচার [illegible] রাজার সন্তান, কোথায় আজ রাজসুখে রাজ-অট্টালিকায় [illegible] করিবে;—অসংখ্য দাস-দাসীতে উহার সেবা করিবে; না হইয়া কি না, তোর দংশনে উহাকেও জর্জ্জরিত হইতে হইল! দুগ্ধপোষ্য ব[illegible] কিছুই জানে না, দুঃখের নাম পর্য্যন্ত শুনে না। তাহার উপরও বিক্রম-প্রকাশ! এই গহন কানন কি উহার আশ্রয়?—না, ব[illegible] বন্য ফলমূল উহার জীবনোপায়? সুবিমল সরো[illegible]

হইয়া কোন ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করিব; কিন্তু এই দুরন্ত কাননের যে শেষ একবারও অনুধাবন করিতে পারি নাই। দেবি! আর চলিতে পারি না, চরণযুগল কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে;—উত্থান-শক্তি-রহিত হইয়াছি। না বুঝিয়া অভাগিনী এই কালমুখে পদার্পণ করিয়াছে. তোমারও যার পর নাই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। তুমি স্বপ্নেও জানিতে পার নাই যে, পত্রলেখা হইতেই তোমার এই সর্ব্বনাশ হইবে!

"হা বিধাতঃ! যাঁহার অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসিলাম, যাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া রাজমহিষীর ন্যায় রাজসুখে চিরদিন যাপন করিলাম, তাঁহার সর্ব্বনাশের জন্যই কি এই অভাগীরে সৃষ্টি করিয়াছিলে? মরণ হইলে ত কোন বিপদ্‌ই হইত না। অবশেষে কি আমাকেই এই গুরুতর কলঙ্কভার মস্তকে বহন করিয়া মরিতে হইল? এই দেখিবার জন্যই কি এতদিন অভাগীর মরণ হয় নাই? পৃথিবি! বিদীর্ণ হও, অন্তরে স্থান দান কর, প্রবেশ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি। হায়! যতই স্মরণ হয়, ততই প্রাণ এককালে আকুল হইয়া উঠে।

"দেবি! তুমি এই রাক্ষসীর হস্তে কুমারকে সমর্পণ করিয়া বলিয়াছিলে যে;—'সখি পত্রলেখে! বোধ হয়, আজ অবধি তোমাদিগের প্রতি আমার সখী-সম্বোধন শেষ হইল। দুরন্ত বিপক্ষে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়াছে, অবিলম্বেই সমুদায় অধিকার করিবে ও আমাদিগেরও জীবন সংহার করিবে। সখি! পূর্ব্বে এই অভাগীর হৃদয়ে কত প্রকার সুখাশা উদিত হইত,—আশাতে কত প্রকার স্বপ্ন দর্শন করিতাম; আজ সেই সকল কথা মনে উদয় হইলে প্রাণ এককালে আকুল হইয়া উঠে,—হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে। কোথায় আমি রাজার মা হইব,—রাজসুখে রাজপুরীতে অবস্থান করিব; না হইয়া আজ পথের ভিখারিণী হইলাম! এই

বিপুল রাজ্যমধ্যে আমাদের বলিতে কণামাত্র স্থানও রহিল না! না জানি, পরে আরও বা কি দুর্ঘটন সংঘটিত হয়!'

'পত্রলেখে! চন্দ্রকেতু ও হংসকেতু আমার অসময়ের সন্তান। কত ব্রতনিয়ম,—কত দেবদেবীর আরাধনা করিয়া বৃদ্ধ-বয়সে ইহাদিগকে পাইয়াছিলাম, একদণ্ড চক্ষের অন্তর হইলে চারিদিক্ শূন্য দেখিতাম, আজ প্রাণ ধরিয়া কিরূপে এ অভাগিনী তাহাদিগকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিবে? চন্দ্রকেতু! কেন বাপ এই রাক্ষসীর গর্ভে জন্মিয়াছিলি? না হইলে ত এই বয়সে এই যাতনা ভোগ করিতে হইত না!'—'সখি! পশুপক্ষীরাও আপন আপন সন্তানকে যত্নে লালন-পালন করিয়া থাকে, —আপনারা না খাইয়াও তাহাদিগের মুখে আহার তুলিয়া দেয়; কিন্তু এ হতভাগিনী মানুষী,—রাজার মহিষী হইয়াও আপন গর্ভের সন্তানকে অনাথের ন্যায় পথে দাঁড় করাইল! এ ডাকিনীর শরীরে কি রক্তমাংস নাই? আয় বাপ! কোলে আয়; মরিতে হয়, আমিই মরিব, প্রাণ থাকিতে কাহাকেও তোমার গাত্র অবধি স্পর্শ করিতে দিব না। অমরসিংহ! পাপিষ্ঠ নরাধম! এতকাল যে তোকে পেটের সন্তানের ন্যায় দেখিলাম, কোন ভালমন্দ জিনিস হইলে তোকে না দিয়া আমরা প্রাণান্তেও মুখে তুলিতাম না, আজ কি তুই তাহারই প্রতিশোধ প্রদান করিলি?'

'হে চন্দ্র-সূর্য্য! হে সর্ব্বান্তর্যামিন্ ভগবন্ ত্রিকালেশ্বর! তোমরাই সাক্ষী। যদি মনে-জ্ঞানেও আমরা উহার কোন অনিষ্ট-চেষ্টা করিয়া থাকি, যদি চিরদিন উহাকে আপন সন্তানের ন্যায় দেখিয়া না থাকি, তাহা হইলে এখনি যেন আমাদের মস্তকে বজ্র পতিত হয়।' 'আঃ—তো হতেই যে শেষে আমাদিগকে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না।'

'পত্রলেখে! মহারাজ যুদ্ধে গিয়াছেন, যদি তাঁহার কোন ভাল-মন্দ-সংঘটন হয়, তাহা হইলে কখনই আমি এ প্রাণ রাখিব না। হংসকেতুকে চন্দ্রলেখার হস্তে দিয়াছি; শুনিয়াছি, সে না কি উহাকে লইয়া শ্বেত-কেতুর রাজ্যে গিয়াছে। এক্ষণে ইহাকেও তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; যদি বাঁচাইতে পার, বাছা আমার তোমারই রহিল। যাও বাপ! ডাকিনী মায়ের অঞ্চল পরিত্যাগ কর। যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাক, অমরসিংহের কথা মনে রাখিও,—ঐ পাপিষ্ঠ নিরপরাধে তোমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে প্রাণে মারিয়াছে, তোমারও এই দুর্গতি করিয়াছে।'

'সখি! ঐ বুঝি আমার কপাল ভাঙ্গিল, পুরীর অনতিদূরেই বিপক্ষের জয়ধ্বনি শোনা যাইতেছে। যাও বোন, আর বিলম্ব করিও না। বোধ হয়, এই দেখাই শেষ দেখা হইল,'—বলিয়া কুমারকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যে কোথায় গমন করিলেন, মনের আবেগে দেখিয়াও দেখিলাম না; মনের দুঃখে সত্বরপদে বাটীর বাহির হইলাম, পূর্ব্বাপর ভাবিলাম না, দুরাত্মার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব মনে করিয়া এই গহন কাননে—কালের করাল গ্রাসে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি। এই হিংস্রপূর্ণ নিবিড় কাননে কিরূপে একা আমি এই ভয়ঙ্কর রাত্রি অতিবাহিত করিব? এখনি এই অন্ধকার রাত্রিতে না জানি আরো কি হইবে! দেবি! ভয়ে শরীর অবশ হইতেছে, রাত্রিতে যে কি হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মাতঃ বনদেবতে! এই গহন কান্তার-মাঝারে কে আছে, কাহার শরণ গ্রহণ করিব? কাহার পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিব? মা! তোমার সন্তান, তোমার কোমল অঙ্কেই সমর্পণ করিলাম। তুমি ভিন্ন ইহার আর কেহই নাই; মারিতে হয়, আমাকেই মারিও: কিন্তু চন্দ্রকেতু মহিষীর বৃদ্ধ-বয়সের সন্তান,—অতি যত্নের ধন! মহিষী যদি বাঁচিয়া থাকেন, ইহার ভাল-মন্দ শুনিলে

আর এক দণ্ডও প্রাণ রাখিবেন না। মা! শুনিয়াছি, দেবতাগণ দয়ার শরীর,—তাঁহাদের হৃদয় দয়ায় পূর্ণ, কাহারও দুঃখ দেখিলে তাঁহারা সহজেই গলিয়া যান। তাই মা! করযোড়ে এ অভাগিনী তোমার চরণে এই ভিক্ষা মাগিতেছে, যেন তোমার আশ্রয়ে রাখিয়াও মহিষীর জল-গণ্ডূষের প্রত্যাশা পর্য্যন্ত লোপ না পায়।"

রমণী যখন কাতরভাবে এইরূপ রোদন করিতেছে, তখন ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয় স্তবক।

——পীন-শ্রোণি-পয়োধরাম্।
লক্ষয়িত্বা মৃগব্যাধঃ কামস্য বশমীয়িবান্।"

মহাভারত।

দিবাকর রমণীর করুণ বিলাপ শ্রবণে অসমর্থ হইয়াই যেন অরণ্যের অপর প্রান্ত আশ্রয় করিয়াছেন, পতিপ্রাণা দিবাসতী শোকে মলিনা ও দুঃখে একান্ত কৃশা হইয়া পড়িয়াছেন। নবীনা সন্ধ্যাবধূ সময় উপস্থিত দেখিয়া পতির আগমন-আশঙ্কায় মুকুলিত কমল-পয়োধরে হিমাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। বিহঙ্গমকুল আপন আপন কুলায়ে বসিয়া স্বভাবের আকস্মিক পরিবর্ত্তন দর্শনে আর্ত্তরবে বনভাগ আকুলিত করিয়া তুলিয়াছে।

নিশা আগতপ্রায়,—নিশার একমাত্র সহচর-স্বরূপ—অগ্রদূত-স্বরূপ গাঢ়তর অন্ধকার বহির্গত হইতে লাগিল ও রবিকরে পাদপ-শিখরে এতক্ষণ যে হেমমুকুট শোভা পাইতেছিল, তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল, বনময় ব্যাপ্ত হইল, রমণীর অন্তরেও আস্পদলাভ করিল।

রজনী উপস্থিত,—অরণ্যও বিজন; রমণী ভয়ে বিহ্বল, মুখে বাক্য নাই; মনের স্থিরতা নাই; কোথায় আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, এককালে বিবেচনাশূন্য। চকিত-নয়নে চতুর্দ্দিক্ দেখিতেছে, কিছুই লক্ষ্য হয় না, চারিদিক্ অন্ধকারে পূর্ণ, বনভূমি নিস্তব্ধ, কেবলমাত্র বায়ুর শন শন্ শব্দ ও গিরি-নির্ঝরিণীর ঝর্ ঝর্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। অঙ্কস্থ বালকও অন্ধকারে কিছু দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছে। কে আর শান্ত করিবে? রমণী প্রায় চেতনাশূন্য, বিকলনয়নে কি দেখিতেছে; নয়ন অশ্রুজলে ভাসিতেছে ও কোমল-হৃদয় অনবরত কম্পিত হইতেছে। "এখনি বন্যজন্তু বহির্গত হইবে, দেহ খণ্ডিত করিবে, কুমারকেও প্রাণে বিনষ্ট করিবে।" আর শান্তির বিষয় কি? প্রচণ্ড বাত্যাসহযোগে সলিল-রাশি কোথায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত থাকিতে পারে? যুবতী আকুলহৃদয়ে চতুর্দ্দিক্ হিংস্রময় দেখিতে লাগিল, কল্পনা দুর্দ্দৈবের উপদেশ-ক্রমে শত শত পশুর আকার ধারণ করিয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। কিন্তু প্রকৃতের নামমাত্রও সে স্থলে উপস্থিত ছিল না। তাহারা রমণীর বনপ্রবেশের পূর্ব্বেই কিরাত-গণের কোলাহলে ও শরবর্ষণে এই বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে; বনমধ্যে হিংস্রজন্তুর নামমাত্রও নাই। হিংস্রের মধ্যে কেবল একমাত্র দুর্ভাগ্যই বিকট-বেশে রমণীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে ও তাহার দুঃখে অপরিসীম আনন্দ প্রকাশ করিতেছে।

রমণী যখন আপনার অঙ্কমধ্যে বালককে লুক্কায়িত রাখিয়া সামান্য শব্দেও জন্তুগণের আগমন আশঙ্কা করিতেছিল, পত্রপতন-শব্দেও চমকিত হইতেছিল, তখন বনভূমির উত্তরপ্রান্তে মনুষ্য-কোলাহলের ন্যায় কোন শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। এই জনশূন্য নিবিড় কাননে সহসা মনুষ্যের কোলাহলে রমণীর মনে অন্য এক চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিল, বুঝি,

দুরাত্মা সমুদয় বিনষ্ট করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই, সৈন্য সমেত এখান অবধিও আমাদের অন্বেষণে আসিতেছে ;—আগত-প্রায়। এই চিন্তা উদিত মাত্র ভয়ে রমণীর হৃদয় অবশ ও শরীর অস্পন্দ হইয়া উঠিল, পলায়নের ইচ্ছা থাকিলেও আর উঠিবার শক্তি নাই, কলেবর অনবরত কম্পিত হইতেছে। রমণী কোলাহলের অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিকৃত স্বরে কি যেন বলিতে লাগিল, অস্পষ্ট বলিয়া কিছুই বুঝা গেল না।

এদিকে ক্রমে বৃক্ষের অন্তরাল দিয়া অসংখ্য আলোক-মালা উদ্গত হইল, কোলাহলও অপেক্ষাকৃত সমধিক প্রবল,—অগ্রেই—কতিপয় হস্ত দূরেই হইতেছে ও আলোক-সঙ্গে তাহার দিকেই যেন আসিতেছে। দেখিয়া রমণীর ভয়ের সীমা নাই ; অবশদেহে কম্পিত-কলেবরে ধরায় নিপতিত হইল।

আলোক-মালা ক্রমশই নিকটবর্ত্তী, কোলাহলও গগনতল স্পর্শ করিয়াছে ও সুপ্তোত্থিত বিহঙ্গমগণের আর্ত্তরবে বনভাগ আকুলিত হইয়া উঠিয়াছে। রমণী ভয়-বিকলিত নয়নে আলোকের দিকে অল্পে অল্পে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইল, যেন পর্ব্বত-প্রমাণ বিকটাকার অসংখ্য মানব মসাল-হস্তে সেই দিকেই আসিতেছে। দেখিবামাত্র রমণী স্পন্দহীন :—শরীরে সাড় নাই, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছে। কি! এককালে চেতনাশূন্য ?—সে আকার—সে মূর্ত্তি দর্শন করিলে যখন সাহসী পুরুষেরও শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়, তখন যে একটী অবলা বিচেতিত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

পাঠক! পূর্ব্বে যে কিরাত-সৈন্যের কথা শুনিয়াছিলে, এই সেই মৃগয়াপ্রতিনিবৃত্ত কিরাত-সৈন্য। ইহারা সমস্ত দিবস বনমধ্যে আপনাদিগের মৃগয়াকুতূহল চরিতার্থ করিয়া এক্ষণে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। ভীষণকায় কুক্কুরগণ আমোদে ক্রীড়া করিতে করিতে অগ্রে অগ্রে

দৌড়িতেছে, কেহ বা তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে। অগ্রগামী কুক্কুরগণ ক্রমে রমণীর আশ্রিত তরুতলের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু মানবাকার-দর্শনে কোন প্রকার হিংসা না করিয়া কেবলমাত্র গাত্রই আঘ্রাণ করিতে লাগিল।

ক্রমে কিরাতগণও সেই স্থলে আগমনপূর্ব্বক সেই অনুপম সৌন্দর্য্যশালিনী কামিনীকে বৃক্ষতলে শয়ান দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "এ কি! এরূপ রূপসম্পন্না কামিনী ত কখন নয়নগোচর করি নাই। কোথা হইতে এ সৌন্দর্য্যরাশি উপস্থিত হইল?" এই কথা শ্রবণে অন্যান্য কিরাতগণ ও পরে দলপতিও সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলেই বিস্মিত; কেহ কিছুই নিরাকরণ করিতে পারিতেছে না। দলপতি কামিনীর নিকটবর্ত্তী হইয়া ও আলোকদ্বারা সমুদায় অবলোকন করিয়া ভাবিলেন, বুঝি, কোন সম্ভ্রান্তকুলকামিনী দস্যু কর্তৃক নিহত হইয়া এই স্থলে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন। কিন্তু লাবণ্যজ্যোতিতে মৃতের ন্যায়ও বোধ হইতেছে না, অথচ নিশ্চেষ্ট, জ্ঞান নাই; গাত্রে হস্ত প্রদান করিতেছি, ইহাতেও কিছু বলিতেছে না, শ্বাসও বহিতেছে। ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্য! কোন্ যুবতী কামিনী অপরিচিত পুরুষের স্পর্শ সহ্য করিতে পারে? কিন্তু এ যুবতী তাহাতেও কিছু বলিতেছে না। তবে কি কোন কুহকিনী আমাদের ছলিবার আশায় এই বিজন-বনে মায়াজাল বিস্তার করিয়া শয়ান রহিয়াছে? এত কলরবে যে নিদ্রিতের নিদ্রার অপগম হইবে না, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া উহারে সচেতন করিবার মানসে নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই চেতিত করিতে না পারিয়া একজন অনুচরকে বলিলেন, "দেখ, কামিনী কিছুতেই চেতনা

লাভ করিল না, অথচ জীবিতের ন্যায় বোধ হইতেছে ; বোধ হয়, যত্ন করিলে অবশ্যই চেতনা লাভ করিবে। আকৃতি-দর্শনে বোধ হইতেছে, কামিনী কোন সম্ভ্রান্ত-কুলোৎপন্না ;—কোন বিপদ্‌বশতই এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছে; যাহাতে কামিনী অবিলম্বে চেতনা লাভ করে,তাহাতে সচেষ্ট হও। ইহাকে স্পর্শ করা অবধি আমার শরীর কেমন বিবশ হইয়া আসিতেছে ; ইহার চেতনা ভিন্ন বুঝি আমাকেও উহার দশা ভোগ করিতে হয়।"

অনুচর আদেশমাত্র গ্রীষ্মাপগমের জন্য রমণীর বস্ত্রাদি কথঞ্চিৎ অপসৃত করাতে দেখিতে পাইল, একটী সুকুমার কুমার রমণীর অঞ্চলে আবৃত রহিয়াছে। মুখে বাক্য নাই,—ভয়ে আড়ষ্ট, কেবল নয়ন-প্রান্ত হইতে অবিরত অশ্রুজল নির্গত হইতেছে। যদিও ভয়শোকে মলিন, তথাপি সেরূপ অপরূপ রূপ কখন তাহার নয়নগোচর হয় নাই। বালককে দেখিবামাত্র অনুচর আমোদে পুলকিত হইয়া দল-পতিকে বলিল, "মহাশয়! বুদ্ধদেব আপনার প্রতি নিতান্ত সানুগ্রহ। যদি অনুপম-রূপসম্পন্না কামিনী অদ্যাপি চেতনালাভে সমর্থ হন নাই ; তথাপি তাঁহা হইতেও সমধিক প্রিয়তর অন্য বস্তু আপনাকে প্রদান করিয়াছেন। আপনি যে বস্তুতে বঞ্চিত ছিলেন বলিয়া সর্ব্বদা আক্ষেপ করিতেন,সংসারকে অসার ভাবিতেন ও আপনার অপরিসীম ঐশ্বর্য্য-রাশিতে কোন্ ব্যক্তি অধিকারী হইবে বলিয়া সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন, বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে আজ আপনার সেই মনোদুঃখ নিরাকৃত হইল। দেখুন, কিরূপ অপূর্ব্ব কুমাররত্ন আপনি প্রাপ্ত হইয়াছেন।" বলিয়া কুমারটীকে দলপতির হস্তে প্রদান করিল। কুমার কিরাত-হস্তগত হইবামাত্র ভয়-বিস্ময়ে কাঁদিয়া উঠিল ও কিরাতপতির মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। দলপতির সান্ত্বনাবাক্য নিরর্থক, কিছুতেই বালক রোদন হইতে

ক্ষান্ত হইতেছে না; রমণীর নিকট যাইবার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে।

ক্রমে অনুচরগণের যত্নে রমণীর মোহ অপনীত হইলে, কিরাতপতি সেই রমণীকে জীবিত ও উহার দেহ স্পন্দিত হইতে দেখিয়া আহ্লাদে চৈতন্য-রহিতের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। দেহে বল নাই, চিত্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। কি করিবেন, কি করিলে রমণী সন্তুষ্ট হন ও তাঁহার অনুগামিনী হন, এই ভাবনা যেন তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইতে লাগিল; কিন্তু বলিবার সামর্থ্য নাই;—উপায়-নির্দ্ধারণেও অক্ষম; দৃষ্টি পলকহীন—রমণীমুখেই নিপতিত রহিয়াছে, কিন্তু দর্শনে অসমর্থ। বালক কিরাতপতির হস্তবেষ্টনী ক্রমে শিথিল দেখিয়া অবরোহণ পূর্ব্বক যুবতীর নিকট গমন করিল। মাতৃ-সম্বোধনে আহ্বান করিতেছে ভ্রূক্ষেপ নাই, উত্তর নাই, স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় দেখিতেছে—নাও দেখিতেছে। নয়ন বিকসিত রহিয়াছে অথচ কিছুমাত্র চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না। কুমার বাক্যের উত্তর না পাইয়া যুবতীর অঙ্কে আসীন হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

রমণী অকস্মাৎ পরিচিত করুণ-স্বরে যেন চমকিতের ন্যায়, বিস্মিতের ন্যায়, ভয়াকুলিতের ন্যায় সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল, মোহোবেশ অপনীত হওয়াতে পূর্ব্বভাব ক্রমশঃ স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে স্বপ্নের ন্যায় যাহা দেখিতেছিল, এক্ষণে প্রত্যক্ষই তাহা দেখিতে লাগিল। কি ভয়ঙ্কর! কালান্তক যমসদৃশ অসংখ্য বন্য-পশুতে চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত রহিয়াছে। উহাদিগের পৃষ্ঠের একভাগে মাংসভার ঝুলিতেছে, অন্য ভাগে তূণীর ও বাণাসন; এক হস্তে প্রজ্বলিত মসাল, অন্য হস্তে পথরোধক বৃক্ষলতাদির কর্ত্তন জন্য সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী; মুখমণ্ডল নানাবর্ণে চিত্রিত, গাত্রভাগ পশুচর্ম্মে আবৃত, পদতল উষ্ট্রচর্ম্মনির্ম্মিত পাদুকায়

সংচ্ছাদিত ও কটিদেশ নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে সমলঙ্কৃত। কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! একটী সুখোচিত কামিনী—যুবতী কামিনী যে এরূপ অবস্থায় কাতর হইবে, তাহা পাঠক বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিতেছেন; কিন্তু আমাদিগের যুবতী ততদূর ভীরু-স্বভাব ছিল না, এই কারণে তখনও চেতনা-ধারণে ও আত্মগোপনে সক্ষম হইয়াছিল।

কিরাতপতি সেই সৌন্দর্য্যরাশিকে এককালে উপবিষ্ট দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অধীর হইয়া উঠিলেন। কি করিবেন,মানস নিতান্ত চঞ্চল, কেবলমাত্র রমণীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "সুন্দরি! কি বলিব,বলিবার সামর্থ্য নাই। তোমার দর্শনমাত্র আমার বল-বুদ্ধি অপহৃত হইয়াছে, নয়ন-মন তোমার রূপরাশিতে নিমগ্ন রহিয়াছে, কিছুরই স্থিরতা নাই, বলিবার বিষয় কি? তবে এইমাত্র বলিবার ক্ষমতা আছে যে, অদ্যাবধি এই নিরাশ্রয় তোমার শরণাপন্ন হইল, এই আমার অনুচরবর্গ আজ তোমার আজ্ঞাবহ হইল, সুখপূর্ণ কিরাতরাজ্য তোমারি আজ্ঞাধীন হইল। এক্ষণে ঐ বদন-সুধাকর হইতে সুধামাখা অনুকূল বাক্য নিঃসৃত হইলেই এই দাসদাসের নয়ন, মন,ধন, রাজ্য চরিতার্থ হয়, নতুবা এই কর্ত্তরী এইক্ষণেই অধম-শোণিতে তোমার পাদতল দূষিত করিবে। সুন্দরি! বদনাবরণ মোচন কর, সম্পূর্ণমণ্ডল শশধর কি মেঘা-বরণের উপযুক্ত? সৌদামিনী-স্পর্শে করতল অনবরত কম্পিত হইতেছে, হৃদয় অস্থির হইয়াছে, বাক্পথাতীত অবস্থা উপভোগ করিতেছি। কে বলিবে? যে ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও এইরূপ অবস্থা উপভোগ করি-য়াছে, সেই জানে যে, অদৃষ্টপূর্ব্ব অশ্রুতপূর্ব্ব অনুপম-রূপলাবণ্য-সম্পন্না যুবতী কামিনীর অঙ্গস্পর্শ কতদূর ভয়ঙ্কর! করতল পদতল হইতে বিশ্লিষ্ট করিবার ক্ষমতা নাই; শুষ্ক অলাতে বহ্নি সংযুক্ত হইলে বিযুক্ত করা নিতান্ত সুকঠিন। হৃদয় বিদীর্ণ-প্রায়। অসহ্য বেদনা-কুঠার হৃদয়গ্রন্থিতে

অবিরত আঘাত করিতেছে—আর সহ্য হয় না। সুন্দরি! তোমার কেবলমাত্র কোমল পদতল-স্পর্শেই দেহ-মন এইরূপ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, আত্মপর-বিবেচনা-শূন্য হইয়াছে, অনবরত কম্পিত হইতেছে। জানি না, তোমার সর্ব্বাঙ্গ-স্পর্শ কিরূপ ভয়ঙ্কর! যাহা মনে উদিত হইলেও প্রাণকে আকুলিত করে, তাহা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে কিরূপে উপভুক্ত হইতে পারে? এই বিশ্ব-সংসারমধ্যে এমন কি কোন বীর-পুরুষ অবস্থিত আছে, যে তোমার সর্ব্বাঙ্গ-সংস্পর্শে আত্মাকে ভুঃখিত করিয়াও চেতনা-ধারণে সক্ষম হইয়াছে?

"আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যখন তোমার ঐ মুখ হইতে বাক্য নিঃসৃত হইবে, তখন কখনই এই দেহ সচেতন থাকিবে না। সুন্দরি! সেই বিচেতন অবস্থাও যে কিরাতপতির কতদূর প্রার্থনীয়, কত যে অনুপম সন্তোষপ্রদ, কত যে বিমল আনন্দ-সম্পাদিক, তাহা এই মন চির-জীবন চিন্তা করিলেও অনুভব করিতে পারিবে না। আহা! ও বদনের প্রেমমাখা সুমধুর হাস্য যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও দর্শন করিয়াছে, সেই ধন্য, তাহার জন্মই সার্থক,সেই একত্রে স্বর্গরাজ্যের সমুদায় সুখ উপভোগ করিয়াছে; এই আকর্ণ-বিস্ফারিত লোচনে যখন কটাক্ষ সংযোজিত হয়, তখন কি ধরামধ্যে শারীরিক বলের নামমাত্র শোনা যাইতে পারে? কন্দর্প কি তখনও স্বকীয় বাণাসন-ধারণে সক্ষম হন? এই সুনীল কুঞ্চিত কেশপাশ পীতলোহিত স্থূলোন্নত গণ্ডদেশে পতিত রহিয়াছে, ইহা স্বপ্নে সন্দর্শন করিলেও কি মনুষ্য চেতিত থাকিতে পারে? এই আরক্ত ওষ্ঠাধর যখন তাম্বূল-রাগে রঞ্জিত হয়, তখন কাম-হুতাশন কাহার না অন্তরকে ভস্মীভূত করে? স্থির দৃষ্টি – পলকহীন, কপোলে স্বেদজল বিনির্গত হইতেছে। সুন্দরি! অনুমতি কর, একবারের জন্য—চির-জীবনের মধ্যে একবারের জন্য তোমার বদন-কমল মুছাইয়া দিই,

শরীর পবিত্র করি, হস্তের সার্থকতা-বিধান করি, জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করি! অনুমতি কর। আঃ—আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি।” বলিতে বলিতে কিরাতপতির কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখে অস্পষ্ট বাক্য বিনির্গত—কই, তাও আর শুনা যায় না, অবিরল ঘর্ম্মজল বহিতেছে, গ্রীবাদেশ বলহীন, দৃষ্টি সঙ্কুচিত,—এ কি মূর্চ্ছার পূর্ব্ব-লক্ষণ? দেখিতে দেখিতে কিরাতপতি অবশ-দেহে অনাবৃত অপরিষ্কৃত ভূমিতলে পতিত হইলেন।

“কি হইল, কি হইল, কি সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশি, কুহকিনি! কি সর্ব্বনাশ করিলি: ইনি তোর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন? তোর স্পর্শও যে এত ভয়ঙ্কর, অগ্রে জানিলে কখনই ইহাঁকে স্পর্শ করিতে দিতাম না। হায়, কি হইল! অপরিমিত-বলবীর্য্যসম্পন্ন সাহসরাশি কিরাতনাথ একটা কামিনীর স্পর্শে গতচেতন হইলেন! রাক্ষসি, হতভাগিনি! তুই-ই এই সর্ব্বনাশের মূল,—তোর স্পর্শেই কিরাতনাথ গতচেতন হইয়াছেন: যাহাতে দলপতি শীঘ্র চেতনা লাভ করেন, তাহা কর্; নতুবা এই দণ্ডেই এই শত শত সুতীক্ষ্ণ কর্ত্তরী, তোর সমক্ষে—তোর চক্ষের উপর, কুমারকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তোকেও নিধন করিবে।” চতুর্দ্দিক্ হইতে বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ এই দারুণ বাক্য সমুত্থিত হইল।

শুনিবামাত্র রমণী মূর্চ্ছিত-প্রায়। নয়ন জ্যোতিহীন, নিমেষশূন্য, আর্দ্র। কি করিবে, কি করিলে উপস্থিত বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবে? এই চিন্তা যেন যুবতীর অন্তরে উদিত হইতে লাগিল; কিন্তু কে উপায় নির্দ্ধারণ করিবে? এইরূপ বিপৎপরম্পরা কোন্ রমণী, কোন বীরপুরুষ সহ্য করিতে পারে? রমণী নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল ও উহা-দিগের মুখপানে সভয়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। আর অনুনয়-বিনয়ের সময় নাই। যমদূত-সদৃশ কিরাতদল অনুনয়-বিনয়ে বশীভূত

হইবার নহে। দল হইতে ঘন ঘন পূর্ব্বোক্ত বাক্য বিনির্গত হইতেছে।

তখন যুবতী উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিল, "মহাশয়গণ! স্থির হউন, আমি আপনাদিগের অধিপতির চৈতন্য-সম্পাদনে চেষ্টা করিতেছি।"

"এখনি কর্, নতুবা অবিলম্বে উচিত প্রতিফল পাইবি।" রমণী কি করে, দলপতির চৈতন্য-সম্পাদনার্থে অগত্যা উহাকে যত্ন গ্রহণ করিতে হইল; অথচ চৈতন্যাধানের কিছুই নাই, কিসে চৈতন্য সম্পাদিত হইবে? কিন্তু এরূপ যুবতী কামিনীর একটী যুবককে চেতিত করিবার উপকরণের অভাব কি?

যুবতীর কোমল করতল কিরাতপতির অঙ্গে পদ্মদলের ন্যায় নিক্ষিপ্ত হইল, নিশ্বাস-পবন বীজন-সদৃশ হইল, নয়নজল বারিসেকের কার্য্য-সম্পাদন করিতে লাগিল এবং কোমল বচন-পরম্পরা, পরস্পর-সংলগ্ন দন্তপংক্তির কথা দূরে থাকুক্ হৃদয়গ্রন্থিরও বিদারণক্ষম হইয়া উঠিল। এইরূপ উপকরণ-সমবায় একত্র হইলে যখন পাষাণও অঙ্কুরিত হয়, তখন উহাতে কি একটী সামান্য মনুষ্য-দেহ চেতিত হইবে না? কিরাতপতি! তুমিই ধন্য; তোমার মোহই তোমার সুখের নিদান। তোমার সমকক্ষ ব্যক্তি যাহা স্বপ্নেও অনুভব করিতে পারে নাই, তাহা তুমি সামান্য মোহের বশীভূত হইয়াই উপভোগ করিলে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই সুখ তুমি বহুক্ষণ ভোগ করিতে পাইলে না, তোমার দেহ স্পন্দিত হইতেছে, অবিলম্বেই চেতিত হইবে।

দেখিতে দেখিতে কিরাতপতির দেহে চৈতন্যাধান হইল, রমণীর শুশ্রূষার সহিত মোহও অপনীত হইল। কিরাতনাথ কিরাতগণের জয়-ধ্বনির সহিত গাত্রোত্থান করিলেন এবং যুবতীর অন্তরে কুমারের জীবন-নাশের বিরুদ্ধে সতীত্বনাশের আশঙ্কা পুনরায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

কিরাতপতি অল্পে অল্পে নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, পার্শ্বে তাঁহার হৃদয়হারিণী কামিনী আসীনা, অঙ্গে কোমল হস্ত কোমলভাবে নিহিত রহিয়াছে—মধুর স্পর্শ!—রূপবতী যুবতীর কোমল করতল আপন অঙ্গে নিহিত রহিয়াছে। দেখিবামাত্র তাঁহার হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল, সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, ধীরে ধীরে করে করধারণ করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! আমি কি পুনরায় জন্মলাভ করিলাম? না সেই অস্পৃশ্য কিরাতজাতিই রহিয়াছি? সেই আমি—সেই তোমার সহিত – সেই কাননেই কি শয়ান রহিয়াছি? না কোন দেবদূত অপ্সরা সনে স্বর্গীয় কাননে বিহার করিতেছেন? স্বপ্নের চিত্রে কি জীবন অঙ্কু-রিত হইল? অথবা নিদ্রায় আমার জীবন এখনো বিচেতন রহিয়াছে? সুন্দরি! সত্য বল, তুমিই কি আমার পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছ? তোমারই কি মৃণাল-পেলব কোমল হস্ত আমার হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে? আমার উপর যে তোমার অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছিল, ইহা আমি একবারের জন্যেও বুঝিতে পারি নাই, আঃ—এতক্ষণের পর আমার জীবন সার্থক হইল। প্রিয়ে! গৃহে চল, এই ভীষণ অরণ্য মনুষ্যের আবাসযোগ্য নহে; রাত্রিও অধিক হইয়াছে। হিংস্র-জন্তুগণ এক্ষণে আমাদিগের শরপাত-ভয়ে অন্যত্র গমন করিয়াছে; কিন্তু আর বিলম্ব নাই, এখনই এই স্থলে আগমন করিবে।"—বলিয়া যুবতীর অঙ্গ-অবলম্বনে কিরাতনাথ ভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

যুবতী কিরাতপতির ভাবভঙ্গী দর্শনে এককালে ম্রিয়মাণ ও লজ্জাভয়ে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল, বলিল, "মহাশয়! আমি নিতান্ত দুঃখিনী—"

কিরা। প্রিয়ে! কিসের দুঃখ? আজ হতে তুমি রাজরাণী হইলে, সমুদায় কিরাতরাজ্য তোমার আজ্ঞাধীন হইল, তথাপি দুঃখ? আর ঐ মর্ম্মভেদী কথা মুখে আনিও না।

যুব। বারংবার আর যাতনা দিবেন না। আপনার আচরণ-দর্শ
আমি যার পর নাই ভীত হইতেছি। ছাড়িয়া দিন, কুলকামিনীর সতীত
নাশাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। কলঙ্কিত দেহে মুহূর্ত্তের জন্য আমার বাঁ
বার সাধ নাই। শত শত বন্য পশুতে আমাকে খণ্ডিত করুক, তাহা
শ্রেয় জ্ঞান করিব; তথাপি আর যেন আপনার ঐ পাপবাক্য আমাকে
একবারের জন্যও শুনিতে না হয়। অদ্যই হউক বা কল্যই হউক, যখ
মরণ নিশ্চিত রহিয়াছে, তখন যাহা অপেক্ষা আর নাই, এমন সতীত
ধনে বিসর্জ্জন দিয়া স্ত্রীজাতির জীবনে আবশ্যক কি? এমন কি নীচবংশে
জন্মিয়াছি যে, সামান্য পাপের প্রলোভনে মন আকৃষ্ট হইবে? আ
ইহাও অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে, যে কোন বস্তু দেখিলেই উহা
গ্রহণে অভিলাষ বা উপভোগে আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে? দস্যুরাই পর
সম্পত্তি-দর্শনে লোলুপ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহারা কি মনুষ্য-নামে
উপযুক্ত? জানি না, ঈশ্বর কি জন্য ঐ সকল পাপ-কণ্টক পবিত্র সংসার
পথে রোপণ করিয়াছেন; মহাশয়! মরণে ভয় করি না; শরীরেও মায়া
করি না, এখনি আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করুন, তথাপি আপন ধর্ম্ম পরি
ত্যাগ করিব না। হস্ত ছাড়িয়া দিন, পায়ে ধরিতেছি, আমাকে ছাড়িয়া
দিন। লোকালয়-গমনে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই। এই অরণ্যে
আমার জীবন অবসান হউক, তাহাতে কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করি
না; কিন্তু আপনার নাম মনে হইলেও যেন আমার হৃদয় কম্পিত হইতে
থাকে,—প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। ক্ষান্ত হউন, এই বালকটী বরং
আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি পুত্রের ন্যায় ইহাকে লালন-পালন
করুন, বয়স হইলে এ আপনারই বশ্য থাকিবে ও পুত্রের ন্যায় অস
ময়ে আপনার প্রিয়কার্য্য-সাধনাদি দ্বারা যথেষ্ট সুখোদয় প্রদান করিবে।
যুবতী অধোবদনে নিরুত্তর রহিল।

কিরাতপতি! নিরাশ হইলে? এতক্ষণ তোমার হৃদয়ে যে আশা প্রবাহিত হইতেছিল,যাহার বলে তুমি স্বীয় অবস্থার অসম্ভাবিত সোপানে অধিরোহণ করিয়াছিলে, তোমার জীবনের মধ্যে আজ একদিন সুখময়, সন্তোষময়, অমৃতময় দেখিতেছিলে, সেই আশা এতক্ষণের পর প্রতিহত হইল। চতুর্দ্দিক্ শূন্যময়, হৃদয় বিদীর্ণপ্রায়। কিরাতপতি অচেতনের ন্যায় কিয়ৎক্ষণ মৌনভাবে অবস্থান করিয়া রহিলেন। পরে অতি কষ্টে কথঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া লজ্জিতের ন্যায়, ক্ষুব্ধের ন্যায়, ক্রুদ্ধের ন্যায় যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুন্দরি! যদিও আমরা নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদিও আমাদিগের আকার-প্রকার অতিশয় জঘন্য, যদিও মনুষ্যবাস-বিবর্জ্জিত অরণ্যে বাস করিয়া থাকি, তথাপি আমাদিগের মানস তাদৃশ জঘন্য নহে, কাহাকেও সত্য-পথ হইতে বিচ্যুত করাও আমাদিগের ধর্ম্ম নহে, পাপের অনুশীলনে আমাদিগের মনেও গ্লানি উপস্থিত হয়, অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমরাও অনুতপ্ত হইয়া থাকি। তবে যৌবনকাল অতি বিষমকাল, এই কালে লোকের অন্তরে হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না। মনুষ্যমাত্রেরই অন্তর যৌবনে কন্দর্পের আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, কন্দর্প মনে করিলেই উহাকে যথা ইচ্ছা তথা লইয়া যায় ও নানা প্রকারে কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে। সেই কারণেই আমি এইরূপ উন্মাদিত হইয়াছিলাম; বোধ করি, সকলকেই কোনও না কোনও সময়ে এইরূপ অবস্থা উপভোগ করিতে হইয়াছে। পরকীয় সৌন্দর্য্য বলিয়াই যে অন্তর বিচলিত হইবে না, এমন সাধু মন নিতান্ত বিরল। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যদি আমার আকার এরূপ জঘন্য ও জন্ম এরূপ নীচকুলে না হইত, তাহা হইলে তোমারই এই মনের আবার অবস্থান্তর দর্শন করিতাম।

সুন্দরি! তুমি যেরূপ কঠোর-বাক্যে আমাকে তিরস্কার করিলে, বল

দেখি, তোমার জীবনের মধ্যে কি এমন একদিনও উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে তোমাকেও এইরূপ কঠোর বাক্যে তিরস্কার করিতে পারা যাইত? তোমা অপেক্ষা সমধিক রূপবান্ যুবা পুরুষকে সময় ও অবস্থাবিশেষে দর্শন করিয়া কি মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার হৃদয় চঞ্চল হয় নাই? মুখের কথা বলিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না; কিন্তু তাহা অন্তরের সহিত পালন করা নিতান্ত সুকঠিন। আমিও অনেককে অনেক সময়ে অনেক উপদেশ ও তিরস্কার করিয়াছি, কিন্তু সেই আমি আজ তোমার নিকটও উপদেশ ও তিরস্কারের পাত্র হইলাম। কি বলিব, যদি তোমাকে অন্তরের সহিত ভাল না বাসিতাম, তাহা হইলে কখনই স্ত্রীলোকের মুখ হইতে এইরূপ উদ্ধত ও গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করিতাম না। আর বৃথা বাক্যব্যয়ের আবশ্যক নাই, এক্ষণে আমার সহিত আমার আশ্রয়ে যাইতে হইবে, তোমাকে এখানে রাখিয়া কখনই আমি গৃহে যাইব না। বুদ্ধদেবের এমন আজ্ঞা নাই যে, কোনও অসহায় ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে নিপতিত দেখিয়া অক্ষতদেহে স্বয়ং গৃহে গমন করিবে। অতএব কোন আপত্তি শুনিব না, স্বেচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, আমার সঙ্গে যাইতেই হইবে।"

তখন যুবতী কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতের ন্যায় হইয়া বলিল, "মহাশয়! আমি আপনার মতে সম্মত হইলাম; কিন্তু আমার প্রতি কোনরূপ অহিতাচরণ ঘটিলে তখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

কিরাতপতি যুবতীর সম্মতিসূচক বাক্য শুনিবামাত্র আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। প্রভুর অভীপ্সিত-সিদ্ধিবিবেচনায় দলমধ্যে গগনস্পর্শী জয়ধ্বনি উদ্‌গত হইল। না বলিতেই সুসজ্জিত অশ্বতরী সম্মুখে প্রস্তুত। অনুরোধে যুবতী অগ্রে অশ্বতরী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলে, কিরাতপতি অশ্বে আরোহণ করিয়া জয়ধ্বনিতে বনভাগ আকুলিত করত নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"তাং বহ্বাঃ পরিধাবন্তঃ স্ত্রিয়শ্চ সমুপাদ্রবন।"

মহাভারত।

"রাত্রি অবসান——উষাদেবি ! সত্বর হও ; নিদ্রা-কুহকিনীর মায়া-জাল ছিন্ন কর। উহার মোহে এখনও জীবজন্তুগণ আচ্ছন্ন রহিয়াছে ; তামসী যবনিকা এখনও অপসারিত হয় নাই, উদ্ঘাটন কর। নিশা অদ্যাপি পতি-সহবাস-সুখ উপভোগ করিতেছে, কুমুদিনী পদ্মিনীকে অদ্যাপি উপহাস করিতেছে, হিমানী-বর্ষ এখনও উহাকে ক্লেশ প্রদান করিতেছে, দলবদ্ধ খদ্যোতকুলের পুচ্ছজ্যোতি আর কতক্ষণ তোমার সমক্ষে জ্যোতীরূপে অনুমিত হইবে ? দক্ষিণা-পবন দীর্ঘনিশ্বাসে উপেক্ষা প্রদর্শন করা কি তোমার কর্ত্তব্য ? নিশাকরোপভুক্ত তারকাকুসুম অদ্যাপি গগনাঙ্গনে পর্য্যস্ত রহিয়াছে, আর কখন্ সম্মার্জ্জিত হইবে ? পুরন্দর যে স্বয়ং স্বর্ণশলাকা-নির্ম্মিত সম্মার্জনী-হস্তে তোমাকে আহ্বান করিতেছেন। অগ্রসর হও, সম্মার্জনী গ্রহণ কর ; এখনও কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, এই অখণ্ড রাজ্য ভিন্ন-অধিকারভুক্ত হইয়াছে ? ঐ দেখ, নিশাকর পাণ্ডুবর্ণ-কলেবরে পলায়নোন্মুখ হইয়াছেন ; নিশা স্বভাব-সুলভ মমত্বে আকৃষ্ট হইয়া অদ্যাপি স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু চিন্তায় সর্ব্বশরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ; অবিলম্বেই যে উহাকে নব-ভূপতির দারুণ প্রতাপে বিনষ্ট হইতে হইবে, তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছে না। আর নিশ্চিন্ত

থাকিবার সময় নাই—দিবাকর উদিতপ্রায়; দিবাকরসারথি অরুণদেব রাগরক্ত-কলেবরে দূর হইতে সমুদায় দেখিতেছেন, কখনই তোমার এই অবিনয় সহ্য করিবেন না। প্রকৃতি-সতী তোমার কার্য্য সমুদায় নিজে সম্পন্ন করিলেন, ইহা জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই তোমাকে তোমার অধিকার হইতে চ্যুত করিবেন।"

চতুর্দ্দিক্ হইতে একতানস্বরে যেন এই মনোহর ধ্বনিই উদ্‌গত হইল। সর্ব্বজনমনোহারিণী উষার হৃদয়-শোষক পক্ষিবিরাবে তাহার চৈতন্যোদয় হইল। তখন উষা, প্রখর-প্রতাপ দিবাকর-করে নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতে হইবে ভাবিয়া, এককালে পশ্চিমাশা আশ্রয় করিলেন। দিগঙ্গনাগণ উষার রঙ্গ হেরিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিলেন না, দিবাকরও হাসিতে হাসিতে উদিত হইলেন। জলে পদ্মিনী, স্থলে কুসুমনিকর ও সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিসতীও হাসিতে লাগিলেন। সমুদায় নগর-নগরী, গ্রাম-উপগ্রাম এই হাস্যের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রাতঃকাল—পাঠক! কিরাতনগরীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর; ইহাও হাস্যময়,অপূর্ব্ব আলোকে আলোকিত ও অনুপম আমোদে আমোদিত। সে আলোকের ইয়ত্তা নাই, আমোদ অভূতপূর্ব্ব। একমাত্র নিশার অবসানে অদ্য কিরাত-নগরে আমোদরাশি উচ্ছ্বলিতবেগে প্রবাহিত হইতেছে। অগ্রসর হও, কিরাতনগরীর শোভা দর্শন কর, ঐ দেখ, নগরের চতুর্দ্দিক্ই আহ্লাদে উন্মত্ত, উল্লাস-রবির আলোকে আলোকিত; আর সে শ্রী নাই, সে রাত্রিও নাই; এক্ষণে প্রভাত হইয়াছে। চতুর্দ্দিক্ আনন্দ-কল্লোলে কল্লোলিত হইতেছে। অধিবাসিগণ সকলেই বেশভূষায় নিযুক্ত রহিয়াছে। কেহ কাহারও অপেক্ষা করিতেছে না; সকলেই অগ্রসর,—যে স্থলে আমাদিগের পথভ্রষ্টা যুবতী কামিনী অবস্থিতি করিতেছে, সেই রাজপুরীর অভিমুখেই অগ্রসর। রাজভবনও অদূরবর্ত্তী,—ঐ পূর্ব্বোক্ত-

রঞ্জিত নিশানপট্ট বায়ুভরে কম্পিত হইতেছে; সুমধুর বাদ্যধ্বনিতে রাজ-ভবন প্রতিধ্বনিত হইতেছে, শব্দে দর্শকদিগের হৃদয়-মন উল্লসিত হইতেছে। আজ আমোদের সীমা নাই। নিরন্তর-প্রবাহিত জনস্রোতে রাজপথ আপ্লাবিত; পুরী লোকে লোকারণ্য, দর্শনাগত কিরাতগণে পরিপূর্ণ, আনন্দ-কোলাহলে পরিপূরিত। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই তামসী মূর্ত্তি,—সুমধুর বন্যবেশে সুশোভিত তামসী মূর্ত্তি।—দেখিতে মনোহর; যিনি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন যে, তাদৃশ বেশ-বিন্যাসিত কিরাতমূর্ত্তি দেখিতে কিরূপ সুন্দর! উৎস-বিগলিত জলধারার ন্যায় বনলতাসংযমিত কেশপাশে কন্ধরা আবৃত, গ্রন্থি-সংলগ্ন কুসুমস্তবকে গ্রন্থিভাগ পরিশোভিত, শরীরের অপর ভাগ বল্কল-পরিণদ্ধ, অন্যভাগ অনাবৃত, কর্ণে কুসুমগুচ্ছ, হস্তে লতাঙ্গুরীয়, কণ্ঠে বন-মালা ও সুচিত্র চিত্রে মুখমণ্ডল চিত্রিত।—সকলেরই অগ্রগামী হইবার বাসনা। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও বারণ নাই,—অবাধে অন্তঃপুরে গমনাগমন করিতেছে, ও মনের উল্লাসে নানাপ্রকার আলাপে উন্মত্ত রহিয়াছে।

সম্মুখেই কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল গৃহ। উহার মধ্যে সুগন্ধি কাষ্ঠ ধূমিত হইতেছে ও অন্যান্য বহুবিধ বন্য উপকরণে গৃহভাগ সুসজ্জিত রহিয়াছে। মধ্যে পল্লবাস্তরণ, আস্তরণের মধ্যভাগে আমাদিগের পথভ্রষ্ট যুবতী ও উহার অঙ্কদেশে সুকুমার কুমার শয়ান। বনমধ্যে তামসী রজনীর সমাগমে তৎকালে যাহার রূপলাবণ্য তাদৃশ অনুভূত হয় নাই, যাহার দেহপ্রভা তমঃপঙ্কে মগ্ন হইয়া মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল, ও হিমানীজাল-জড়িত শশধরের ন্যায় যাহার বদনকান্তি নিতান্ত নিষ্প্রভের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়াছিল, এক্ষণে তাহার সেই রূপশশী গৃহভাগ আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, কিরণচ্ছটা কিরাতদেহের ধূসরিমা সম্পাদন করিতেছে, এবং

উহাদিগের মানসরূপ সলিলরাশি কল্লোক্ষুব্ধ হইয়াই যেন হাস্যরূপে পরিণত হইয়া দেহবেলা অতিক্রম করিতেছে। সুন্দরী কিরাতমধ্যগতা হওয়াতে মলিনাভ নভোমণ্ডলের মধ্যদেশে সম্পূর্ণমণ্ডল শশধরের ন্যায়, সুনীল সরোবর-সলিলে বিকসিত শতদলের ন্যায় ও কৃষ্ণের বক্ষঃস্থললম্বিত কৌস্তুভমণির ন্যায় শোভা পাইতেছে। বদন শশধর হইতেও নির্ম্মল ও প্রীতিপদ, নয়ন কলঙ্ক হইতেও সুনীল ও সুমধুর, এবং আলুলায়িত কেশপাশ গগন হইতেও ঘনঘোর ও চিক্কণ। দেহখানি ক্ষীণবাসে আবৃত হইলেও কি শরন্মেঘসংচ্ছাদিত শশধরের ন্যায় দর্শকের নয়ন-মনকে বিকসিত করিতেছে না? ক্ষীণতা সুগঠিত হইলে যে, দেহের—একটী রমণী-দেহের কতদূর সুশ্রীতা সম্পাদন করে, এই যুবতীই তাহার একমাত্র নিদর্শন। এই বদনমণ্ডল যখন কুঙ্কুমরাগে রঞ্জিত হয়, তখন স্বর্ণের উপর রসায়নচ্ছটার কতদূর উপধায়িতা, তাহা বিলক্ষণ অনুভূত হইতে পারে। এই দেহ অলঙ্কৃত হইলে কি বিধাতার নির্ম্মাণরমণীয়তা স্থানে স্থানে অসংশ্লিষ্টের ন্যায় বোধ হয় না? যদিও সে মুখে হাস্য নাই, যদিও রাত্রিমধ্যে একবারের জন্যও যুবতীর চক্ষু মুদ্রিত হয় নাই, তথাপি কি দর্শনমাত্র ভাবুকের মন চঞ্চলিত হইতেছে না? সে ভাব দর্শন করিলে কাহার না অন্তর আকুলিত হইয়া উঠে? যে ব্যক্তি সেই সময়ে সেই রমণীকে সেই ভাবে আসীন দেখিয়াছে, সেই বিলক্ষণ তাহার ভাবভঙ্গী ও অসাধারণ সুশ্রীতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বদন অবনত,—জ্যোতির্হীন,—বসনে অর্দ্ধ-আবৃত,—নয়নজলে ভাসিতেছে; নয়ন অর্দ্ধ-সঙ্কুচিত; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল। যেন কতই ভাবিতেছে। কিসের ভাবনা? রাজ্য গিয়াছে? বনবাসিনী হইয়াছে? অসভ্য কিরাত-হস্তে পতিত হইতে হইয়াছে? যুবতী সুন্দরী, অল্পবয়স্কা, তাহার আবার কিসের ভাবনা? যাহার রূপলাবণ্য সুবিস্তীর্ণ নগরের—কাশ্মীর নগরের

সর্ব্বত্র ভূষণরূপে পরিগণিত হইয়াছে, যাহার সামান্যমাত্র দৃষ্টিও কোনও বিলাসীর প্রতি নিপতিত হইলে সে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে, সেই রূপসী অদ্য কুৎসিত কিরাতহস্তে পতিত হইল! তথাপি তাহার কিসের ভাবনা? পাঠক! ভাবিয়া দেখ, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের, অনুতাপের ও লজ্জার বিষয় আর কি হইতে পারে?

দ্বিতীয় স্তবক

"নায়ং পুনস্তথা ত্বয়ি যথা হীনং শঙ্কসে ভীরু!"

—কালিদাস।

সতী কি অসদভিপ্রায়ের উপকরণ হইবে? স্বর্ণহার কি পেচকের কণ্ঠভূষণ হইবে? না নলের অঙ্কলক্ষ্মী দময়ন্তী ব্যাধের প্ররোচনায় উহার অঙ্কশায়িনী হইবেন? কখনই না। যুবতী কল্য যে ভাবে অবস্থিত ছিল, অদ্যও তাহাই রহিয়াছে, কল্যও তাহাই থাকিবে। তবে কিরাতপতির লালসা? আশামাত্র; ফলে কিছুই না। কিরাতপতি আকাশে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতেছেন ও কল্পনার সুখময় ক্রোড়ে শয়ান হইয়া কতপ্রকার আশাই করিতেছেন, সাধ্যমত যত্নেরও ত্রুটি হইতেছে না; কিন্তু তাঁহার আশার আশাই ফল, যত্নের যত্নই ফল। যে যুবতী, সেই যুবতীই রহিয়াছে; ভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

কিরাতনাথ কোন কোন সময় ভাবিতেন যে,—

"বন্য-করিণী বদ্ধ হইয়াই বন্ধনকর্ত্তার বশ্যতা স্বীকার করে না। কিন্তু

কখনও না। কখনও তাহাকে প্রীতির স্বর্ণময় শৃঙ্খলে বন্ধন করা যাইবে ও আরোহীর ইচ্ছামত পথে বিচরণ করিতে হইবে।”

আজ কিরাতপতির অন্তরে সেই ভাবনাই উপস্থিত।

“এতদিন হইল, অদ্যাপি কি যুবতী আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে না? যাহার জন্য রাজ্য, ধন, দেহ অবধি বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হইয়াছি, দাস-দাসী, কিরাতরাজ্য যাহার একমাত্র আজ্ঞাধীন করিয়া দিয়াছি, যাহার সন্তোষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে অস্ত্রবিশারদ শাস্ত্রকুশল শিক্ষকদিগকে আনয়ন করিয়া কুমারের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছি, সে কি আমার বশ্যতা স্বীকার করিবে না? অবশ্যই করিবে।”

বসিয়াছিলেন, উঠিলেন; পাদচারে গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইলেন,—সম্মুখেই সেই মোহিনী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান,—সহাস্য-কটাক্ষে ভুবন মুগ্ধ করিতেছে। কিরাতনাথ ধরিবার চেষ্টা করিলেন, ধরিতে পারিলেন না; যেন সেই কল্পনাময়ী মাধুরী হাসিতে হাসিতে তাঁহার হস্তের সীমা অতিক্রম করিল। কিরাতপতি অগ্রসর হইলেন, যুবতীকে ধারণ করেন মনে ইচ্ছা; কিন্তু ধরা যায় না। “এইবার ধরিব” ভাবিতে না ভাবিতেই যেন যুবতী দুই হস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান। কিরাতনাথ মনের আবেশে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যুবতীও আলেয়ার ন্যায় অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল। অবশেষে কিরাতপতি সেই যুবতীর সঙ্গে একটী গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কোন্ গৃহে? তাঁহার হৃদয়,তাঁহার অন্তর যে স্থানে যে গৃহে থাকিতে ভালবাসে, সেই গৃহে—সেই যুবতী-গৃহে।—যুবতীকে তিনি এতক্ষণ গবাক্ষপার্শ্বে দেখিতেছিলেন, যাহার হাস্যে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া, কটাক্ষে আকৃষ্ট হইয়া এই গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন,—সেই যুবতীগৃহে। যুবতী মধ্যে আসীনা, কিন্তু ভাবের সমুদায় পরিবর্ত্তন। কিরাতনাথ এতক্ষণ

আজ পর্য্যন্ত ...
যাছে। যে ভাবে দেখিতেছিলেন, সে ভাবের কিছুই নাই; সে হাসি নাই, সে কটাক্ষও নাই; যুবতী ম্রিয়মাণ, বদন অবনত, হৃদয় সঘনে কম্পিত; যেন ভয়ে আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সুন্দরি! ভয় নাই; তুমি যে ভয়ে এরূপ কাতর হইতেছ, কিরাতপতি হইতে সে ভয়ের কিছুমাত্র আশঙ্কা করিও না। যদিও তিনি তোমার সৌন্দর্য্যে একান্ত মুগ্ধ হইয়াছেন, যদিও অন্তরে, বাহিরে, শূন্যে, আধারে একমাত্র তোমাকেই দেখিতেছেন, যদিও তোমা ভিন্ন উঁহার চিরজীবন সুখে বঞ্চিত হইয়াছে ও হইবে ভাবিতেছেন, তথাপি তোমার প্রতি 'বলপ্রকাশ' এই বাক্যটী উঁহার হৃদয়ে অদ্যাপি আবির্ভূত হয় নাই; প্রাণসত্ত্বে হইবে কি না, ইহাও উঁহার মন অদ্যাপি অবধারণ করিতে পারে নাই।

কিরাতপতি বৌদ্ধ, একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক, 'পরস্ত্রী-হরণ' বিশেষতঃ 'অতিথির প্রতি বলপ্রকাশ' বৌদ্ধধর্ম্মে একান্ত বিগর্হিত। কামাসক্ত বিশেষ তাঁহার অবস্থাগত ব্যক্তির চিত্তে কি ধর্ম্মভাব জাগরূক থাকিতে পারে? প্রকৃত ধার্ম্মিক হইলে অন্তরে যে একটী সংস্কার বদ্ধমূল হয় নিতান্ত চিত্ত-বিকৃতি হইলেও তাহার সে ভাব অন্তর হইতে অন্তরিত হয় না। এই কারণেই কিরাতনাথ তোমাকে হস্তে পাইয়াও তোমার গাত্রে হস্ত নিক্ষেপ করিতে সাহস করিতেছেন না। কিন্তু কষ্টেরও পরিশেষ নাই,—চিন্তায় শরীর ক্রমশঃই দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইতেছে, মন নিতান্ত বিকৃত হইয়াছে, কিছুতেই আমোদ অনুভব করিতে পারিতেছেন না, দিবা-নিশি ঐ ভাবনা; আহার নাই, নিদ্রা নাই, কেবল ঐ ভাবনাতেই সময় যাপন করিতেছেন। তোমাকে সমক্ষে দেখিলে উঁহার অন্তরে যে কিরূপ ভাবের উদয় হয়, তাহা কিরাতপতি স্বয়ংই বুঝিতে পারেন, অন্যে কি বুঝিবে? একদৃষ্টে যেন তাঁহার দেখিবার দ্রব্য দেখিতে থাকেন, ক্রমে

শরীর অবশ হইয়া পড়ে, নয়ন দর্শনে অক্ষম হয়, মনে চিন্তার যাইবে থাকে না,—যেন কুহকবদ্ধ রোগীর ন্যায় জড়তাময় হইয়া উঠেন। অদ্যও তাহাই ঘটিয়াছে। কিরাতপতি কাষ্ঠময় প্রাচীরে কাষ্ঠময় দেহ সংলগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। দেহে জীবনের কিছুমাত্র চেষ্টা লক্ষিত হইতেছে না।

যুবতী তাঁহার ভাব-ভঙ্গি-দর্শনে ভীতমনে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। কিরাতপতি দেখিলেন, কিন্তু কিছুই বলিলেন না। কেবল নয়নপ্রান্ত হইতে মন্দ মন্দ অশ্রুবারি বিগলিত হইতে লাগিল। যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, দেখিলেন, ক্রমে যুবতী চক্ষুর অদৃশ্য হইলে তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া আপন গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

এইরূপেই আজ, কাল, মাস, বৎসর, যুগ পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। কিন্তু কিছুতেই আর আশার পরিপূরণ হইল না। শরীর শীর্ণ, মানস নিস্তেজ, বর্ণ বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। রাজকার্য্য কিছুই দেখেন না, সর্ব্বদাই বিজনে বাস, অহরহঃ যুবতীর চিন্তা, কাহারও সহিত অধিকক্ষণ আলাপ পর্য্যন্ত করেন না,—সদাই অন্যমনস্ক। কখনও স্থির-হৃদয়ে যুবতীকে অন্তর হইতে অন্তরিত করিবার চেষ্টা পান, অন্তরকে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত করিবার আশয়ে মৃগয়াদিতে গমন করেন এবং ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা, নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান ও উপদেশ-মূলক উপন্যাসাদি-শ্রবণে হৃদয়কে ব্যাপৃত রাখেন; কিন্তু কিছুই ভাল লাগে না। প্রসঙ্গক্রমে সেই যুবতীর কথা মনে উদিত হইলে এককালে অধীর হইয়া উঠেন; এমন কি, 'তিনি কে, কাহার জন্য এরূপ আয়াসিত হইতেছেন,' কিছুই অনুধাবন করিতে পারেন না। দারুণ কষ্ট! মধ্যে যে এত দিবস অতিবাহিত হইল, তথাপি প্রথম দর্শনের দিবস হইতে

আজ পর্য্যন্ত উঁহার হৃদয় যুবতীর প্রতি সমান ভাবেই অনুরক্ত রহিয়াছে। কিছুতেই তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

তৃতীয় স্তবক।

পিপাসাক্ষামকণ্ঠেন যাচিতশ্চাম্বু পক্ষিণঃ।
নবমেঘোজ্ঝিতা চাস্য ধারা নিপতিতা মুখে॥

—শকুন্তলা।

পাঠক! একবার এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর; দেখ, সেই অষ্টমীর শশিকলা সন্ধ্যাযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, রূপার প্রতিমা স্বর্ণজলে অভিষিক্ত হইয়াছে। রূপের সীমা নাই; যাহাকে একবারমাত্র বাল্যকালে দেখিয়াই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলে, নয়ন সার্থক হইল—মনে করিয়াছিলে, এখন কিরাতনগরীর উচ্ছ্বাসস্বরূপ সেই মধুর মূর্ত্তি যৌবনসীমায় পদার্পণ করিয়াছে। আপনার লাবণ্যেই আপনি ভাসিতেছে। কুমুদিনী অদ্যাপি সুধাকর-করস্পর্শ-সুখ অনুভব করিতে পারে নাই; যে মুদিত, সেই মুদিতই রহিয়াছে।

যৌবনের আবির্ভাবে কুমার যেমন প্রকৃষ্ট বলশালী, যেমন অপরিমিত সাহসী, সেইরূপ অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্নও হইয়া উঠিয়াছেন; সে রূপের ইয়ত্তা নাই, তুলনাও নাই। চিত্রিত চিত্রেরও কোন না কোন স্থলে কোন হীনতা লক্ষিত হইতে পারে, চিত্রকরের তুলিকারও একদিন কম্পন কদাপি সম্ভাবিত হয়; কিন্তু বিধিকৃত তুলিকার কম্পন কদাপি সম্ভাবিত নহে। যার পর নাই একটী সুন্দর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতে

হইলে যেখানে যে বর্ণের, যে উপকরণের আবশ্যক হয়, এ আকারে তাহার কোনটীরই অভাব ঘটে নাই। যতদিন না ইহা অপেক্ষাও সমধিক সুন্দর-মূর্ত্তি-সৃষ্টির আবিষ্কার হইতেছে, ততদিন ইহাই যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কল্পনার প্রথম নিদর্শন, বোধ হয়, ইহা স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাকেও স্বীকার করিতে হইবে।

পুরুষ-নয়ন পুরুষ-রূপের দোষ-গুণ ততদূর অনুধাবন করে না, করিতেও পারে না। আজ কন্দর্প জীবিত থাকিলে হয় ত তিনি সঙ্কুচিত না হইতে পারিতেন, কিন্তু রতি এ আকার-দর্শনে সতী বলিয়াই লজ্জায় ও ঈর্ষায় অধোবদন হইতেন। পুনরায় দেখা দূরে থাকুক, মনে হইলেও বিশেষ পরিতাপের কারণ হইয়া উঠিত।

সেই কুমার দেখিতেই কি কেবল মনোহর ছিলেন? তাহা নয়; যেমন আকার, তদনুরূপ গুণেরও তাঁহাতে অসদ্ভাব ছিল না। তিনি যেমন শস্ত্রবিদ্যা, তেমনি শাস্ত্র-বিদ্যাতেও একজন অদ্বিতীয় ছিলেন, সদাই নীচ-সহবাসে থাকিতেন বলিয়া কি তাঁহার প্রশান্তহৃদয়ে উন্নত ভাবের আবির্ভাব হয় নাই? না তাঁহার অন্তর সহবাসানুরূপ সামান্য কার্য্যের জন্য লালায়িত হইত? কখনই না। তিনি মুহূর্ত্তমাত্রও সামান্য কার্য্যে কালক্ষেপ করিতেন না ও এক দণ্ডের জন্যও তুচ্ছ চিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখিতে ভালবাসিতেন না; তিনি দিবানিশি ইতিহাসানুরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া কায়মনোবাক্যে প্রজাগণের হিতকামনা করিতেন, কিসে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও শোভা সম্পাদিত হইবে, নিয়তই অনন্যমনা হইয়া তাহাতেই নিযুক্ত থাকিতেন। এমন কি, একা কুমারই কিছু দিনের মধ্যে কিরাত-রাজ্যের দ্বিতীয় সংস্করণের একমাত্র কারণ-স্বরূপ হইয়া উঠেন। এই সকল কারণে কিরাতগণ কিরাত-পতির অসুস্থতা দেখিয়া চন্দ্রকেতুর হস্তেই সমুদায় রাজ-

কার্য্যের ভার প্রদান করে। তিনিও নূতন বয়সে নূতন রাজা হইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন; আবাল-বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট। কিরাতপতির অধিকারকালে বরং রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিত, কিন্তু তাঁহার শাসনকালে কোন স্থলে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারিত না। চিরন্তন অভ্যাস নিবন্ধন তিনি মৃগয়াতেও সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন, প্রায় অধিকাংশ সময়ই অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন। তখন মন্ত্রীদিগের হস্তেই সমস্ত রাজকার্য্যের ভার বিন্যস্ত থাকিত। আজিও সেইরূপ মন্ত্রীদিগের উপর রাজকার্য্যের ভার প্রদান করিয়া কুমার মৃগয়ার্থ অরণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মন্ত্রিগণ কিয়দ্দূর তাঁহার অনুগমন করিল; পরে কুমার রাজ্যসীমা অতিক্রম করিয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলে, সকলে সভাস্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক পুলকিত-মনে তাঁহার অলৌকিক শক্তি, অপরিসীম সাহস ও অসাধারণ অস্ত্রনৈপুণ্যের বিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। সে দিবস রাজকার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ আর কিছুই হইল না, কেবল কুমারসংক্রান্ত কথাতেই সময় অতিক্রান্ত হইল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন উপস্থিত—প্রখর-প্রতাপ দিবাকর মস্তকোপরি আরোহণ করিলেন, মস্তকচ্ছায়া পদতল স্পর্শ করিল এবং আতপতাপে কিরাতনগরী উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মন্ত্রিগণ বেলার আধিক্য দেখিয়া সভাভঙ্গের উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় গৃহের বহির্ভাগে সহসা পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল, অকস্মাৎ মনুষ্য-পদধ্বনিতে কিরাতগণ চকিতভাবে সেই দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইল, একজন কাশ্মীরদেশীয় মনুষ্য সেই দিকে আগমন করিতেছে; দেখিবামাত্র ভয়ে উহাদিগের মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়া গেল। ভাবিল, "বুঝি অমরসিংহ কোনরূপে রাজার অবস্থা জানিতে পারিয়া-

ছেন ও মনে কোনরূপ দুষ্ট অভিসন্ধি স্থির করিয়া এ স্থলে দূত প্রেরণ করিয়াছেন। অমরসিংহের কৌশল খলতাপূর্ণ, উহার খলতাজালে একবার নিক্ষিপ্ত হইলে আর নিস্তার নাই, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি?" এইরূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় আগন্তুক আসিয়া সেই স্থলে প্রবেশ করিলেন। কিরাতগণ আস্তে-ব্যস্তে দণ্ডায়মান হইয়া বিশেষ সংবর্দ্ধনা-সহকারে উঁহাকে বসিবার আসন প্রদান পূর্ব্বক সাদর-সম্ভাষণে বলিল, "মহাশয়! কি নিমিত্ত এ স্থলে আগমন হইয়াছে? রাজা অমরসিংহের কুশল ত? এক্ষণে কাশ্মীরনগরের রাজসিংহাসনে কোন্ ভাগ্যবান্ অধিরূঢ় হইয়াছেন?"

আগন্তুক উঁহাদিগের বাক্যশ্রবণে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি কৌশলক্রমে যদিও কিরাতবালকদিগের মুখে কিরাতরাজ-ভবনে অনুদ্দিষ্ট যুবতী ও কুমারের অবস্থিতির কথা শুনিয়াছিলেন, কিন্তু কিরাতগণের দুরাত্মতার বিষয় মনে মনে অনুধাবন করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, "অসভ্য কিরাতগণ ভিন্নদেশীয় বলিয়া উঁহার প্রতি নিতান্ত অসদাচরণ করিবে এবং কোন প্রকারেই উঁহার নিকট যুবতী ও কুমারের কথা মুখেও আনিবে না।" এক্ষণে উহাদিগের সেইরূপ বিনীতভাব ও উচিতমত অভ্যর্থনা দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া মনে মনে ভাবিলেন, "শুনিয়াছিলাম, কিরাতগণ অতিশয় অসভ্য ও নিষ্ঠুর, কিন্তু কার্য্য দেখিয়া সেরূপ ত কিছুই অনুমিত হইতেছে না। অথবা ইহাদিগের কথা দ্বারা এই বোধ হইতেছে যে, ইহারা দুরাত্মা অমরসিংহেরই পক্ষ ও আমাকে তাহারই প্রেরিত বিবেচনায় এইরূপ সমাদর করিতেছে। যদি ইহারা কোনরূপে আমাকে মহারাজ অমরকেতনের অনুচর বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইলে যথেষ্ট শাস্তি প্রদান করিবে এবং কার্য্যসিদ্ধি হওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিবে। অতএব এক্ষণে অমরসিংহের পক্ষ বলিয়াই আপনাকে পরিচয়

প্রদান করিতে হইল।" এই স্থির করিয়া বলিলেন, "রাজা অমরসিংহের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। তাঁহার সাহায্যেই মহারাজ জয়সিংহ কাশ্মীরের রাজ-সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। দুরাত্মা অমরকেতন রাজ্যচ্যুত হইয়াছে। এক্ষণে জয়সিংহ কাশ্মীরের প্রধান রাজা, কিন্তু অমরসিংহের অমতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। বলিতে কি, কাশ্মীর নগর একমাত্র মহারাজ অমরসিংহেরই আজ্ঞাধীন।"

কি। মহাশয়, আমরা রাজা অমরসিংহের সাহায্যার্থ গমন করিতে পারি নাই, তাহাতে কি রাজা আমাদিগের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন?

আগন্তুক ভাবিয়া আকুল; উহার বিষয় কিছুই জানিতেন না, কি উত্তর করিবেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না।

কিরাতগণ উঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিল, "মহাশয়! স্বরূপ-কথনে সঙ্কোচের বিষয় কি? বলুন, বলিতে আপনার বাধা কি? অমরসিংহ নিশ্চয় আমাদিগের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু আমরা কি করিব, মহারাজ অমরকেতনই যেন আমাদিগের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিতেন, ইহা বলিয়া কিরূপে আমরা তাদৃশ কৃতঘ্নের ন্যায় পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারই বিনাশার্থ অস্ত্রধারণ করিব? ইহাতে আমাদিগের প্রতি ক্রোধপরবশ হওয়া তাঁহার ন্যায্য বোধ হইতেছে না।"

আগন্তুক কিরাতগণের সেইরূপ বিনয়োদ্ধত বাক্য শ্রবণে অনুমান করিলেন, "ইহারা মহারাজ অমরকেতনের প্রতিই সাতিশয় ভক্তিবিশিষ্ট, কিন্তু আমাকে অমরসিংহের পক্ষীয় বিবেচনায় কিছু প্রকাশ করিতে পারিতেছে না এবং বোধ হয়, অমরসিংহ যুদ্ধ-সময়ে সাহায্যার্থ ইহাদিগকেই আহ্বান করিয়াছিল; কিন্তু ইহারা পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া তাহাতে অসম্মত হয়, সেই জন্যই এইরূপ বলিতেছে। কিরাতগণ! তোমরাই ধন্য, তোমরাই কৃতজ্ঞ, তোমরাই ধার্ম্মিক। অমরসিংহ! অসভ্য বন্য

কিরাতগণেরও যেরূপ সদ্বুদ্ধি ও সাধু বিবেচনা দেখিলাম, তাহার শতাংশের একাংশও যদি তোমাতে থাকিত, তাহা হইলেও তুমি আপনাকে মনুষ্যনামে পরিচয়-প্রদানে সমর্থ হইতে। দুর্গম-অরণ্যবাসেও ইহারা যেরূপ সদ্‌গুণরাশি সঞ্চয় করিয়াছে, তুমি নগরমধ্যে অবস্থান করিয়াও তাহাতে সমর্থ হও নাই। মহারাজ অমরকেতন তোমাদিগের প্রতি যে সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, বাল্যকালাবধি তোমাকে যে পুত্রের ন্যায় পালন করিয়াছিলেন, তোমার পিতাকে যে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এই কার্য্য কি তাহারই অনুরূপ হইয়াছে? কৃতঘ্ন পামর! তোর হস্তেই কি অবশেষে তাঁহাকে এই দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হইল!”--চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ও ক্রোধে শরীর কাঁপিতে লাগিল।

কিরাতগণ আগন্তুকের আকার-দর্শনে ক্রুদ্ধের ন্যায় বিবেচনা করিয়া বলিল, “মহাশয়! আকার-দর্শনে আপনাকে কুপিতের ন্যায় বোধ হইতেছে। কিন্তু ঐ ক্রোধ অরণ্য-রুদিতের ন্যায় কেবল কার্য্যকরই হইতেছে না। আমরা যাহা ভাল বুঝিয়াছি, তাহাই করিয়াছি, তাহাতে কাহারও ভয়ে ভীত হইব না। যদি অমরসিংহ হীনবল জানিয়া আমাদিগের প্রতি অত্যাচারই আরম্ভ করেন, তাহা হইলে নয় আমাদিগের পূর্ব্বাবাস বিন্ধ্যভূমিতে গমন করিব, তথাপি পাপকার্য্যে সাহায্য প্রদান করিব না; অধিক কি, প্রাণসত্ত্বে ঐ পাপিষ্ঠের মতে সম্মতিও প্রদান করিতে পারিব না।”

সুধাবর্ষিণী অক্ষরপংক্তি সন্তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিল, বাত্যাবেগচঞ্চলিত মানসবারি মেঘনির্ম্মুক্ত জলপ্রপাত-স্পর্শে শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং অরুণবর্ণ নয়নকান্তিও পুনরায় স্বীয় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিল। দৈবনিগ্রহে একান্ত নিপীড়িত ব্যক্তির দুঃখে অন্যকে দুঃখপ্রকাশ করিতে দেখিলে দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে কি পরিমাণে সন্তোষ সঞ্জাত হয়, তাহা

এই আগন্তুকই বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছেন; তথাপি আত্মগোপনে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। আগন্তুক ভাবিলেন, "কথা দ্বারা ত ইহাদিগকে অমরসিংহের প্রতি সাতিশয় বিদ্বেষ-পরবশ বোধ হইতেছে, তথাপি যাহাতে সেই বিদ্বেষভাব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তাহা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য।" এই স্থির করিয়া বলিলেন, "তোমরা কি বলিলে? মহারাজ অমরসিংহ পাপিষ্ঠ! বলপূর্ব্বক অন্যের রাজ্য অধিকার করা যখন ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম, তখন কি শত্রু, কি মিত্র, সকলের নিকটই অবিচলিত-চিত্তে পরাক্রম প্রকাশ করায় কিছুমাত্র অধর্ম্ম নাই।

যাহাই হউক, সামান্য কিরাতমুখে এরূপ বাক্য নিতান্ত অসহ্য। কি বলিব, যদি আজ আমি এরূপ অসহায় না হইতাম, যদি কাশ্মীরদেশীয় পাঁচজন ব্যক্তিও আমার সহায় থাকিত, তাহা হইলে এখনই ইহার সমুচিত প্রত্যুত্তর প্রদান করিতাম। কাশ্মীররাজ অমরসিংহ পাপিষ্ঠ, আর অরণ্যবাসী ব্যাধেরা পুণ্যাত্মা; এ কথা শুনিলে কোন্ ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারে?"

"মহাশয়!—"

"ক্ষান্ত হও, আর তোমাদিগের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই; তোমাদিগের অধিপতিকে সংবাদ দেও, যাহা কিছু বলিতে হয়, তাঁহার সমক্ষেই বলিব। সামান্য কিঙ্করেরা রাজদূতের অথবা রাজপ্রতিনিধির সহিত বাক্যালাপের উপযুক্ত নহে।"

কিরাতগণ তাঁহার বাক্য-শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, পূর্ব্ব-ক্রোধ দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইল। কিন্তু কিরাতপতির ভয়ে অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া বলিল, "মহাশয়! আপনি রাজ-প্রতিনিধিই হউন বা রাজাই হউন, আমাদের সহিত আলাপে প্রয়োজন নাই

আহারাদির পর যাহা বলিবার হয়, রাজার নিকটেই বলিবেন। এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, আহারাদি সম্পাদন করুন।”

আগন্তুক। কি, দুরাচার কিরাতের ভবনে আহার? কদাচই না; যাহার জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিয়া এখনই কাশ্মীরে গমন করিব।

কিরাত। অধিক ক্রোধে প্রয়োজন নাই, ক্ষান্ত হউন।

আ। কখনই হইবে না।

কিরাত। তাহাতে দোষ কি? আপনার যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই ভোজন করিবেন।

এইরূপ অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর আগন্তুকের অবস্থিতিই স্থির হইল। তখন মন্ত্রিগণ তাঁহার বাসযোগ্য ভবনাদি ও তাঁহার অভিলষিত আহারাদির ভার অনুচরগণের উপর নির্দ্দেশ করিয়া আপন আপন গৃহে গমন করিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

“উপরাগান্তে শশিনঃ সমুপগতা রোহিণী যোগম্।”

—শকুন্তলা।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে। আগন্তুক অর্দ্ধশয়িতাবস্থায় অবস্থিত রহিয়াছেন। বিরামদায়িনী নিদ্রার বশে নয়ন অর্দ্ধমুদ্রিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শিথিল,—শয্যাতেই নিহিত রহিয়াছে। মন অবশ, অথচ যেন যুবতী-চিন্তা অস্ফুটভাবে তাহাকে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। এমন সময় গবাক্ষের পার্শ্বে কিসের শব্দ হইল। আগন্তুক চকিতভাবে সেই দিকে

দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখেন, তাঁহার হৃদয়-ধন নয়ন-পুত্তলী সেই যুবতী-রত্ন গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। নয়ন পলকহীন ও সজল, বদন বিষণ্ণ ও শুষ্ক, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতেছে। যদিও সে শ্রী নাই, সে কমনীয় কান্তি নাই, তথাপি দর্শনমাত্র আগন্তুকের উত্তাপিত হৃদয় শীতল হইল, নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল। যেন কিছু বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু মুখের কথা মুখেই রহিল। উভয়কে দেখিয়া উভয়েই স্পন্দহীন, নয়নজলে হৃদয় ভাসিতেছে। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতিবাহিত হইলে, আগন্তুক বলিলেন, "প্রিয়ে! পুনরায় যে আর তোমার দেখা পাইব, আমার নিজের ধন—আমার হৃদয়ধন যে আবার আমার হইবে, ইহা স্বপ্নের অগোচর। এখন এখানে আইস, আসিয়া দেখ, তোমার সেই অভাগার কি দশা হইয়াছে। প্রিয়ে! আমি এতদিন জীবিত কি মৃত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই; দিবা-রাত্রি সমান দেখিতাম, চতুর্দ্দিক্ শূন্য বোধ হইত; আমি কে, কি জন্যই বা দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি, কিছুই বুঝিতে পারিতাম না; বিজনে তোমার নাম করিয়া রোদন করিতাম, নিদ্রায় তোমাকেই স্বপ্ন দেখিতাম,—কত আমোদ, কত সন্তোষ অনুভব করিতাম; পাপনিদ্রা তখনি ভঙ্গ হইত,—আবার যে শূন্য, সেই শূন্য; যে একা, সেই একাই পড়িয়া থাকিতাম। সংসার দুস্তর সমুদ্রের ন্যায়, অসীম আকাশের ন্যায় বোধ হইত। মন কিছুতেই ধৈর্য্য মানিত না। কুসুম-কোমল শয্যাও কণ্টকময় জ্ঞান হইত। আঃ—আজ দৈবের অনুগ্রহে আমার সকল শ্রম, সকল কষ্ট দূর হইল। এস, আসিয়া তোমার বিরহদুঃখে এই তাপিত হৃদয় শীতল কর।"

যুবতী ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক আগন্তুকের বক্ষঃস্থলে মস্তক সন্নিবেশ করিয়া নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিল।

বহুদিন পরে প্রেয়সীর সেই মৃদুল-অঙ্গ-সংস্পর্শে আগন্তুকের সন্তপ্ত

হৃদয়ে যেন অমৃতধারা-বর্ষণ হইতে লাগিল। নয়ন নিমীলিত, শরীর অবশ, গণ্ডস্থল নয়নজলে ভাসিতেছে। আগন্তুক অতি কষ্টে অস্পষ্টস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায়! আমার সেই মনোরমার—সেই প্রফুল্ল মাধবী-লতার কি এই দশা হইয়াছে! আজ আমাকেও কি তাহাই দেখিতে হইল? আমার সেই প্রিয়ার কি শ্রী কি হইয়াছে! চন্দ্রমা চন্দ্রিকাহীন! নলিনী বিকাশশূন্য! এই হতভাগ্য নরাধম কি ইহা দেখিবার জন্য এত দিন নিশ্চিন্ত ছিল? মলিন বাস, রুক্ষ কেশ, ম্লান বদন!—প্রিয়ে! যে পাপাত্মার জন্য তুমি এত ক্লেশে পড়িয়াও এতদিন পবিত্র দেহ বহন করিয়া রাখিয়াছ, সেই পাষাণহৃদয় তোমার জন্য কই কি করিয়াছে? কিছুই না।" নয়নজলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। উভয়ে নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম স্তবক।

"কৃত্বা সম্প্রতি কৈতবেন কলহং মৌর্য্যেন্দুনা রাক্ষসং,
ভেৎস্যামি স্বমতেন ভেদকুশলো হ্যেষ প্রতীপং দ্বিষঃ।"

—মুদ্রারাক্ষসম্।

এদিকে কিরাতনাথ অপরাহ্ণে অনুচরগণের আকিঞ্চনে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, অনুচরীগণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বীজন করিতেছে; কেন যে অকস্মাৎ আজ এরূপ ঘটনা ঘটিল, তাঁর কারণ কিছুই নিশ্চয় হইতেছে না; বিষণ্ণবদনে পরস্পর বিরলে কথোপ-

কথন করিতেছে ও রাজার কষ্ট-দর্শনে দুঃখ-শোকে এককালে ম্রিয়মাণের ন্যায় হইয়া উঠিয়াছে।

কিরাতপতির আজ ক্লেশের পরিশেষ নাই, ক্রমশই গ্লানির বৃদ্ধি, বীজন বিষজ্ঞান হইতেছে; কখনও বারণ করিতেছেন, কখনও ইঙ্গিতে ঘন ঘন বীজন করিতে আদেশ দিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই স্বস্তি নাই। অন্তরের উষ্মাতেই অন্তর আকুল ও অন্তরের চিন্তাতেই অন্তর জর্জরিত। কখনও উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিতেছেন, "কে আছ, সত্বর আমার হৃদয় বিদারণ কর, দেখ, অন্তরে কি বিজাতীয় যাতনা হইতেছে,—আর সহ্য হয় না, এ যাতনা সহিয়া ক্ষণেকের জন্য আর আমার বাঁচিবার সাধ নাই।" পরক্ষণেই নিস্তব্ধ—নিমীলিত-নয়নে নিস্পন্দের ন্যায় অবস্থিত। "আঃ—" উঠিয়া বসিলেন, দণ্ডায়মান হইলেন। ভাল লাগিল না, আবার শয়ন করিলেন, সুশীতল নলিনী-দল হৃদয়ে বদনে সর্ব্বাঙ্গে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অনুচরীগণ ঘন ঘন বীজন করিতে লাগিল। ক্ষণেকের জন্য স্বস্তি-বোধ; পরক্ষণেই যে কষ্ট, সেই কষ্ট; হৃদয়ে সঘনে করাঘাত করিতে লাগিলেন, অনুচরীগণ সজলনয়নে হস্ত ধারণ করিল; অন্যকরস্পর্শে কিরাতপতির বলহীন হস্ত আরও অবশ হইয়া পড়িল।

ক্রমে বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে; এমন সময় একজন অনুচর গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! কাশ্মীর হইতে একজন রাজদূত আসিয়াছেন, আপনার সহিত কোন কথা বলিবার আশয়ে দণ্ডায়মান, অনুমতি হয় ত সঙ্গে করিয়া আনয়ন করি।" কিরাতপতি উদাস-নয়নে তাহার দিকে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, পরে আনিতে ইঙ্গিত করিলে, অনুচর আগন্তুকের সহিত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। আগন্তুক গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কিরাতনাথ গৃহের মধ্য-

ভাগে সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। শরীর সাতিশয় দুর্ব্বল; এমন কি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল আপন আপন ভার-বহনেও অক্ষম; লাবণ্য-জ্যোতি চিন্তায় অপনীত হইয়াছে, ও স্থূলতর শিরারাজি-বিরাজিত রুক্ষ কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে সেই অস্থিময় নরদেহ আবৃত রহিয়াছে;—দেখিলে অন্তরে ভয়ের উদ্রেক হয়। আগন্তুক সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভয়ঙ্কর কিরাতমূর্ত্তি দর্শনে সহসা ভীত হইয়া উঠিলেন। পরে বিস্মিতভাবে উহাকে সেই বিরূপতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিরাতপতি আস্ত-ব্যস্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আন্তরিক অসুখই আমাকে এরূপ বিরূপ করিয়া তুলিয়াছে।"

"আন্তরিক গ্লানি? এমন কি—" অর্দ্ধমাত্র বলিয়াই আগন্তুক ক্ষান্ত হইলেন, বুঝিলেন, "পামর উঁহারই সর্ব্বনাশের জন্য এরূপ কাতর ও হতশ্রী হইয়া উঠিয়াছে।" কিরাতপতি যুবতী ও কুমারকে তাঁহার নিকট গোপন করিবার মানসে প্রস্তাবিত বিষয় হইতে ক্ষান্ত করিবার নিমিত্ত বলিলেন, "মহাশয়! মহারাজ অমরসিংহ কি অভিপ্রায়ে আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন? বলুন, যদি প্রতিপালনের যোগ্য হয়, ত এখনি প্রতিপালন করিব।"

"যদিও তিনি জানেন ও আমিও জানিতেছি যে, তাঁহার আদেশ বৃথা; আপনার নিকট কোন কার্য্যকরই হইবে না; তথাপি বলিবার নিমিত্ত যখন এতদূর শ্রম করিয়া আসিয়াছি ও প্রভুর আজ্ঞা-পালন যখন ভৃত্যের একান্ত কর্ত্তব্য, তখন আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করি; পরে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, করিবেন।"

"উপযুক্ত আদেশ হইলে পালনে বাধা কি? কিন্তু অসঙ্গত হইলে কিরূপে প্রতিপালন করিতে পারি?"

"আজ্ঞা উপযুক্ত আর অনুপযুক্ত কি? প্রভু যাহা আদেশ করিবেন,

অবিচারিত-চিত্তে প্রতিপালন করা আশ্রিত মাত্রেরই কর্ত্তব্য, তাচ্ছিল্য করিলে বরং পাপী হইতে হয়।”

“মহাশয়! আমরা অসভ্য বন্যজাতি, আমাদিগের তাদৃশ সদ্‌বুদ্ধি ও সাধু বিবেচনা কোথায়? কিন্তু আমাদিগের মতের সহিত অনৈক্য হইলে পরমারাধ্য পিতার বাক্যেও অবহেলা করিয়া থাকি।”

“তবে মহারাজ অমরসিংহের বাক্য রক্ষা হইবে না?”

“বলুন, যদি রক্ষার হয় ত এখনি সম্পাদন করিব।”

“বুঝিয়াছি, আর বলিবার আবশ্যক নাই। কিরাতরাজ! পদে পদে অমরসিংহের অবমাননা করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। বল দেখি, ইহা কতদূর অসহ্য! অমরসিংহের আশ্রিত—অমরসিংহের অধীন—অমরসিংহের অনুগৃহীত হইয়া তাঁহার বাক্যেই অবহেলা!! কিরাতনাথ! একা অমরসিংহ মনে করিলে এইরূপ শত শত অরণ্য দগ্ধ করিতে পারেন—লক্ষ লক্ষ পশুর প্রাণ বিনাশ করিতে পারেন।—

—শুনিলে হৃদয় কম্পিত হয়, কাশ্মীরদেশীয় ললনার উপর পশুর কামাচার!—অমরসিংহের অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীর উপর বল-প্রকাশ! কোন কথা শুনিতে চাহি না। তিনি এতদূর জানিলে এতক্ষণ যে কিরাতদেশ রক্তস্রোতে প্রবাহিত হইত!”

শুনিবামাত্র কিরাতপতির চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সাহঙ্কার স্বরে বলিলেন,“কি বলিলে! কিরাতনাথ অমরসিংহের অধীন,—একটা পাপিষ্ঠ নরাধমের অধীন! যে দিন অবধি অমরকেতন রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, সেই দিন অবধি এই কিরাতনাথ কাহারও অধীনতা স্বীকার করে না। যে আমাকে অধীন মনে করে, আমিও তাহাকে তদ্রূপ জ্ঞান করি। শুনিলে ক্রোধে হৃদয় অধীর হইয়া উঠে। সাবধান! ও কথা যেন আর না শুনিতে হয়।—

——কে বলিল, আমি তাঁহার অন্তঃপুরচারিণী কামিনীর উপর বল-প্রকাশ করিয়াছি? বৃথা কথার আন্দোলন করিও না, সাবধান হইয়া কথা কহিও। অমরসিংহ তোমারই প্রভু, আমি তাহাকে একজন কপটাচার দস্যুর ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকি! পশুদিগেরও অন্তরে ধর্ম্মভয় আছে, ব্যাঘ্র-সর্পেরও চক্ষুলজ্জা আছে, কিন্তু সে পামরে তাহার কি দেখিতে পাওয়া যায়! যে অমরকেতনের অনুগ্রহে, সে আজ তাহার আশাতীত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পুত্রের ন্যায় পালিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা হইতেই তাঁহার এই দুর্গতি! অবশেষে প্রাণ-বিনাশে উদ্যম! যাও, শুনিতে চাহি না, সে পামরের নামোল্লেখ আমার সমক্ষে করিও না। ভাল, তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, অমরকেতনের পুত্র হইল বলিয়া কি তিনি রাজ্যচ্যুত হইবেন? ইহা কোন্ ধর্ম্মে, কোন্ শাস্ত্রে, কোন্ মনুষ্য-মনে অঙ্কিত আছে? সমুদায় কাশ্মীররাজ্য তাহার হইল না; পুত্রেরা কিয়দংশ ভোগ করিবে, পামরের তাহাও সহ্য হইল না। উন্নতকণ্ঠে বলিতেছি,—শ্লাঘার সহিত বলিতেছি,—যদি কিয়দংশও ধর্ম্ম পৃথিবীতে থাকে, তাহা হইলে কখনই তাহার আশা পূর্ণ হইবে না, সমূলে বিনষ্ট হইবে!"

"কাপুরুষের দৈবই বল, কিন্তু বীরপুরুষেরা মনে করেন, বসুন্ধরা বীরপত্নী,—বীরভোগ্যা। তোমার অভিসম্পাতে অমরসিংহ ভয় পাইবেন না, এই অন্যায় আচরণের প্রতিফল অবিলম্বেই প্রদান করিবেন।"

"তোমার বীরাগ্রগণ্যকে বলিও,—কিরাতনাথ কিছুই অন্যায়াচরণ করেন নাই, যাহা ক্ষমতা থাকে, যেন ত্রুটি হয় না, কিরাতনাথ তাহাতে দৃক্‌পাত করেন না।"

উভয়ের এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

সমস্ত দিবস অনিয়ত পরিশ্রমের পর দিবসনাথ বিশ্রামার্থ গিরিগহ্বরে লীন হইলেন, সন্ধ্যা অনুরূপ বেশভূষায় পরিবৃত হইয়া অমৃতপূর্ণ সুবর্ণ-

থালাহস্তে পূর্ব্বাঞ্চলে প্রকাশমান হইলেন। আগমনকালে বিকম্পিত কর-যুগল হইতে মন্দ মন্দ অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হইতে লাগিল। কি মধুর স্পর্শ! অঙ্গে সিক্ত হইবামাত্র মানিনীর মানভঙ্গ হইল, বিরহিণীর শরীর দগ্ধ হইতে লাগিল, যুবকমিথুন মুগ্ধ হইয়া পড়িল ও নিশা অভিসারিকা-বেশে হৃদয়-ধন নিশামণির উদ্দেশে সহচরী সন্ধ্যার সহিত মিলিত হইলেন।

ক্রমে সময় উপস্থিত। নিতান্ত প্রিয়তমা হইলেও নিশাসহবাসে আর অধিকক্ষণ থাকা নিতান্ত অনুচিত—বিবেচনা করিয়া সন্ধ্যাসখী প্রিয়সখী নিশাকে, যুবতীকে যুবতীর সহচরীর ন্যায় পরিত্যাগ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। নিশা হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু যুবতী সহচরীর হস্ত ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন যুবতীর সহচরী যুবতীকে কাঁদিতে দেখিয়া করুণস্বরে বলিল, "সখি! কি করিব, অধিপতির আদেশ নিতান্ত কঠিন। এতকাল কি দিবা, কি রজনী, সর্ব্বসময়েই তোমার সহবাসে কাল যাপন করিয়াছি, এক দণ্ডের জন্যও তোমার চক্ষের অন্তরাল হই নাই; কিন্তু আমরা পরাধীন, ইচ্ছাবিরহেও অগত্যা প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে হইতেছে।"

যুব। সখি! আমি এতদিন এখানে আসিয়াছি, কই, কোন দিন ত এমন সর্ব্বনাশের কথা শুনি নাই, শুনিয়া অবধি হৃদয় কম্পিত হইতেছে। ——সখি! তোমার পায়ে ধরিতেছি, আমার জন্য তুমি রাজাকে একবার বুঝাইয়া বল। এতদিন পালন করিয়া কেন আজ অভাগীর জীবনের উপর অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন?

সখী। কি করিব বোন্! আজ রাজাকে বুঝান আমার কর্ম্ম নহে। আজ তিনি বিষম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; বলিতে কি, যদি তোমাকে না পান, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন।

যুব। এত কালের পর আজই বা এরূপ প্রতিজ্ঞা করিবার কারণ কি?

সখী। তুমিই ত তাহার কারণ হইয়াছ।

যুবতী ভয়-চকিত-নয়নে বলিল, "কি, আমিই কারণ হইয়াছি?"

সখী। হ্যাঁ; এত দিন তুমি এই বাটীতে রহিয়াছ বটে, কিন্তু রাজা প্রথম প্রথমই তোমার জন্য বিষম লালায়িত হইয়াছিলেন, পরে তোমার একান্ত অনিচ্ছা দেখিয়া তাহাতে ক্ষান্ত হন। তোমাকে দেখিলে পাছে তাঁহার মনে গ্লানি উপস্থিত হয়, এই জন্য তোমার বাটীর সীমাতে অবধি পদার্পণ করিতেন না; যে স্থলে সর্ব্বদা তাঁহার গতিবিধি আছে, এমন স্থলেও তোমাকে যাইতে নিষেধ করেন। ইহাতে উভয়েই কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত ছিলে, কিন্তু ভাই! আজ কি জন্য মধ্যাহ্নে বাটীর বহির হইয়াছিলে? না হইলে ত রাজার চক্ষে পড়িতে না, কোন বিপদ্ও ঘটিত না। তোমাকে দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বের কথা পুনরায় মনে উঠিয়াছে, তোমার জন্য এককালে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন; কাহারই কথা শুনিতে চান না, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া বিকলদেহে শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, মুদ্রিত-নয়নে তোমাকেই ভাবিতেছেন। তায় আবার আজ আরও একটী বিশেষ কারণ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিলাম, কাশ্মীর হইতে না কি কোন রাজদূত তোমাকে লইতে আসিয়াছেন, সেই জন্য তাঁহার চিন্তার আর পরিসীমা নাই। যদি তোমাকে তাঁহার সহিত কাশ্মীরেই পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ত আর তুমি উঁহার হইলে না, তোমার আশায় উঁহাকে চিরদিনের মত বঞ্চিত হইতে হইল। এ জন্মের মত আর তোমাকে দেখিতেও পাইবেন না। কিন্তু তুমি এখানে থাকিলে কখন না কখন যে উঁহার হইতে, এবং উনিও যে তোমার হইতেন, তাহা উনি মনে মনে একপ্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তুমি এখান হইতে চলিয়া গেলে

উঁহার সে আশাও বিফল হইল। বোধ হয়, রাজা ইহা ভাবিয়াই এত কাতর হইয়াছেন। কিন্তু ভাই, ইহাও তোমার বিবেচনা করা উচিত যে, যে ব্যক্তি তোমার জন্য রাজ্য, ধন, প্রাণ অবধি বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, অনুমতি করিলে তোমার পায়ে অবধি ধরিয়া সাধিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেও কি তোমাকে ধর্ম্মতঃ দোষী হইতে হয়? আচ্ছা, যিনি তোমার প্রাণদান দিয়াছেন, সেই নিরাশ্রয় অরণ্য হইতে আপন গৃহে আনিয়া আপনা হইতেও অধিকতর স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছেন, তাঁহাকে প্রাণে মারিলে কি তোমার অধর্ম্ম হইবে না? এতদিন ধরিয়া এত সাধা-সাধনা, কিছুতেই কি মন নরম হইল না? ধন্য নারীর মন! পাষাণ হইতেও কঠিন!"

যুব সখি! এই আশীর্ব্বাদ কর, আমার মন যেন চিরদিনই এইরূপ থাকে।

সঙ্গিনী। তোমার মন ভাই তোমাতেই থাকুক আমি চলিলাম, ছাড়িয়া দেও।

যুবা। ভাল, আমি একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, বলিবে বল?

সঙ্গিনী। বল।

যুবতী। আমি যে মধ্যাহ্নে বাটীর বাহির হইয়াছিলাম—কে বলিল?

সঙ্গিনী। তাহা জানি না, কিন্তু যখন তুমি বাহির হইতে আসিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ কর, তখন রাজা তোমাকে দেখিতে পান। তোমাকে দেখিয়া অবধি তিনি এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

যুব। পরের কামিনী দেখিয়া তাঁহার এরূপ উন্মত্ত হওয়া কি তাদৃশ সঙ্গত হইতেছে?

সঙ্গিনী। আমি ভাই কিছুই জানি না, সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, তাহা তোমরাই জান। আমরা পরাধীন, যেমন আজ্ঞা পাইব,

সেইরূপই করিব ; ভাল মন্দ কিছুই জানিতে চাহি না। ছাড়িয়া দেও, এই হতভাগিনীকে প্রাণে মারা তোমার উচিত হয় না।

কামিনী উহার হস্ত ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

সঙ্গিনী যুবতীর শিথিল হস্ত হইতে আপন হস্ত মোচন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হয়--দেখিয়া যুবতী পুনরায় উহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল, "সখি! আমাকে ছাড়িয়া কোথায় যাও?"

সঙ্গিনী। আর কেন ভাই! ছাড়িয়া দেও, এখানে থাকিলে এখনি প্রাণে মরিতে হইবে।

"যাহাই হউক, তুমি এখান হইতে যাইতে পারিবে না; যাইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইব। সখি! এই বিপদ্-সময়ে তুমিও কি আমায় পরিত্যাগ করিবে? সখি! আজ যে আমার প্রাণের ভিতর কিরূপ করিতেছে! আমার মরণ যদি তোমার এতই প্রার্থনীয় হইয়া থাকে, তবে আমাকে মারিয়া যথা-ইচ্ছা চলিয়া যাও। আর কখনও কোনও কথা শুনিতে হইবে না।"

"এখনও বলিতেছি, কাহারও এ বিষয়ে কোনও ক্ষমতা নাই, স্বয়ং অধিপতিই তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী; তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিতে পারে, কাহারও এমন সাধ্য নাই। ছাড়িয়া দেও, রাত্রি হইয়াছে; বোধ হয়, আমারই জন্য কিরাতপতি আসিতে পারিতেছেন না।" বলিয়া সহচরী যুবতীর বলহীন হস্ত হইতে হস্ত মোচন করিয়া সত্বর-পদে গৃহের বহির্গত হইল। যুবতীও শূন্য-হৃদয়ে স্খলিত-পদে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ক্রমে উভয়েই উভয়ের সম্মুখীন। কিরাতপতি উহাদিগকে ঐরূপ সবেগে আগমন করিতে দেখিয়া বলিলেন, "কি হইয়াছে? এরূপ ভাবে আসিবার কারণ কি?"

সঙ্গিনী সম্মুখে কিরাতপতিকে দেখিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "মহা-

রাজ! ইনি কোনমতেই আপনার সহবাস-বাসে সম্মত হইতেছেন না; বুঝাইতে ত্রুটি করি নাই, কোনরূপেই প্রবোধ মানিতেছেন না।" যখন সঙ্গিনী এই কথা বলিতেছিল, তখন যে কিরাতনাথ একজন অপরিচিত পুরুষের সহিত আসীন রহিয়াছিলেন, সম্ভ্রম বশতঃ তাহা অনুমান করিতে পারে নাই, কিন্তু—

"কি?—কাশ্মীর-মহিলার সতীত্ব-নাশে বল-প্রকাশ! পাপিষ্ঠ! নরাধম! এই না বলিতেছিলি—কিরাতনাথ কাহারও প্রতি বলপ্রকাশ করে না—"

এই সগর্ব্ব কণ্ঠস্বর যখন উহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, তখন একেবারে বজ্রাহতের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। কিরাতনাথ আর কিছুমাত্র সে কথা উত্থাপন না করিয়া বলিলেন, "যাও, সম্মুখ হইতে সরিয়া যাও; কে তোমাকে বুঝাইতে বলিয়াছিল?" এই কথা বলিলেন বটে, কিন্তু দুঃখিতান্তঃকরণে ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। যুবতী কিরাতপতির বাক্য শ্রবণে কথঞ্চিৎ সুস্থচিত্ত হইল ও সঙ্গিনীর সহিত আপন গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। আগন্তুক যুবতীকে উক্তাবস্থ দর্শন করিয়া ও কিরাতরাজের অত্যাচারের বিষয় অনুধ্যান করিয়া তৎকালে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অতি কষ্টে ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া ভাবিলেন, "এ সময়ে এরূপ ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। আমি একাকী, কিরাতদল অসংখ্য; ইহা অপেক্ষা রূক্ষ কথা কহিলে নিশ্চয়ই বিশেষ বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা।" এই স্থির করিয়া বলিলেন, "কিরাতনাথ! বুঝিলাম, আর ধার্ম্মিকতা প্রকাশে আবশ্যক নাই। আমি অনেক স্থলে অনেক ধার্ম্মিক দেখিয়াছি; তুমি যে কেবল একাই এইরূপ ধর্ম্মের উপাসক, তাহা নয়; জগতের অধিকাংশই তোমার মত ভণ্ড ধার্ম্মিকে পরিপূর্ণ; এইরূপ কপটধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্রই গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে।

কি রাজনিকেতন, কি জীর্ণ কুটীর, কি ধর্ম্ম-মন্দির, কি বধ্যভূমি —সর্ব্বত্রই কপট ধর্ম্মে লোকের অন্তর আবৃত রহিয়াছে। বাহিরে আড়ম্বর, অন্তরে হলাহল সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। কিরাতনাথ! যদি অন্তর খুলিয়া দেখিবার হইত, তাহা হইলে প্রায় সকলের চিত্তেই সমান চিত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। যে যত বাহিরে ধর্ম্মভাব প্রকাশ করে, তাহার অন্তর ততই ভয়ানক,—ততই পাপে কলুষিত, ততই বীভৎস চিত্রে চিত্রিত। জগতে প্রকৃত ধার্ম্মিক অতি বিরল। তুমি বন্য কিরাতজাতি, তোমার নিকট ধর্ম্মের আশা দুরাশামাত্র। আর আড়ম্বর-প্রকাশে আবশ্যক নাই, সামাজিক নগরবাসীরা সভ্যতারূপ শুভ্রবসনে প্রাবৃত হইয়া বাহ্য আড়ম্বরে প্রকৃত মনোভাব গোপন রাখিতে পারে, লোকচক্ষেও আপনাকে ধার্ম্মিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে সমর্থ হয়; কিন্তু তোমাদিগের সে ক্ষমতা কোথায়? তাহাতে অনেক বুদ্ধি ও অধিক কাপট্য-শিক্ষার আবশ্যক। তোমরা অরণ্যবাসী, সরলপ্রকৃতি; তোমাদিগের কাপট্য অচিরাৎ প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং সেই জন্যই তোমরা লোকসমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাক।

আর বৃথা বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, যাহার জন্য আসিয়াছি, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর—মহারাজ অমরসিংহ বলিয়াছেন,'শুনিলাম, আপনি কাশ্মীরদেশীয় একটী অনুদ্দিষ্ট যুবতী ও সুকুমার কুমার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ঐ যুবতীর উপর বলপ্রকাশের চেষ্টা করিতেছেন। যুবতী কাশ্মীরদেশীয়; কাশ্মীরদেশীয় ললনার প্রতি বন্য কিরাতগণের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত অসদৃশ ও অসহ্য। বিশেষতঃ সামান্য কোনও অনুদ্দিষ্ট দ্রব্য পাইলেও যখন উহাতে ভূপতিরই ন্যায্য অধিকার নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে,তখন যে, আমার অধিকৃত একখণ্ড অরণ্যের অধিবাসী কতিপয় পশু আমারই সংসারভুক্ত যুবতীকে রুদ্ধ করিয়া তাহারই প্রণয়পাত্র হইতে প্রার্থনা করে,

অথবা তাহার উপর বলপ্রকাশ করে, ইহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অধিক কি, মনে হইলেও ক্রোধে শরীর অধীর হইয়া উঠে। অতএব যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে শ্রবণ মাত্র অবিচারিত-চিত্তে ইহার নিকট যুবতী ও কুমারকে প্রদান করিবেন। নতুবা বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা।' সমুদায় বলিলাম, এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয় করুন।"

কিরাতপতি তাঁহার বাক্য-শ্রবণে দুঃখিত-মনে বলিলেন, "অদ্য আমি ইহার কিছুই বলিতে পারিব না, কল্য ইহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিব। অদ্য আপনাকে এই স্থলে অবস্থিত করিতে হইবে।" আগন্তুক অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট ভবনে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"পূর্ব্বং ময়া নূনমভীপ্সিতানি,
পাপানি কর্ম্মাণ্যসকৃৎ কৃতানি।
তত্রায়মদ্যাপতিতো বিপাকো,
দুঃখেন দুঃখং যদহং বিশামি॥"

নিশার অবসানে আজ কিরাতপুরীতে কি বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইল? যেখানে যাওয়া যায়, সেইখানেই মহা-গোলযোগ। কিরাতগণ বিষাদে মগ্ন, চিন্তায় আকুল, ব্যতিব্যস্তেরও একশেষ। রাজপুরীর অনুচরগণ স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কি কথোপকথন করিতেছে? সর্ব্বনাশ উপস্থিত! "যুবতী সেই আগন্তুকের সহিত রাত্রিতে পলায়ন করিয়াছে। এখনও কোনও অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই।" কিরাতগণও বিষণ্ণবদনে গ্রাম, জঙ্গল তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; কেবল সৈন্যগণের আগমন-প্রতীক্ষা,—তাহারা রাত্রি থাকিতেই কাশ্মীরের দিকে গিয়াছে, যদি দেখা পায় ত মঙ্গল, নতুবা কাহারও নিস্তার নাই। কিরাতনাথ নিদ্রা হইতে উঠিয়া না জানি কি বিপদ্‌ই ঘটাইয়া বসেন! কুমারও মৃগয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এ কথা শুনিতে পাইবেন। দেখিতেছি, কিরাতগণ এইবারেই বিনষ্ট হইল। সেনাগণ যখন এখনও আসিতেছে না, তখন উহাদিগের দ্বারাও কোন শুভ ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। দেখা পাইলে এতক্ষণ তাহারা নিশ্চয়ই প্রতিনিবৃত্ত হইত।

যাহাই হউক, এক্ষণে উহাদিগের আগমনের উপর সকলে নির্ভর করিয়া কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত রহিল।

ক্রমে কিরাতনাথ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন,—দেখিবামাত্র অনুচরীগণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল, "কিরাতপতি এখনই শুনিতে পাইবেন; না জানি, কি দারুণ বিপত্তিই সংঘটিত হয়!" কিরাতনাথ পুরীমধ্যে ঐ গোলযোগ শুনিয়া অনুচরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ পুরীমধ্যে কিসের গোলযোগ শুনিতে পাইতেছি?"

অনুচরীগণ সভয়ে কিরাতপতির নিকট আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, কিরাতনাথ কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে অতি কষ্টে রাজসভায় প্রবেশ পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইলে মন্ত্রিগণ তটস্থ হইয়া দণ্ডায়মান হইল ও করপুটে নিবেদন করিল, "মহারাজ! রক্ষকদিগের অমনোযোগে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অনুসন্ধানে কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই; কাশ্মীরেও সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।" এই কথা শুনিবামাত্র কিরাতপতির বিষণ্ণ বদন আরও বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অবনত-বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর কি চিন্তা করিবেন? অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, নির্ব্বাপিত হইবার নহে।

কিরাতনাথ কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বলিলেন, "মন্ত্রিগণ! অনবধানতা বশতঃ যাহা করিয়াছ, তাহার আর উপায় নাই, কিন্তু সম্পূর্ণ বিপদ্ উপস্থিত! দুরাত্মা ছিদ্রানুসন্ধান করিতেছিল, এত দিনের পর তাহার মনোরথ সফল হইবার উপক্রম হইয়াছে। সাবধান! যেন অমরসিংহের হস্তে সকলকে বিনষ্ট হইতে না হয়। নগরের পূর্ব্বদিকে অরণ্যমধ্যে সৈন্য সন্নিবেশিত কর, তাহারা গুপ্তভাবে সেই স্থলে অবস্থান করুক। অস্ত্রাদি বিনা-চর্চ্চায় একপ্রকার অকর্ম্মণ্য হইয়াছে, অচিরাৎ যাহাতে নূতন অস্ত্র সকল প্রস্তুত হয়, এরূপ চেষ্টা কর। দুর্গও

স্থানে স্থানে ভগ্ন হইয়াছে, সংস্কারে প্রবৃত্ত হও। এ সময় অধিক সৈন্য-সংগ্রহে যত্নবান্ হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। কাশ্মীরে যে সকল সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে, তাহাদিগের আশা পরিত্যাগ কর; তাহারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। মন্ত্রিগণ! কুমার মৃগয়ায় গিয়াছেন, অদ্যাপি আসিতেছেন না, কারণ কি? অনুসন্ধানে এখনি কোন ব্যক্তি গমন করুক্। সাবধান, সেখানে যেন তাঁহাকে এ-সংক্রান্ত কোনও কথা বলা না হয়। আমি অন্তঃপুরে চলিলাম, শরীরের অত্যন্ত গ্লানি বোধ হইতেছে। কিন্তু তোমরা ক্ষণমাত্র নিশ্চিন্ত থাকিও না, বিশেষ যত্নের সহিত নগর-রক্ষায় তৎপর হও। সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিতেছি, কিরাত-নগরীর দারুণ বিপত্তি ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।" বলিয়া কিরাতনাথ ক্ষুণ্ণমনে সভা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"ক্রোধোদ্ভাসিতশোণিতারুণগদস্যোচ্ছিন্দতঃ কৌরবান্,
অদ্যৈকং দিবসং মমাসি ন গুরুর্নাহং বিধেয়স্তব॥"

—বেণীসংহার।

মন্ত্রিগণ কিরাতপতির আদেশে সেই অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধঘটনার বিষয় দেশময় প্রচার করিয়া দিয়াছেন, সকলকেই সর্ব্বদা সাবধানে দেশরক্ষায় তৎপর হইতে হইয়াছে, সকল গৃহেই অস্ত্রাদির সংস্কার ও ধনুর্ব্বাণ বিনির্ম্মিত হইতেছে। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই রণবেশে সজ্জিত ও সাম-

রিক চিত্রে সকলেই সুচিত্রিত। সমরগন্ধে আজ কিরাতনগরীর হৃদয় উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে ও বলদর্পে গগন প্রতিধ্বনিত হইতেছে। নগরীর চতুর্দ্দিকেই নিরন্তর আস্ফালিত জ্যাশব্দ, বলগর্ব্বিত মল্লগণের সিংহনাদ ও সুগভীর মর্দ্দল-বাদ্য উচ্চারিত হইতেছে। অশ্বে সাদী, গজে নিষাদী ও পাদচারে পদাতিগণ শাণিত-অস্ত্র-হস্তে দলে দলে ভ্রমণ করিতেছে। কাহার সাধ্য নগরীর সীমায় পদার্পণ করে। পুরী মুহূর্ত্ত-মধ্যেই যেন যমালয় হইতেও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মন্ত্রিগণ সেই অল্প সময়ের মধ্যে অতি কষ্টে সমুদায় আয়োজন করিয়া কিরাতপতির নিকট সংবাদ প্রদান করিলেন। কিরাতনাথ শুনিয়া আপাততঃ সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু পরিণামে যে বিশেষ অমঙ্গল ঘটিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া সাতিশয় সন্তপ্তচিত্ত হইয়া উঠিলেন। সে দিবস এইরূপেই অতিবাহিত হইল। পরদিবস প্রভাতে কিরাতনাথ রাজসভায় আপন আসনে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন, ও প্রতিপদে কাশ্মীর হইতে সৈন্যগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় অনতিদূরে ভয়ানক কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল,—ক্রমেই নিকটবর্ত্তী। মন্ত্রিগণ তটস্থ হইয়া বাহিরে গমন করিয়া দেখেন, কাশ্মীর হইতে সেই সৈন্যগণ প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজপুরীর অভিমুখে আগমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেনাগণ বাটীর সম্মুখে—সভাপ্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেনাপতি সভামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া বলিল, "মহারাজ, আমরা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও যখন সেই যুবতীর কোন উদ্দেশ পাইলাম না, তখন দুরাত্মা অমরসিংহের দুর্গ আক্রমণ করিলাম। আমরা উহার দুর্গ অবরোধ করাতে দুর্গরক্ষক সেনাপতি বহুসহস্র সৈন্য লইয়া সমরার্থ নির্গত হইল। আমরাও সুসজ্জিত ছিলাম, উভয় দলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার সৈন্যসংখ্যা আমাদিগের অপেক্ষা প্রায় শতগুণ অধিক, কাজেই আমাদিগকে পরাভূত

হইতে হইয়াছে, আমাদিগের দলের মধ্যে অনেকে সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছে, এবং অনেকগুলি তাহাদের দ্বারা রুদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে অনুমতি করুন, আমরা পুনরায় তাহার সমসংখ্য যোদ্ধৃবর্গে পরিপুষ্ট হইয়া তাহার দুর্গ আক্রমণ করি, ও অবিলম্বে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিয়া সেই দুষ্ট আগন্তুককে যুবতীর সহিত এখনে আনয়ন করি।"

কিরাতপতি সেই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন, ভাবিলেন, "যখন দুরাত্মা দুর্গাবরোধের কথা শ্রবণ করিয়াছে, তখন কখনই ক্ষান্ত হইবে না। রাজ্যের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে কিরূপে বা এ অবস্থায় একজন পরাক্রান্ত ভূপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যায়? বিশেষ বিপত্তি উপস্থিত।" কিরাতপতি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, তখন কুমার মৃগয়া হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জ্বলন্ত অনলের ন্যায় সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, কাশ্মীর হইতে এইমাত্র সেনাগণ ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্তু যুবতীর কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় নাই, বিপক্ষসৈন্যে অধিকাংশ সেনাও বিনষ্ট করিয়াছে।

কুমারের চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ও ক্রোধে শরীর দ্বিগুণিত হইল। কিরাতপতির অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "কি, পরনারী-হরণ! আবার সৈন্য-বিনাশ! কিরাতপতি কি এককালে উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন? এখনো সে পামরের মস্তক এখানে আনীত হয় নাই! শত্রুর মস্তকের বিরুদ্ধে আত্মমস্তক-নিপাত!--সৈন্যগণ সমূলে বিনষ্ট হইল না কেন?—কোন্ লজ্জায়, কোন্ সাহসে কলঙ্কিত দেহে দেশে ফিরিয়া আসিল? কিরাত-নগরী কি নির্ম্মস্তক, কিরাতদুর্গের কি কেহ শাসনকর্ত্তা নাই? - দেশ হইতে এখনি— এই মুহূর্ত্তে বহির্গত হউক, পশুদিগের পাপ উদর ঐ পাপ দেহে পূর্ণ হউক। আর ও মুখ দেখিতে চাহি না, দেখিলে নরকস্থ হইতে হয়। যে পৃষ্ঠ শত্রু দেখিতে

পাইল, সেই পৃষ্ঠ—সেই নির্জীব অস্থিপঞ্জর বিপক্ষের পদদলিত রেণুর সূক্ষ্মতম পরমাণুতে লয় পাউক।"—

—"মহাশয়! আদেশ করুন; সৈন্য চাহি না, সহায় চাহি না, একাকীই সেই পামরের মস্তকচ্ছেদন করিয়া আনয়ন করি, সে পাপ-রক্তে কিরাত-লক্ষ্মীর ললাটের সিন্দূররাগ বর্দ্ধিত করি,—চিরদিনের মত বর্দ্ধিত করি। আদেশ করুন,—অপেক্ষা সহে না, আদেশ করুন। এই তরবারিই আমার সহায়, এই তরবারিই আমার অস্ত্র, এই তরবারিই পামরের কাল কৃতান্ত! এখনই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব, এখনই দুরাত্মার শোণিতে ধরাতল অভিষিক্ত করিব!"

কুমার নিস্তব্ধ হইলেন, চক্ষু দিয়া অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল, ও আরক্ত বদন যেন রক্তবিন্দুতে খচিত হইয়া উঠিল।

কিরাতপতি বিষণ্ণ-বদনে বলিলেন, "বৎস! ক্ষান্ত হও, ক্রোধ মনুষ্যের বিষম শত্রু, ক্রুদ্ধ হইলে হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না।"

"ক্ষান্ত হউন, আর কোন কথা শুনিতে চাহি না, প্রাণসত্ত্বেও শত্রুর উপেক্ষা করিতে পারিব না, আজ্ঞারও অপেক্ষা রাখিব না, একাই চলিলাম, কেহ বাধা প্রদান করিলে এখনি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব।" বলিয়া সভা হইতে বহির্গত হইলেন।

কিরাতপতি সিংহাসন হইতে অবরোহণপূর্ব্বক কুমারকে ধারণ করিয়া সজল-নয়নে বলিলেন, "বৎস! ক্রোধের পরবশ হইয়া কালসর্পের মুখে হস্ত প্রদান করিও না। হস্তে ধরিয়া বিনয় করিতেছি, ক্ষান্ত হও, কথা রাখ, অদ্যকার মত অপেক্ষা কর, সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে কল্য যুদ্ধে যাইও। তাহাতে ক্ষতি কি?—বাপ! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আমার চক্ষের জলে উপেক্ষা করিলে তোর ঘোর অধর্ম্ম হইবে। ক্ষান্ত হ বাপ! যাইতে হয়, আমিই যুদ্ধে যাইতেছি।"

কুমার স্তম্ভবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

কিরাতপতি। আজ অনেক বেলা হইয়াছে, এখন অন্তঃপুরে চল, কা'ল যাহা হয় করা যাইবে!

কুমার। আর কোথায় যাইব? আর আমার কে আছে? কে আর স্নেহের চক্ষে আমাকে আলিঙ্গন করিবে? কে আমার মুখে ক্ষুধার দ্রব্য তুলিয়া দিবে? কেবা আমার জন্য চক্ষের জল ফেলিবে?—আঃ! এই পাপ জীবন এখনি বহির্গত হউক।—যিনি আমাকে পুত্রের ন্যায়, আপন আত্মার ন্যায় স্নেহ করিতেন, ক্ষুধার সময় আমি না খাইলে জলবিন্দু পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেন না, আমার কোন সামান্য প্রশংসার কথা শুনিলে পুলকে পূর্ণিত হইতেন, তিনি আজ কোথায় রহিলেন! দুরাত্মা নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছে। পামর যে আমার বিষম শত্রু। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি নিশ্চয় বলিতেছি—যদি তাঁহার উদ্দেশ না পাই, তাহা হইলে আর এ প্রাণ রাখিব না। ছাড়িয়া দিন।

"বৎস! আমি জীবিত থাকিতে তোমার কিসের ভাবনা? আমার দেহান্তে তুমিই রাজ্যের অধীশ্বর হইবে।"

"আমার রাজ্যে কাজ নাই, আমার মাতা কোথায় গিয়াছেন, বলিয়া দিন; আমি সেখানে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খাইব। আমি তাঁহার সহিত বনে আসিয়াছি, তাঁহার সহিত আপনার ভবনে বর্দ্ধিত হইয়াছি, আবার তাঁহার সহিত শত্রুপুরীতেও বাস করিব, শত্রুর হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।"

"বাপ! তোর মুখ হইতে যে আমাকে এ কথা শুনিতে হইবে, স্বপ্নেও এমন আশা করি নাই। আমি যে তোকে এতকাল পুত্রের ন্যায় লালন-পালন করিলাম, রক্ত দিয়া পোষণ করিলাম, সেই আমি কি

তোর কেহই হইলাম না ? তোর মুখ দিয়াও আজ আমাকে এই সকল কথা শুনিতে হইল ? কুমার! তো হ'তে যে শেষে আমাকে এইরূপ অপমানিত হইতে হইবে, আমি কি এইরূপই প্রত্যাশা করিয়াছিলাম ?" কিরাতপতির চক্ষু দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল।

"ইহা বলিয়া কি, তাঁহার অনুসন্ধানেও নিষেধ করেন ?"

"না, আমি নিজেই তাঁহার অনুসন্ধান করিব, অদ্য ক্ষান্ত হও ; যুবতী যেখানে থাকুন, কল্য আনাইব। এক্ষণে বেলা অধিক হইয়াছে, অন্তঃপুরে চল।" বলিয়া কিরাতপতি কুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সভাও ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় স্তবক।

"দুঃখপ্রতিকারমেহি ভুজয়োর্বীর্য্যেণ বাষ্পেণ বা।"

—বেণীসংহার।

কুমার কিরাতপতির বাক্যে যদিও তৎকালে আর কিছুই বলিলেন না, যদিও মৌনভাবে থাকিয়া তাঁহার বাক্যের একপ্রকার অনুমোদনই করিয়াছিলেন, তথাপি বারংবার ঐ বিষয়ের আন্দোলনে উঁহার অন্তঃকরণ সাতিশয় বিচলিত হইয়া উঠিল। বৈরানল হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল, ক্রোধে চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন, চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। যতই পূর্ব্বকথা স্মরণ হইতে লাগিল, ততই অস্থিরচিত্ত হইতে লাগিলেন। ক্রোধে নয়ন হইতে অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল;

ভাবিলেন, "আমার ন্যায় কৃতঘ্ন ও নরাধম আর কেহই নাই; আমার সমক্ষে পামরেরা আমার মাতৃকল্পা রমণীকে লইয়া গেল, আমি নিশ্চিন্ত রহিলাম, উদ্দেশের চেষ্টা পর্য্যন্তও করিলাম না। জগন্মান্য ক্ষত্রিয়কুলে না আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি? রাজার পুত্র বলিয়া না শ্লাঘা করিয়া থাকি? সেই রক্তের কি এই পরিণাম? এই সাহস? একজন বৃদ্ধকিরাতের বাক্যে শত্রুসম্মুখে যাইতে ভীত হইলাম! কিরাতসহবাসে নীচ কিরাতাচার শিক্ষা করিলাম, উগ্র ক্ষত্রিয়াচার বিস্মৃত হইলাম, পূর্ব্ব-তেজে জলাঞ্জলি দিলাম। কলঙ্কিত-দেহে আর বাঁচিবার আবশ্যক নাই। আমিই না এই মুহূর্ত্তে সৈন্যদিগকে তিরস্কার করিয়াছিলাম? শ্লাঘার সহিত সগর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে তাহাদিগকে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর বলিয়াছিলাম? তাহাদিগের মুখদর্শন করিতেও ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিলাম? সেই আমিই শত্রুভয়ে ভীত হইতেছি! অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া কাপুরুষের ন্যায় বিজনে রোদন করিতেছি। অস্ত্র সহায় থাকিতে যুদ্ধে ভয়! মরণে ভয়! ক্ষত্রিয়-কুলকামিনী কি কখনও মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়া থাকেন? নিস্তেজ মাংসপিণ্ড ?—

এ পামরের দেহ সেই মাংসপিণ্ডমাত্র,—নিস্তেজ,—নিঃসাহস!—এখনি নিপাতিত হউক।" তরবারি-হস্তে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, শীতে দৃক্পাত নাই, হিমপাতেও ক্লেশবোধ নাই। অকুতোভয়, সাহসও অভূতপূর্ব্ব, একমনে পদব্রজেই চলিয়াছেন. প্রকাশ্য-পথে গমন করিলে পাছে কাহারও দৃষ্টিপথে পতিত হইতে হয়,—পাছে কেহ গমনে বাধা প্রদান করে, এই আশঙ্কায় অরণ্যপথ আশ্রয় করিলেন। সে অরণ্য অপরিচিত, জন্মেও প্রবেশ করেন নাই, তথাপি যেন চিরপরিচিতের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন, সাহসে শরীর পূর্ণ, উৎসাহে হৃদয় দ্বিগুণ ত্বরান্বিত।—কণ্টকে শরীর ক্ষতবিক্ষত

হইতেছে, অন্ধকারে-বৃক্ষাদিতে গাত্রবস্ত্র, চর্ম্ম পর্য্যন্ত ঘর্ষিত হইতেছে, তথাপি গমনে বিরাম নাই; অবাধে পূর্ব্বদিক্ অবলম্বন করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

যতই গমন করেন, পথের আর শেষ হয় না; রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রমেরও অবধি নাই, মানস একান্ত হীনবল; হিম-পাতেও শরীর একান্ত ভার হইয়া উঠিয়াছে। আমীলিত নয়ন যত্নে উন্মীলিত হইতেছে, তথাপি গন্তব্য পথের কত অবশিষ্ট রহিল, কুমার তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ক্রমে নিদ্রাতে তাঁহার নয়নযুগল অবশ হইয়া পড়িল, আর কিছুই দেখিতে পান না, মনে করিতেছেন—যাই-তেছি, আর চলিবার সামর্থ্য নাই; তখন ইচ্ছা না থাকিলেও যেন অজ্ঞাতভাবে সেই অনাবৃত অপরিষ্কৃত ভূমিতলে শয়ন করিলেন ও অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

প্রভাত হইয়াছে, তথাপি চৈতন্য নাই, তপনদেব দারুণ হিমানীবর্ম্ম ভেদ করিয়া গগনাঙ্গনে পদার্পণ করিয়াছেন, তথাপি নিদ্রান্ধকার তাঁহার নয়নযুগল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। তপনতাপে মুখকমল সন্তপ্ত হই-তেছে; তথাপি কষ্টবোধ নাই। সেই কঠিনতর ভূমিশয্যাতেই সুখে শয়ান রহিয়াছেন ও অনুপম নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছেন।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে অকস্মাৎ কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। চকিতভাবে গাত্রোত্থান করিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, পার্শ্বে একটী রমণী দণ্ডায়মানা। আকৃতি কথঞ্চিৎ পরিচিতের ন্যায়, কিন্তু "কে এ রমণী, কোথা হইতেই বা আসিল?" নিশ্চয় কিছুই বুঝিতে পারিতে-ছেন না। নির্নিমেষ-নয়নে তাহাকেই দেখিতেছেন, অথচ বিস্ময়াবেশে সহসা কোন কথা বলিতেও সাহস করিতেছেন না।

রমণী তাঁহার ভাবভঙ্গি-দর্শনে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বলিল, "বৎস!

তুমি কে? কোথা হইতে আসিতেছ? পরিচ্ছদ-দর্শনে তোমাকে ভিন্ন-দেশীয়ের ন্যায় বোধ হইতেছে, অথচ আকৃতি কাশ্মীরবাসীর ন্যায়। আমার নিকট গোপন করিও না; যথার্থ পরিচয় দেও, সত্য বলিতেছি—আমা হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই।"

অকস্মাৎ নিদ্রা-পরিত্যাগে কুমারের কিরূপ চিত্তভ্রম উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "যেন অদ্যাপি তাঁহার নিদ্রার বিরাম হয় নাই। সমুদায়ই স্বপ্ন দেখিতেছেন, আশ্রয়ীভূত উদ্যান ও পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা প্রভৃতি সমুদায়ই স্বপ্নবিজৃম্ভিত। রমণীও স্বপ্নকল্পিতা এবং সে যে বাক্য প্রয়োগ করিল ও তাহাকে যেন পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছেন বোধ করিলেন, এ সমুদায়ই স্বপ্নাবেশবশতঃ।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তিনি আত্ম-বিস্মৃত হইলেন। নিঃসন্দিগ্ধ-চিত্তে বলিলেন, "মাতঃ! আমার নাম চন্দ্রকেতু; পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে কিরাতরাজ্যে পালিত হইতেছি। যিনি আমাকে পালন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার অনুসন্ধানে কাশ্মীর নগরে আগমন করিয়াছি। শুনিলাম, দুরাত্মা অমরসিংহ"—এই কথা বলিবামাত্র কুমার চমকিত হইয়া উঠিলেন, বদনমণ্ডল ম্লান হইয়া আসিল। আত্মপ্রকাশ-ভয়ে ভীত হইলেন ও অমরসিংহের প্রতি কটূক্তি জন্য মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু যাহার নিকট আত্মপ্রকাশভয়ে কুমার এরূপ ভীত হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাহার নিকট ভয়ের কারণ কিছুই ছিল না। এই রমণীর নাম চন্দ্রলেখা। পাঠক! পূর্ব্বে যে চন্দ্রলেখার কথা শুনিয়াছিলে, এই সেই চন্দ্রলেখা। এই কামিনীই চন্দ্রকেতুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার হংসকেতুকে লইয়া কাশ্মীরের অন্যতর সামন্ত ভূপতি শ্বেতকেতুর আশ্রয় গ্রহণ করে। দুরাত্মা অমরসিংহ তাহা জানিতে পারিয়া শ্বেতকেতুকে বিনষ্ট করিয়াছে, এবং অসামান্য রূপবতী বোধে ইহাকে আনিয়া আপন উদ্যান-মধ্যে

রাখিয়াছে। তদবধি চন্দ্রলেখা এই উদ্যানেই রহিয়াছে এবং ঐ পামরের অত্যাহিত-বাসনায় উহার মন আপনাতে বশীভূত করিবার জন্য কায়মনোবাক্যে উহার সেবা করিতেছে। শ্বেতকেতুর মৃত্যুর পর হংস-কেতুর কি দশা ঘটিল, তিনি জীবিত আছেন কি ঐ পামরের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, চন্দ্রলেখা তাহার কিছুই জানিত না। এক্ষণে চন্দ্র-কেতুর নিকট ঐ সমুদায় আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে পাছে উনি ভ্রাতার জন্য উদ্বিগ্ন হন, আত্মীয়া বোধে পাছে তাহার আশ্রয় পরিত্যাগ না করেন, এবং অন্তরে যাহাই থাকুক না কেন,—কাহারও নিকট আপনার ব্যভি-চারিতার বিষয় প্রকাশ করা এক জন ভদ্রবংশীয় স্ত্রীজাতির একান্ত লজ্জা-কর, অন্যে বুঝিতে পারে—প্রাণসত্ত্বেও এমন ভাব আপন মুখে ব্যক্ত করিতে পারে না, এই সকল কারণেই চন্দ্রলেখা চন্দ্রকেতুর নিকট আত্ম-প্রকাশে সমর্থ হইল না। কিন্তু কুমারের মুখকমল-দর্শনে ও বাক্য-শ্রবণে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া বলিল, "বৎস! ভয় নাই, তুমি যে ভয়ে ভীত হই-তেছ, সে ভয়ের কারণ আমা হইতে কিছুই সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা নাই, এক্ষণে এই অপরিচ্ছিন্ন ভূমিশয্যা পরিত্যাগ কর, আমার আবাসে আইস, সেই স্থানেই বিশ্রাম লাভ করিবে। আর যাহার অনুসন্ধানে আসিয়াছ, দেখি, যদি আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তদ্বিষয়েও ত্রুটি হইবে না।" এই বলিয়া চন্দ্রলেখা কুমারের হস্ত ধারণ করিল, কুমার রমণীর করে ভর দিয়া গাত্রোত্থান করিলেন ও উহার সহিত উহার ভবনে গমন পূর্ব্বক স্নানাহার সম্পাদন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

"নহং বামারম্ভং কামব বিধাতা ন প্রহরতি ?"

—চণ্ডকৌশিক।

"বৎস, বেলা অবসান হইয়াছে, আর কতক্ষণ নিদ্রা যাইবে ? নিদ্রা পরিত্যাগ কর ; যাঁহার উদ্দেশে আসিয়াছ, আর কখন্ তাঁহার অনুসন্ধান করিবে ? অপরাহ্ণ হইয়াছে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর।"—কুমার নিদ্রায় অচেতন, কিছুই উত্তর নাই, অঘোর নিদ্রায় নয়নযুগল আচ্ছন্ন রহিয়াছে। চন্দ্রলেখাও উচ্চৈঃস্বরে বারংবার ডাকিতেছে ; ক্রমে ক্রমে চন্দ্রলেখার সেই উন্নত স্বরে তাঁহার নিদ্রা অপনীত হইল, নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—সত্যই বেলা অবসান হইয়া আসিয়াছে। তখন তিনি অবলম্বিত বিষয়ের অনেক হানি হইল—বিবেচনায় উৎকণ্ঠিত-মনে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন ও সত্বরে তরবারি গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হন, এমন সময়ে চন্দ্রলেখা বলিল, "বৎস ! সাবধান, আত্মগোপনে যেন যত্নের ত্রুটি হয় না।"

"মাতঃ ! সে জন্য চিন্তা করিবেন না। কিন্তু অপরাহ্ণ হইয়াছে, তাঁহার অনুসন্ধান পাওয়াই সুকঠিন !" বলিয়া কুমার সত্বরপদে উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন ও অবিশ্রান্তভাবে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে নগরশোভায় যেমন উঁহার মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল, সেইরূপ বিষাদেও আকুল হইয়া উঠিল।

চন্দ্রকেতু রাজার পুত্র, আজ কোথায় নগরশোভা তাঁহাকেই উল্লসিত-মনে দর্শন করিবে, তাহা না হইয়া নগরের শোভা-দর্শনে তাঁহারই হৃদয়

বিদীর্ণ হইতে লাগিল। পিতা রাজা থাকিলে আজ এ সমুদায়ই তাঁহার হইত, আজ তিনি যুবরাজ-পদে অভিষিক্ত হইতে পারিতেন, প্রজাগণ অবনত-মস্তকে তাঁহারই আজ্ঞা বহন করিত; কিন্তু সে আশা কোথায় রহিল? এক্ষণে তিনি একজন উদাসীনের ন্যায় পথে পথে পাদচারে ভ্রমণ করিতেছেন, ও পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই আশঙ্কায় সর্ব্বদা সশঙ্ক রহিয়াছেন।

দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই, না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। যে চন্দ্রকেতু আজ পুরী হইতে বহির্গত হইলে শত শত অনুচরে পরিবৃত থাকিতেন, সংবর্দ্ধনার জন্য পথের দুই পার্শ্বে সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান হইত, দর্শনার্থী জনতায় পথে প্রবেশ করা দুষ্কর বোধ হইত, মৃত্তিকায় পদতল সংলগ্নও হইত না; আজ তিনি একজন সামান্য লোকের ন্যায় পথে পথে বিচরণ করিতেছেন, কেহ লক্ষ্যও করিতেছে না। আতপে শরীর ক্লিষ্ট হইতেছে, ঘর্ম্মে পরিচ্ছদ আর্দ্র হইয়াছে। কে আর মস্তকে সেই হীরকমণ্ডিত স্বর্ণদণ্ড ছত্র ধারণ করিবে? সে সমুদায়ই অমরসিংহের সম্পত্তি হইয়াছে; ইনিও এক্ষণে বন্দীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন, কেহ চিনিতে পারিতেছে না, এই জন্যই অবাধে ভ্রমণ করিতে পারিতেছেন, নতুবা এক্ষণে নিশ্চয়ই ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত হইত।

নগরমধ্যে যদিও কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই, তথাপি তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্য, অসাধারণ গাম্ভীর্য্য, অসামান্য বলিষ্ঠতা ও অনেকানেক সুলক্ষণ-দর্শনে আপামর সাধারণেই বিস্মিত হইয়াছিল। তিনি যাহার নয়নপথে পতিত হইয়াছিলেন, সেই ব্যক্তিই সশঙ্কে ও সাহ্লাদে তাঁহার মূর্ত্তির উগ্রতা ও সৌম্যতা দর্শন করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, "নিশ্চয়ই কোন বীর পুরুষ অথবা কোন রাজপুত্র ছদ্মবেশে এ দেশে প্রবেশ করিয়াছেন, না জানি, কি ঘটনাই সংঘটিত হয়!"

কুমার এইরূপে কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী মনোহর উদ্যান দেখিতে পাইলেন। উপবন-দর্শনে হৃদয় স্তম্ভিত হইল, অন্তরে কি এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল, পূর্ব্বভাব তিরোহিত হইল; হৃদয় যেন বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আপনাকে ভিন্নভাবে দেখিতে লাগিলেন; কোন দিন স্বপ্নে আপনাকে এই উপবনমধ্যেই দেখিয়াছেন বোধ করিলেন, উদ্যানও তদ্রূপ বোধ হইতে লাগিল, তন্মধ্যস্থ অট্টালিকাও যেন কখনও দর্শন করিয়াছেন বোধ করিলেন; বৃক্ষাদিও যেন পরিচিতপূর্ব্ব। "কি আশ্চর্য্য! যদিও আমি এ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যদিও আমি শৈশবকালে এই স্থলে অন্যূন পঞ্চবৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছি, তথাপি এত অল্প বয়সে এ স্থলে আমার আগমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অথচ এই উপবনটী যেন পূর্ব্বে কখনও দর্শন করিয়াছি বোধ হইতেছে! ইহার কারণ কি? স্বপ্নে কি এতদূর সূক্ষ্ম দর্শন সম্ভবিতে পারে? যাহা হউক, অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে কথঞ্চিৎ কারণ নির্ণীত হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া কুমার উপবন-প্রবেশে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, নিকটে কোন প্রকাশ্য পথ না পাইয়া অবশেষে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক আকুল হইয়া উঠিল। দেখিলেন, যে স্থলে তিনি এক সময় মাতার সহিত সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অসংখ্য দাসদাসীতে পরিবৃত হইয়া পিতা-মাতার অনুপম আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, এ সেই উপবন, সেই অট্টালিকা ও সেই তরুরাজি;—সমুদায়ই সমান রহিয়াছে; কিছুরই কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, কিন্তু আজ তাঁহার অবস্থার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম; এক জন সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, দস্যুর ন্যায় সেই উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন ও প্রকাশভয়ে সর্ব্বদা সশঙ্ক রহিয়াছেন। যতই এই সকল বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, ততই হৃদয় সন্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল।

কুমার কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুই এক পদ যাইতে না যাইতেই শুনিলেন—"সখি! আর বারংবার আমাকে দগ্ধ করিও না।"

হৃদয় স্তম্ভিত হইল।

"আমি প্রাণ থাকিতে অমরসিংহের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারিব না।"

হৃদয় শান্ত হইল, সন্তাপানল নির্ব্বাপিত হইল, ও বিস্ময়রসে অন্তর পরিপ্লুত হইয়া উঠিল। ভাবিলেন, "কে কি বলিতেছে, রমণীর মধুমাখা মধুর কণ্ঠস্বর; বোধ হয়, কোন কামিনী সখীসঙ্গে অমরসিংহঘটিত কোন কথা বলিতেছে, শুনিতে হইবে।" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কুমার শব্দানুসারে সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"বিষধরফণারত্নালোকো ভয়স্ত ভূশায়তে।"

—অনর্ঘরাঘব।

পাঠক! পূর্ব্বে কিরাতভবনে যে জয়সিংহের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন, যিনি এক্ষণে সুবিস্তীর্ণ কাশ্মীররাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়াও অমরসিংহ ও উহার পিতার ভয়ে সর্ব্বদা কুণ্ঠিতভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, যাঁহার একাধিপত্য অপেক্ষা এক্ষণে বিজন অরণ্যবাসও সুখকর বোধ হইতেছে, তাঁহারই এই একমাত্র প্রাণস্বরূপা কাশ্মীররাজ্যের অতুল্য রূপ-গুণ-শালিনী কুমারী;—নাম অম্বালিকা। অমরসিংহ এই কন্যার সৌন্দর্য্য-দর্শনেই মুগ্ধ হইয়া জয়সিংহকে অদ্যাপি কাশ্মীরসাম্রাজ্য অবাধে ভোগ করিতে দিতেছেন। তাহাতে আবার ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী কাশ্মীর নগরের একমাত্র আন্দোলনের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। এমন হৃদয়ই ছিল না, যাহা অম্বালিকার রূপদর্শনে চমকিত না হইত; এমন নয়নই ছিল না, যাহা তাঁহাকে দেখিয়া স্পন্দহীন না হইত। যাহাকে অবাধে দুই দণ্ডকাল দেখিতে পাইয়া আপনাকে পূর্ব্ববৎ প্রকৃতিস্থ রাখিতে পারে, বোধ হয়, তৎকালে কাশ্মীর নগরেও এমন কঠিনহৃদয় কেহই ছিল না। সহসা দেখিলে বোধ হইত, যেন দিব্যরূপধারিণী দেবী শাপভ্রষ্ট হইয়া ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তদানীন্তন কাশ্মীরবাসিগণ তাঁহাকে ভূলোকচারিণী দেবী বলিয়াই

জানিত, ও জয়সিংহ তাঁহারই পিতা বলিয়া সবিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে তাঁহার সেবা করিত। বলিতে কি, তাঁহার ন্যায় রূপবতী কামিনী তৎকালে কাশ্মীর নগরে বা সমুদায় ভারতরাজ্যে আর কেহই ছিল না। লম্পট-স্বভাব অমরসিংহ যে সে রূপ-দর্শনে বিমোহিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ?

অমরসিংহ অম্বালিকার প্রণয়ভাজন হইবার আশয়ে তাঁহার পিতা জয়সিংহের নিকট আপনাকে ভৃত্যের ন্যায় দেখাইতেন। কি গৃহকার্য্য, কি শাসনপ্রণালী, কি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ, সমুদায় বিষয়েই জয়সিংহের অনুমতি গ্রহণ করিতেন, অচিরে তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন এবং আপন অধিকার-মধ্যে কোন ব্যক্তি অপরাধী হইলে, জয়সিংহের নিকটেই তাহার বিচার হইত, জয়সিংহ অপরাধীদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিতেন।

অমরসিংহের অম্বালিকাকে বিবাহ করিবার একটী প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল যে, অম্বালিকা জয়সিংহের একমাত্র কন্যা; তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেই অবিবাদে কাশ্মীররাজ্য তাঁহার হস্তগত হইবে। প্রজারঞ্জন মহারাজ অমরকেতনকে রাজ্যচ্যুত করাতে প্রজারা তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া উঠে; প্রত্যক্ষে না হউক, পরোক্ষে উহারা অমরসিংহের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিত। অতএব বলপূর্ব্বক জয়সিংহকে রাজ্যচ্যুত বা তাঁহার কন্যাকে হরণ করিলে বিষম অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণেই অমরসিংহ সে উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া বিনীত-ভাবই অম্বালিকালাভের একমাত্র উপায় বোধ করেন। সে আশাও যে অমরসিংহের দুরাশা, ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, সেই সময় অমরসিংহের সহিত অম্বালিকার বিবাহের একপ্রকার স্থির-নিশ্চয় হইয়াছিল। কেবল অমরসিংহকে বিবাহ করিতে অম্বালিকার

তাদৃশ ইচ্ছা ছিল না বলিয়াই উহাতে কালবিলম্ব হইতেছিল। জয়সিংহ গোপনে কন্যাকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অম্বালিকা তাহাতে সম্মত হয় নাই। অবশেষে আপনি ক্ষান্ত হইয়া তাঁহার প্রাণ-তুল্যা সহচরী চপলার উপর সেই ভার নিক্ষেপ করেন এবং বিজন-বাসের জন্য সেই জনশূন্য উদ্যানে অম্বালিকাকে সখীসঙ্গে পাঠাইয়া দেন।

জয়সিংহ কি খল-স্বভাব অমরসিংহের দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই? পারিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, অমরসিংহের এরূপ ভক্তির আতিশয্য কেবল অম্বালিকাকেই বিবাহ করিবার জন্য। কিন্তু অম্বালিকা তাহাতে অমত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় বিলক্ষণ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, অম্বালিকারও দুঃখের পরিশেষ থাকিবে না; পামর নিশ্চয়ই অম্বালিকাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবে।

জয়সিংহ প্রতিনিয়তই এইরূপ চিন্তা করিতেন। তিনি এক দণ্ডের জন্যও সুখী ছিলেন না। আবার অমরসিংহের পিতা তাঁহার প্রধান-মন্ত্রিত্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রণা খলতাপূর্ণ ও স্বার্থপূরিত। পামর পুত্র অমরসিংহের সহিত কৌশল করিয়া কাশ্মীর-দুর্গের তত্ত্বাবধা-নের ভার আপন হস্তেই আনিয়াছিলেন, তাঁহার অমতে সৈন্যগণ পদ-মাত্রও গমন করিতে পারিত না, ও যুদ্ধাদির প্রয়োজন হইলে আপনিই তাহাদিগকে আজ্ঞা প্রদান করিতেন। অম্বালিকার যৌবন-সমাগম হইলে অমরসিংহ সমুদায় বিষয়েই জয়সিংহের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেন, কিন্তু সৈন্যসংক্রান্ত কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে পিতার অমতে কিছুই করিতে পারিতেন না।

বিশেষতঃ সেই সময়ে কাশ্মীর দেশে পার্ব্বতীয়দিগের বিষম উৎপাত উপস্থিত হয়, অমরসিংহের পিতা কোন মতেই সে উৎপাত নিবারণ করিতে পারেন নাই। প্রজাগণ জয়সিংহের নিকট জানাইত, কিন্তু

মন্ত্রীকে গোপনে উৎকোচ প্রদান না করিলে কোন মতেই রক্ষার নিমিত্ত দুর্গ হইতে সৈন্য পাইত না। জয়সিংহ সমুদায় শুনিতেন, কিন্তু কিছুই করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই সকল কারণে তিনি রাজত্ব অপেক্ষা অরণ্যবাসও শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিতেন।

জয়সিংহ এইরূপ অবস্থাতেই কালযাপন করিতেছেন, মনে সুখের লেশমাত্র ছিল না,সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক ও চিন্তাকুল। বয়সের সহিত ক্ষত্রিয়-তেজে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র কন্যার উপরই আপনার সুখ-দুঃখ নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু আজ অম্বালিকা হইতেই তাঁহাকে সে আশায় নিরাশ হইতে হইয়াছে, পিতার অবস্থার কথা অম্বালিকার কিছুই মনে নাই। নিজে যুবতী, ভীরু-স্বভাবও ছিলেন না; তবে তিনি কি জন্য অমরসিংহকে ভয় করিবেন? আপনার আমোদেই আপনি মগ্ন রহিয়াছেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"ণবরিঅ তং জুঅজুঅলম্ অণ্ণোণ্ণ-ণিহিদ-সজল-মন্থর-দিট্ টম্।
আলক্ক-ওণিঅং বিঅ খণমেত্তং তথ ণ্থিঅং মুহসঅম্॥"

—কুবলয়াশ্বচরিতম্।

বেলা অবসান—দিবাসতী পতির অনুগমন করিবেন, গগনসাগরের অপরপারে চিতাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, সপত্নী দক্ষিণা মন্দ মন্দ বীজনে বহ্নিকণা বিকীর্ণ করিতেছে, পতির মরণে ভ্রূক্ষেপ নাই, সপত্নীর মরণেই অপার আনন্দ।

দিবা শোক-কলুষিত বদনে রক্ত-বসন পরিধান করিলেন ও জন্মান্তরীণ বৈধব্য-পরিহারের জন্য আর কি অলঙ্কার পাইবেন—অনায়াসলভ্য বিকসিত-কুসুমনিচয়েই সর্ব্বশরীর ভূষিত করিয়া অগ্রসর হইলেন। পতি বৃদ্ধ, মৃতপ্রায়,—বিকলদেহে চিতাপার্শ্বে পড়িয়া আছেন, দিবা পতির দশা-দর্শনে মলিনবদনে ধীরে ধীরে সেই প্রজ্বলিত-চিতা-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। পতিসোহাগিনী পতিসহগামিনী হন;—পশুপক্ষিগণ আর্ত্ত-স্বরে চতুর্দ্দিক্ পরিপূরিত করিয়া তুলিল, ও শঙ্খ ঘণ্টা প্রভৃতি বিবিধ মাঙ্গল্য-বাদ্যে চারিদিক্ নিনাদিত হইতে লাগিল।

দিবাকর অস্তমিত,—কররাজি চন্দ্র-বদনে প্রতিফলিত হইয়াছে।—শোভার সীমা নাই, কান্তিরসে কুমুদিনী-নয়ন বিচ্ছুরিত হইতেছে, রূপে হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে ও চন্দ্রিকাতে অন্তরের মালিন্য ধৌত হইয়াছে। চিত্তফলকের একমাত্র মনোহর চিত্রস্বরূপ সেই মধুর-মূর্ত্তি অগ্রে দণ্ডায়মান, কুমুদিনী মনের উল্লাসে একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও এতদিনের পর—নয়ন সার্থক হইল, জন্ম সফল হইল—বিবেচনা করিতেছেন।

চন্দ্রকেতুও স্পন্দহীন; যাহা দেখিতেছেন, তাহা কল্পনার অতীত, বুদ্ধির অগম্য, মাধুর্য্যময়ী সৃষ্টির একমাত্র নিদর্শন। নয়ন মুদ্রিত করিলে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামিনীর সর্ব্বাঙ্গ প্রতিফলিত হইতে পারে, চন্দ্রকেতুর অন্তরেও যখন এমন কল্পনা নিহিত ছিল না, তখন অন্যের সাধ্য কি যে, সেই মধুর মূর্ত্তি কল্পনা দ্বারা বর্ণনা করিয়া লোকলোচনের পথবর্ত্তী করিবে? পাঠক, আমি যাহা দেখিতেছি, যাহা কল্পনা করিতেছি, তাহা তোমার নয়নের পথবর্ত্তী করিতে পারিব না, পাছে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটিয়া সেই জগতের একমাত্র ললামভূতা কামিনীর সুচিত্র প্রস্তুত না হয়; পাছে সেই অম্বালিকার প্রকৃত সৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত না হইয়া আমাকে অপরাধী জ্ঞান কর, এই আশঙ্কায় সেই মাধুরী তোমার নয়ন-

গোচর করিতে পারিলাম না। যদি দেখিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে অন্তরকে বিষয়ান্তর হইতে নিবৃত্ত কর, একমনে কোন রূপবতী কামিনীকে ভাবিয়া লও, বা কল্পনার যতদূর ইয়ত্তা, সমুদায় উপকরণ একত্র করিয়া একটী রমণীদেহ চিত্রিত কর; অম্বালিকা তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বিধাতাই জানেন—কি মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই বলিতে পারেন—এই কমনীয় কান্তি কিরূপে সৃষ্ট হইয়াছে। অন্যের চেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। অম্বালিকার রূপের তুলনা নাই, আদর্শগত অম্বালিকাই অম্বালিকার প্রকৃত নিদর্শন। পাঠক! দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিও না, করিলে চন্দ্রকেতুর বিমল হৃদয়-মুকুরই কলুষিত হইবে। অম্বালিকা উঁহারই ধন, উঁহারই হৃদয়, উঁহারই প্রাণ। চন্দ্রকেতু! তুমিই ধন্য, তোমার রূপদর্শনেই ঐ অন্তর আকৃষ্ট হইয়াছে, ঐ নয়নও বিমোহিত হইয়াছে। ঐ দেখ—একদৃষ্টে তোমাকেই দেখিতেছেন; নয়ন পলকহীন, লাবণ্যে ভাসিতেছে, আবল্যে আবৃত রহিয়াছে, তোমার উপরই নিপতিত, তোমার রূপ-দর্শনেই বিমোহিত। কি সুন্দর! কি মনোহর! বালিকা অম্বালিকা চন্দ্রকেতুকে সতৃষ্ণ-নয়নে বারংবার নিরীক্ষণ করিতেছেন। নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না, যতই দেখেন, ততই দর্শনাশা পরিবর্দ্ধিত হয়; বিশদ-নয়নে পরস্পর পরস্পরের প্রফুল্ল বদন দর্শন করিতেছেন ও আনন্দে ভাসিতেতেছেন। লজ্জা পরস্পরের অন্তর হইতে অন্তরিত হইয়াছে, যেন কত কালের পরিচিত বস্তু আজ আপন আপন হস্তে প্রাপ্ত হইয়াছেন; দর্শনভাবে মনের কথা কিছুই গোপন থাকিতেছে না; নয়ন যেন পরস্পরকে বলিয়া দিতেছে যে, উভয়ের এক আত্মা, এক হৃদয় এবং পরস্পরের সুখ-দুঃখের পরস্পর সমান অধিকারী। আজ উভয়ের কি সুখের দিন, কি সুখের সময় উপস্থিত! এতদিনের পর চপলা অম্বালিকার পর হইল,

চপলার অবস্থিতি অম্বালিকার বিষময় বোধ হইতে লাগিল ; কি করিবেন, বলিতে লজ্জা হয়, কিন্তু "চপলা বুদ্ধিমতী হইয়াও কি নিমিত্ত এখানে রহিয়াছে ? দুই দণ্ড আমরা সুখে আলাপ করিব, তাহাও চপলার সহিল না ?" মনে এই ভাবের উদয় হইতেছে, কিন্তু স্পষ্ট বলিতে সাহস হইতেছে না।

চপলাও চন্দ্রকেতুর অলৌকিক রূপ-লাবণ্য-দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিল ও একদৃষ্টে তাঁহারই সেই অনুপম কান্তি দর্শন করিতেছিল। চপলা ভাবিয়াছিল, "বুঝি কোন দেবকুমার প্রিয়সখীকে ছলিবার আশয়ে এখানে আসিয়া থাকিবেন, নতুবা এরূপ রূপরাশির উদ্ভব মর্ত্ত্যলোকে অসম্ভব। কাশ্মীরে অনেকানেক সুপুরুষ দেখিয়াছি, কিন্তু এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আকৃতি কখন দর্শন করি নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি, কি বলেন।" এইরূপ স্থির করিয়া বলিল, "মহাশয় ! এ রাজার উদ্যান, রাজকন্যা অম্বালিকা আমার সহিত এ উদ্যানে অবস্থান করিতেছেন, পুরুষমাত্রেরই এ স্থলে প্রবেশ করিতে নিষেধ আছে, রক্ষীরা সাবধানে দ্বার রক্ষা করিতেছে, অতএব আপনি কিরূপে এ স্থলে প্রবেশ করিলেন ?"

চন্দ্র। আমি প্রবেশদ্বার দিয়া প্রবেশ করি নাই, উদ্যানের শোভাদর্শনে কুতূহলপরবশ হইয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছি। এ স্থলে প্রবেশ করিতে নিষেধ আছে, অগ্রে জানিতাম না। অতএব যাহা হইবার হইয়াছে, আর এ স্থলে আসিব না।

চপলা। যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় কি ? রাজার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে অবশ্য তাহার উপযুক্ত দণ্ড ভোগ করিতে হয়।

চন্দ্র। প্রস্তুত আছি, যেরূপ দণ্ডবিধান করিবেন, তাহাই শিরোধার্য্য করিব।

চপলা। মহাশয় ! আকৃতি দর্শনেই দণ্ড প্রদত্ত হইতে পারে না।

দণ্ডের তারতম্য বিবেচনার জন্য বিশেষ অবস্থা অবগত হওয়া দণ্ডদাতার একান্ত কর্ত্তব্য।

চন্দ্র। আমার কথাতেই যে বিশ্বাস হইবে, ইহার সম্ভাবনা কি? আমি আপনার বিশ্বস্ত প্রিয়সখীর উপরই ভার দিতেছি, তিনি আমার অবস্থার বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, আপনার নিকট সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলুন। কিন্তু উনি গোপন করিলে আমি কি করিতে পারি?

বলিয়া অম্বালিকার প্রতি সহাস্য কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। অম্বালিকার প্রফুল্ল বদন অবনত হইল।

চপলা। রাজার অসাক্ষাতে রাজকন্যাই অপরাধীর দণ্ড বিধান করিবেন। ইনি যদি আপনার অবস্থার বিষয় বিশেষ অবগত থাকেন, তাহা হইলে উচিতমত দণ্ড প্রদান করুন।

চন্দ্র। রাজকন্যা তাহাতে ত্রুটি করিতেছেন না; আর অধিক দণ্ড কি করিবেন, তাহা বুঝিতে পারি না।

অম্বালিকা। মহাশয়! পরিচয়-প্রদানে বাধা কি?

চন্দ্র। তাহা ত দেওয়াই হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা অধিক পরিচয় দিবার সময় উপস্থিত হউক, অবশ্যই প্রদান করিব।

অম্বালিকার মুখের হাসি মুখেই রহিল, প্রকাশভয়ে প্রকাশ হইল না।

চপলা একদৃষ্টে উভয়ের ভাবভঙ্গি দেখিতেছিল, এমন সময় কেহ যেন আসিয়া তাহার কর্ণে বলিল, "চপলে! দেখিতেছ না? তুমি কি পূর্ব্বের কথা সমুদায় বিস্মৃত হইলে? অম্বালিকা বালিকা, উঁহার বোধ কি? কিন্তু তুমি কি বলিয়া রাজাকে বুঝাইবে? তাঁহার দারুণ বিপত্তি উপস্থিত, অমরসিংহ বিষম দুর্ব্বৃত্ত।"

চপলা শিহরিয়া উঠিল, বদন বিষণ্ণ হইল, ভাবিল, "কি অকার্য্যই

করিয়াছি; শুনিলে মহারাজ কি বলিবেন, তিনি যে জন্য ইহার সঙ্গে আমাকে এ স্থলে পাঠাইয়াছেন, তাহার কি করিলাম? তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এই অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তির সহিত প্রিয়সখীর প্রণয় সংবদ্ধ করিবার জন্যই কি তিনি আমাকে এ স্থলে পাঠাইয়াছেন? তাহাই হইয়াছে; ইহা যে কোনরূপে বিলুপ্ত হয়, তাহারও সম্ভাবনা দেখি না; অথচ অমরসিংহের সহিত ইহার বিবাহ না হইলে বিষম অনর্থ ঘটিবে।" চপলা বিষণ্ণভাবে মস্তক অবনত করিল।

সন্তপ্ত-লৌহ সলিলে নিমগ্ন করিলে যেমন তাহার সন্তাপ ও মৃদুতা অপনীত হয়, কালিমা আসিয়া যেমন তাহাকে অধিকার করে, চপলার বিষণ্ণ ভাব-দর্শনে চন্দ্রকেতু ও অম্বালিকার বদন সেইরূপ হইল, নির্ম্মল শশধর কৃষ্ণমেঘে আবৃত হইল। উভয়েরই বদন ম্লান ও সোৎসুক। যে হৃদয় পরস্পর সংলগ্নপ্রায় হইয়াছিল, কে যেন তাহা শতযোজন অন্তরে ব্যবস্থিত করিল। চন্দ্রকেতু উৎকণ্ঠিতভাবে চপলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "সহসা তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? এ সময় বিষাদের কারণ ত কিছুই দেখি না।"

চপলা। না মহাশয়, এমন কোন ঘটনা ঘটে নাই; তবে আমার উপর মহারাজের কোন একটী গুরুতর কার্য্যভার নিহিত ছিল, কথায় কথায় তাহা বিস্মৃত হইয়াছি। তাহাই ভাবিতেছিলাম।

চন্দ্রকেতু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, শুনিলেও আর এক্ষণে তাহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল না। কেমন উদাসভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু অম্বালিকার বদন অপেক্ষাকৃত সমধিক বিষণ্ণ হইল ও চক্ষুর জলে বদন ভাসিতে লাগিল। চন্দ্রকেতু তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া উৎকণ্ঠিত-ভাবে বলিলেন, "এ কি! সহসা রোদনের কারণ কি? প্রাণ থাকিতে এ মুখ শোকাশ্রুতে ভাসিবে? কখনই দেখিতে পারিব না।"

বলিয়া শশব্যস্তে অম্বালিকার বদনকমল মুছাইয়া দিলেন। চন্দ্রকান্তমণি চন্দ্রকর-স্পর্শেই গলিত হইয়া থাকে, চন্দ্রকেতুর কোমল করতল স্পর্শে অম্বালিকার শোকাবেগ দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল ও প্রবলবেগে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অম্বালিকা অশ্রুগদ্গদ বাক্যে বলিলেন, "মহাশয়! ক্ষান্ত হউন, আমার চক্ষের জল চিরকালই পড়িবে।"

চন্দ্রকেতুর মস্তকে বজ্র পতিত হইল, মন্ত্রাহত-ফণি-ফণার ন্যায় বদন অবনত হইল। চপলার যে বদনকমল হইতে তিনি এতক্ষণ এমন কোমল বচনপরম্পরা শুনিতেছিলেন, তাহা হইতে যে এমন দারুণ বাক্য শুনিতে হইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। শূন্য দৃষ্টিতে চতুর্দ্দিক্ দেখিতে লাগিলেন, হৃদয় অভিমানে পরিপূর্ণ হইল, ও নয়নকোণ দিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুজল বিগলিত হইতে লাগিল। অবশেষে কতক শান্ত হইয়া বলিলেন, "সুন্দরি! বুঝিলাম, দৈব আমার প্রতি নিতান্ত প্রতিকূল। যাও, কেহ আসিতে না আসিতে গৃহে গমন কর। আমিও চলিলাম, বোধ হয়, এ জন্মের মতই চলিলাম।"

অম্বালিকা নিঃশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলে অম্বালিকা চপলাকে বলিলেন, "সখি! তোমার নিকট আমার কিছুই গোপন নাই। এক্ষণে হস্তে ধরিয়া বিনয়-সহকারে বলিতেছি, তোমাকে আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে।"

"অম্বালিকে! বিষম অনর্থ উপস্থিত, বুঝিতেছ না। বল, কি করিতে হইবে।"

"ইনি কোথায় গমন করেন, গোপনে অনুসন্ধান লইয়া আইস।"

"আমি প্রাণ থাকিতে তাহা পারিব না, মহারাজ আমাকে বিশ্বাস

করিয়া যে কার্য্যের জন্য পাঠাইয়াছেন,আমি কোন্ লজ্জায়, কোন্ সাহসে তাহার বিপরীতাচরণ করিব? অম্বালিকে! ক্ষান্ত হও, একজন অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে দেখিয়া কি এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠিলে? লজ্জার অপেক্ষা রাখিলে না, অপযশের ভয় রাখিলে না? এই বৃদ্ধবয়সে মহারাজকে কেন বিপদ্‌গ্রস্ত করিবে? কন্যাই বল, পুত্রই বল, তোমা ভিন্ন মহারাজের আর কেহই নাই, তুমি তাঁহার নয়নের পুত্তলী—অন্ধের যষ্টি। তুমি এরূপ যথেচ্ছাচরণ করিলে তাঁহার মনস্তাপের সীমা থাকিবে না, হয় ত এই বৃদ্ধবয়সে অপমৃত্যুই ঘটিবে। ঈশ্বর করুন, নাই ঘটুক; কিন্তু অমরসিংহ শুনিলে অবস্থার পরিশেষ থাকিবে না, রাজ্যচ্যুত করিবে, তোমার উপরই বা—"

"আর শুনিতে চাহি না, যথেষ্ট হইয়াছে। তুমি বারংবারই এক অমরসিংহের কথা তুলিয়া যৎপরোনাস্তি যাতনা দিয়া থাক। এক্ষণে সাবধান হও, আর যেন তোমার মুখে সে পামরের নাম পর্য্যন্ত শুনিতে না হয়। অমরসিংহকে ভয় করিতে হয়, তুমিই কর; অম্বালিকা তাহাকে ভয় করে না, তাহাকে দৃক্‌পাতও করে না। চপলে! আমি অমরসিংহের উপভোগ্যা দাসী হইব, এই তোমার প্রার্থনা?—এই তোমার আকিঞ্চন? তাহা হইবে না, প্রাণ থাকিতে অম্বালিকা তাহা পারিবে না; দেশে অপযশ ঘোষিত হউক, আমাকে নির্লজ্জা বলুক, যাহার যাহা ইচ্ছা—উন্নত-কণ্ঠে সর্ব্বসমক্ষে বলিতে থাকুক, অম্বালিকা তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করে না; যাহাকে মনে মনে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তিনি যে জাতিই হউন, প্রকাশ্যে তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিবে।—"

"—চপলে! আমাকে না পাইলে অমরসিংহ ক্রুদ্ধ হইবেন, পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিবেন;—এই ভয়! অস্ত্র কি পুরুষেরই সহায়,—পুরুষেরই বল, স্ত্রীজাতির নয়? বিধাতা কি স্ত্রীজাতিকে এতই ঘৃণিত করিয়াছেন?

করিয়া থাকেন, তোমাকেই করুন, আমাকে নয়। আমি প্রাণ থাকিতে পিতাকে রাজ্যচ্যুত হইতে দিব না, অমরসিংহের উপভোগ্যও হইব না। সৈন্যগণ কি আমার মুখাপেক্ষা করিবে না, অমরসিংহেরই বাধ্য হইবে? হয় হউক, তাহাও চাহি না। পিতাকে লইয়া বনবাসিনী হইব। তথাপি সে পামরের মুখ দর্শন করিব না। ইহাতে যদি সহস্র সহস্র বিপদ্ সহ্য করিতে হয়, অবলীলাক্রমে সহ্য করিব। তথাপি তাহার হইব না।”—“আমি অমরসিংহকে বিবাহ না করিলে পিতা মনস্তাপ পাইবেন। আমি অমরসিংহের দাসী হইলে, তাঁহার মনস্তাপ হইবে না? আত্ম-ঘাতিনী হইলে তাঁহার মনস্তাপ হইবে না? চপলে! এ কথা তুমি কোথায় শিখিলে? এ অনুভব-শক্তি কি তোমার স্বতঃসিদ্ধ?—না বুদ্ধিশক্তির প্রখর নিদর্শন?”—“কে বলিল,তাঁহার অপমৃত্যু হইবে? ইহা কি তুমি স্বপ্নে দেখিয়াছ, না তিনি তোমার কর্ণে কর্ণে পরামর্শ করিয়াছেন? কি দুঃখে তাঁহার অপমৃত্যু হইবে?—রাজ্যের শোক?—এই বৃদ্ধবয়সে একমাত্র কন্যাকে চিরকালের মত জলাঞ্জলি দিয়া তিনি রাজ্যসুখ অনুভব করিবেন? এমন রাজ্য এখনি বিনষ্ট হউক। যাও, শুনিতে চাহি না। অমরসিংহের তোষামোদ করিতে হয়, তুমিই কর; তুমিই তাহার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া রাজ্যেশ্বরী হও, সুখে রাজ্যভোগ কর। আমি যাহাকে আত্ম-মন সমর্পণ করিয়াছি, তাঁহারই অনুগামিনী হইলাম।”

“অম্বালিকে! ক্ষান্ত হও, আমিই যাইতেছি” বলিয়া চপলা অম্বালিকার হস্ত ধারণ করিল, বলিল—“সখি! বুঝিলাম, পাষাণে অঙ্কিত রেখা কিছুতেই বিলুপ্ত হইবার নহে। এতদিন যে পুরুষের নামে গন্ধে জ্বলিয়া উঠিতে, পুরুষের ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চাহিতে না। একদিনেই কি সমুদায় বিপরীত হইল? যাহা কর্ণেও শুনি নাই, স্বপ্নেও দেখি নাই, আজ একা তোমাতেই তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। এক্ষণে ক্ষান্ত হও,

আমিই যাইতেছি” বলিয়া চপলা সত্বর-পদে চন্দ্রকেতুর নিকটে গমন করিল, ও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। চন্দ্রকেতু পূর্ব্ববৎ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন, চপলা গুপ্তদ্বার মোচন করিয়া তাঁহার অনুগামিনী হইল। একে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে, তায় বসনে চপলার বদন আবৃত, চন্দ্রকেতু দুই একবার পশ্চাতে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেও চপলাকে চিনিতে পারিলেন না। একমনেই চন্দ্রলেখার ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সম্মুখেই অমরসিংহের উদ্যান, চন্দ্রকেতু প্রবেশ করিলেন, ক্রমে ভবনদ্বারে উপস্থিত হইলে চপলা প্রতিনিবৃত্ত হইল।

তৃতীয় স্তবক।

“ধ্বংসেত হৃদয়ং সদ্যঃ পরিভূতস্য মে পরৈঃ।
যদ্যমর্ষঃ প্রতীকারস্তুজালম্বং ন লম্ভয়েৎ॥”

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

“রাত্রি হইয়াছে, এখনও কুমার আসিতেছেন না, কোন কি বিপদ্ ঘটিল ?” চন্দ্রলেখা ভাবিয়া আকুল, একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া রহিয়াছে। —চন্দ্রকেতু অন্তর্মহলে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রলেখা দেখিয়া পুলকিত-মনে কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া আপন ভবনে গমন করিল।

চন্দ্রকেতু চন্দ্রলেখার যত্নে আহারাদি সমাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট শয্যায় শয়ন করিলেন। চন্দ্রলেখা অন্য আসনে উপবেশন করিয়া অনুদ্দিষ্ট-যুবতী-সংক্রান্ত দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কুমার যথাযথ উত্তর

প্রদান করিলেন। পরে চন্দ্রলেখা ক্ষুণ্নমনে বলিল, "বৎস! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যদি পরাধীন না হইতাম, তাহা হইলে আমরণ তোমাকে সুখে লালন-পালন করিতাম; কিন্তু কি করিব, বিধাতা আমাকে এক দুরাত্মার অধীন করিয়াছেন। বৎস! সেই দুরাচার পামর তোমারই বিষম শত্রু।"

"কে?"

"নাম করিলে পাপ হয়, শুনিলে শরীর লোমাঞ্চিত হয়—পাপাত্মা অমরসিংহ।"

চন্দ্রকেতু শুইয়াছিলেন, উঠিলেন।

"ভয় নাই—"

"ভয়?—সিংহশাবকের ক্ষুদ্র মৃগে ভয়?—কোথা সে দুষ্ট নরাধম, বলিয়া দিন; এখনি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব, বলিয়া দিন।"

"বাছা! ক্ষান্ত হও, সে অদ্য সমরবেশে কিরাতদেশে গমন করিয়াছে, হয় আজ রাত্রিতে, নয় কাল প্রাতেই আসিবে। সেই জন্য বলিতেছি, যদি রাত্রিতেই সে দুরাচার এখানে আইসে, তাহা হইলে একটু গোপনে থাকিও। পামর বিষম দুর্ব্বৃত্ত। তোমায় সম্মুখে পাইলে না জানি কি বিপদ্‌ই ঘটাইয়া বসে সে দুরাত্মার অসাধ্য কিছুই নাই।"

চন্দ্রকেতু উহার কিরাতদেশে গমনের কথা শুনিয়া বিষম ক্রুদ্ধ ও সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, চন্দ্রলেখা পরে যে কি বলিল, কিছুই শোনেন নাই, কিরাতপতির কথা স্মরণ হইল; অনুতপ্ত চিত্তে বলিলেন, "মাতঃ! সে কি কিরাতদেশে যুদ্ধ করিতে গিয়াছে?"

"হাঁ।"

চন্দ্রকেতু সবেগে শয্যা হইতে অবরোহণ করিলেন, তরবারি গ্রহণ করিয়া গৃহের বহির্গত হন, চন্দ্রলেখা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া বলিল,

"বৎস! কি কর, পর্ব্বতীয়দিগের উৎপাতে রাত্রিতে কাশ্মীরদেশে কাহারও গমন করিবার আজ্ঞা নাই। বাটীর বহির্গত হইলে, এখনি প্রহরীরা রুদ্ধ করিবে। ক্ষান্ত হও। রাত্রিতে কোথাও যাইও না, প্রভাত হউক—"

"ছাড়িয়া দিন, কিরাতপতি পীড়িত; আর তেমন কেহই নাই যে, তাহার সহিত যুদ্ধ করে, সৈন্যগণও নিতান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিত আছে। ছাড়িয়া দিন, আমি এখনি সেই পামরের মস্তকচ্ছেদন করিব।"

"আমি প্রাণ থাকিতে এ রাত্রিতে কোথাও যাইতে দিব না। বাটীর বহির্গত হইলে এখনি প্রাণ হারাইবে। বৎস! এ তোমার শত্রুপুরী, কাশ্মীরের কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তোমার শত্রু। অভাগীর কথা রাখ, রাত্রিতে কোথাও যাইও না।" বলিয়া চন্দ্রলেখা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে গৃহমধ্যে আনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল ও আপনি অন্য গৃহে গিয়া শয়ন করিল। চন্দ্রকেতু গৃহমধ্যে রুদ্ধ হইয়া অতি কষ্টে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

"বিহায় লক্ষ্মীপতিলক্ষ্ম কার্ম্মুকং,
জটাধরঃ সন্ জুহুধীহ পাবকম্॥"

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম্।

রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র চন্দ্রলেখা চন্দ্রকেতুর শয়নগৃহের দ্বার মোচন করিয়া দেখিল, চন্দ্রকেতু উলঙ্গ-তরবারি-হস্তে গৃহমধ্যে পাদচারে বিচরণ করিতেছেন; চক্ষু রক্তবর্ণ,—জলে ভাসিতেছে; মুখমণ্ডল শুষ্ক, ওষ্ঠাধর বিবর্ণ; একমনেই বিচরণ করিতেছেন। দেখিয়া চন্দ্রলেখা বলিল,

"চন্দ্রকেতু! এই ভাবেই কি সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছে? ক্ষণকালের জন্যও কি চক্ষু মুদ্রিত কর নাই?"

চন্দ্রকেতু উদাসনয়নে চন্দ্রলেখার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

"রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।"

ভ্রূক্ষেপ নাই, নয়ন পলকহীন,—একদৃষ্টে চন্দ্রলেখাকেই দেখিতে লাগিলেন।

"বৎস! কি হইয়াছে? অমন করিয়া রহিলে কেন? রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।"

চন্দ্রকেতু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

"বৎস! স্থির হও, চিন্তা কি?"

"দুরাত্মা কিরাতপতিকে কি বিনাশ করিয়াছে? কিরাতনাথ বৃদ্ধ, পীড়িত, তাঁহার যে আর কেহই নাই। মরিবার সময় নিশ্চয়ই তিনি আমার নাম করিয়া কতই রোদন করিয়াছেন, আমি তাঁহার কি করিলাম? এত কাল যে তিনি আমাকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিলেন, একদণ্ড আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, সেই আমি অসময়ে তাঁহার কিছুই করিতে পারিলাম না? কা'ল তিনি আমাকে আসিতে বাধা দেওয়াতে তাঁহাকে কতই কুবাক্য বলিয়াছি।— কিরাতনাথ! এই দুরাচার পামরকে যেমন প্রতিপালন করিয়াছিলে, কালসর্পকে দুগ্ধ দিয়া যেমন পোষণ করিয়াছিলে, এই পাপাত্মা হইতে তেমনই প্রতিফল প্রাপ্ত হইয়াছ।——মাতঃ! এ পাপাত্মার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাই, নরকেও স্থান নাই।—তরবারি! কেবল কি শোভার জন্যই ভীরু নরাধমের হস্তে উঠিয়াছিলে? যথেষ্ট হইয়াছে! এক্ষণে ইহারই মস্তকচ্ছেদন করিয়া এই যাতনা হইতে নিষ্কৃতি প্রদান কর; আর সহ্য হয় না!" বলিয়া চন্দ্রকেতু যেমন তরবারি উত্থিত করিবেন, অমনি চন্দ্রলেখা তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া

বলিল, "বৎস! এ কি! শত্রু জীবিত থাকিতে অস্ত্রে আপন দেহনিপাত! ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র কি আত্মদেহ-বিনাশের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে? ক্ষত্রিয়তেজে জন্মগ্রহণ করিয়া নীচপথে পদার্পণ! যাহার শরীরে রক্ত নাই, সেই বর্ব্বরই আত্মঘাতী হইয়া যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করুক। তেজস্বী ক্ষত্রিয়-জাতি কি কখন সেই পথে পদার্পণ করিবে? প্রাণান্তক যাতনা উপস্থিত হউক, বিপক্ষের লৌহশলাকায় শরীর জর্জ্জরিত হইতে থাকুক, বা স্ত্রীপুত্রের চক্ষের জলে ভিক্ষোপলব্ধ মুষ্টিমাত্র ধান্যও রক্ষিত হউক, তথাপি 'আত্মহস্তে আত্মবিনাশ' এই শব্দটী ক্ষত্রিয়-নামের অগ্রেও প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। ক্ষত্রিয়সাহস জগদ্বিখ্যাত, ক্ষত্রিয়তেজ প্রলয়-পাবকেরও অগ্রগামী, গাম্ভীর্য্য ভীষণ সমুদ্রেরও ভয়প্রদ। ক্ষত্রিয়কামিনী কি দশমাস দশদিন উদর পোষণ করিয়া তৃণমুষ্টি প্রসব করিয়া থাকেন যে, বায়ুভরেও কম্পিত হইবে? যদি শত্রুসম্মুখে যাইতে একান্ত ভীত হইয়াই থাক, অরণ্যে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হও, সেও ভাল; তথাপি আত্মঘাতী হইয়া ক্ষত্রিয়কুলে চিরকলঙ্ক স্থাপন করিও না।"

চন্দ্রকেতু চন্দ্রলেখার বাক্যে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন; আপনার বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, অমরসিংহের কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল; চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ও ক্রোধে শরীর কাঁপিতে লাগিল। বলিলেন, "কি! শত্রুভয়ে ভীত হইয়া আমি আত্মঘাতী হইব! ক্ষত্রিয়কুমার কি শত্রুকে ভয় করিবে? এই মুহূর্ত্তেই সেই দুরাত্মার মস্তকচ্ছেদন করিয়া চিরসন্তাপিত হৃদয়কে সুশীতল করিব; চলিলাম!" বলিয়া চন্দ্রলেখার অশ্রুজলের সহিত বহির্গত হইলেন। দুর্গম অরণ্যপথে গমন করিলে কালবিলম্ব হইবে বিবেচনায় প্রদীপ্ত দিনকরের ন্যায় নিষ্কোষিত-অসি-হস্তে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর যাইতে না যাইতে এক ভয়ঙ্কর কোলাহল তাঁহার শ্রবণগোচর হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"ন তে পাপমিদং কর্ম্ম শুভোদকং ভবিষ্যতি।"

—রামায়ণম্।

অমরসিংহ পূর্ব্বদিবস অপরাহ্ণে সসৈন্যে কিরাতদেশে গমন করিয়া বনমধ্যে সমুদায় সৈন্য লুকাইয়া রাখেন. রাত্রিতে কিরাতগণ বিশ্বস্তচিত্তে সুখে প্রসুপ্ত হইলে সৈন্য-সমেত বন হইতে বহির্গত হইয়া কিরাতপুরী আক্রমণ করেন ও অবলীলাক্রমে সমুদায় অধিকার করেন। এক্ষণে পলায়িত ও হতাবশিষ্ট কিরাতগণকে বন্দী করিয়া আনিতেছিলেন, চন্দ্রকেতু তাহারই কোলাহল শুনিতে পাইলেন।

চন্দ্রকেতু শব্দানুসারে সেই দিকে গমন করিয়া দেখিলেন—অসংখ্য কিরাত বন্দী হইয়া আনীত হইতেছে। দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে বিষম সন্তাপ সঞ্জাত হইল, ভাবিলেন, "যদি আমি যুদ্ধের সময় সে স্থলে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, এতদূর হইতে পারিত না; যাহাই হউক, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য, একাকীই বা কিরূপে এত বিপক্ষের সম্মুখীন হই?"

চন্দ্রকেতু যখন এইরূপ ভাবিতেছিলেন, তখন অমরসিংহ দূর হইতে তাঁহাকে অস্ত্র-শস্ত্র-সজ্জিত দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সেনাপতিকে বলিলেন, "দেখ, অপরিমিত-প্রভাব-শালী এই ব্যক্তি যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া এই

দিকেই আসিতেছে, ইহার অভিপ্রায় কি? কিছুই বুঝা যাইতেছে না। কাশ্মীর দেশে ইহাকে ত কখন দর্শন করি নাই। অতএব অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা কর। বিপক্ষ হউক বা নিরপেক্ষই হউক, উহার প্রতি কোনরূপ অনিষ্ট ব্যবহার করিও না।"

সেনাপতি অমরসিংহের আজ্ঞানুসারে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকেতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন, কোথায়ই বা যাইবেন? কেনই বা এরূপ যুদ্ধবেশে সজ্জিত রহিয়াছেন? শুনিতে আমাদিগের প্রভুর নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, যদি বলিবার কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, বলিয়া আমাদিগের উৎকণ্ঠা দূর করুন।"

"কে তোমাদিগের প্রভু?"

"মহারাজ অমরসিংহ,—এই তিনি আসিয়াছেন।" বলিতে না বলিতে কিরাতদলে পরিবেষ্টিত অমরসিংহ সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

কিরাতগণ চন্দ্রকেতুকে রাজপরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন দেখিয়া প্রথমতঃ চিনিতে পারে নাই; কিন্তু এক্ষণে চিনিতে পারিয়া এককালে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! কিরাতনাথ আপনার অদর্শনে কল্য সমস্ত দিবস রোদন করিয়াছেন, রাত্রিতে মৃতপ্রায় একান্তে শয়ন করিয়াছিলেন, এই পামর সেই রুগ্নশরীর শোকে অচেতন কিরাতনাথকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়াছে।"

"কি! কিরাতনাথকে এই পামর বিনষ্ট করিয়াছে?" বলিয়াই সবলে অমরসিংহের উপর তরবারির আঘাত করিলেন।

অমরসিংহের দেহ বর্ম্মিত ছিল, তরবারি বর্ম্ম ভেদ করিয়া বামহস্তে লাগিল, কিন্তু অস্থি ভেদ করিতে পারিল না। পুনর্ব্বার আঘাতের উপক্রম

করাতে সেনাপতি চর্ম্ম দ্বারা সে আঘাত ব্যর্থ করিল বটে, কিন্তু আপনি সেই করাল করবালের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিল না। পুনরাঘাতে মস্তক এককালে বিদীর্ণ হইয়া গেল। কুমার অসিচালনে আর অবসর পাইলেন না। চতুর্দ্দিক্ হইতে সেনাগণ আসিয়া উঁহাকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিল, ও আমোদে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অমরসিংহ কুমারকে রুদ্ধ হইতে দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। কারণ, গত রাত্রিতে উঁহার নামশ্রবণে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দেখিতে পান নাই; এক্ষণে সেই শত্রু আপনা হইতে উঁহার হস্তে আসিয়া অবরুদ্ধ হওয়াতে উঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। প্রধান সেনাপতির বিনাশদর্শনেও তিনি তাদৃশ দুঃখিত হন নাই, বরং বিশেষ সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন। কারণ, এই সেনাপতি ও ভূপালসিংহের বলবুদ্ধিতেই উঁহার এতদূর উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া উঁহাকে সর্ব্বদাই উঁহাদিগের নিকট অবনত ভাবে থাকিতে হইত। এজন্য উঁহাদিগের বিনাশসাধন অমরসিংহের একমাত্র প্রার্থনায়ই হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু স্বহস্তে তাহা করিলে লোকের নিকট বিশেষ নিন্দাভাজন হইতে হইবে, এই আশঙ্কায় কৌশলে উঁহাদিগের বিনাশকামনা করিতেছিলেন। আজ দৈবগতিকে আংশিক সিদ্ধিদর্শনে বিশেষ সন্তুষ্টই হইলেন, কিন্তু বাহিরে দুঃখ প্রকাশ করিয়া অন্যান্য সেনাপতিদিগকে বলিলেন, "এ পামর যেরূপ কার্য্য করিয়াছে, ইহার অনুরূপ প্রতিফল কি হইতে পারে, তোমরা বিবেচনা করিয়া বল।"

অমরসিংহ যখন সেনাপতিদিগকে এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, তখন কুমারের পরিচ্ছদের প্রতি হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইল; দেখিলেন, সেই পরিচ্ছদ; যাহা পরিধান করিয়া তিনি অম্বালিকাকে বিবাহ করিবেন—মনস্থ করিয়াছিলেন, এ সেই পরিচ্ছদ। অন্তর অগ্নিশিখাতে

দগ্ধ হইয়া গেল, হস্তের বেদনা আর বেদনা-জ্ঞানই হইল না, ক্রোধে শরীর জ্বলিয়া উঠিল। "দুশ্চারিণী পাপীয়সী দুরাচার বন্য কিরাতকে এই পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়া আত্মমনোরথ সফল করিয়াছে। এখনি তাহার মস্তকচ্ছেদন করিব!" এই স্থির করিয়া সেনাদিগকে বলিলেন, "সাবধানে এই পামরকে জয়সিংহের ভবনে লইয়া যাও, আমি গিয়া উহার পাপের প্রায়শ্চিত্তবিধান করিব। আমার অসাক্ষাতে যেন কোনরূপ দণ্ড প্রদত্ত না হয়। এখনি যাইতেছি।" বলিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক চন্দ্রলেখার উদ্যানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে তাঁহার মনে নানা ভাবনা উপস্থিত হইল। কখন ভাবিলেন, এই দুরাত্মা নরাধম নিশ্চয়ই এই পরিচ্ছদ অপহরণ করিয়া আনিয়াছে, জন্মে কখনও রাজপরিচ্ছদ দর্শন করে নাই, দেখিয়া পরিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আচ্ছা, জন্মশোধ পরিয়া লউক।" আবার ভাবিলেন, "এই পরিচ্ছদ সাবধানে চন্দ্রলেখার গৃহে রক্ষিত হইতেছিল, কিরূপে ইহার হস্তগত হইবে? না, এ সেই দুশ্চারিণী কুলটার কর্ম্ম।" ক্রোধে শরীর কম্পিত হইল।

হস্তে রুধির ক্ষরিত হইতেছে, ভ্রূক্ষেপ নাই, মনের আবেগে অশ্ব-কুক্ষিতে মুহুর্মুহুঃ পদাঘাত করিতে লাগিলেন। অশ্ব তাড়নায় অস্থির হইয়া তীরতুল্য বেগে ধাবিত হইল।

দ্বিতীয় স্তবক।

"নিবাতস্কঃ পঙ্কেষ্বিব পিহিতপিণ্ডেষু বিলস-
ন্নিসর্গাত্রং গাত্রং সপদি লবশঃস্তে বিকিরতু।"

—মালতীমাধবম্।

এখানে চন্দ্রলেখা চন্দ্রকেতুকে বিদায় দিয়া গৃহমধ্যে আসীন রহিয়াছে। কপোলে করতল বিন্যস্ত, বদন অবনত, চিন্তায় হৃদয় আকুল, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়িতেছে, নয়নজলে বদন ভাসিতেছে; "এই হতভাগিনী হইতেই মহারাজ অমরকেতনের জলগণ্ডুষের প্রত্যাশা পর্য্যন্ত লোপ হইল। বৎস হংসকেতুকে কালমুখে নিক্ষেপ করিয়াছি, আজ চন্দ্রকেতুকে তাহার সহচারী করিলাম। হতভাগিনী রাক্ষসি! নিশ্চিন্ত হইলি, এতদিনের পর তোর অসহ্য উদরতৃষ্ণা পরিপূর্ণ হইল। এক্ষণে নির্ভয়ে নিরুপদ্রবে পামর অমরসিংহের সহিত ভোগসুখে প্রবৃত্ত হ। আর কেহ বারণ করিবার নাই, কাহাকেও দেখিয়া লজ্জাও করিতে হইবে না; বেশ্যার আবার লজ্জা! কুলে জলাঞ্জলি দিয়াছি, ধর্ম্মের পথে কণ্টক রোপণ করিয়াছি, আমার আবার লজ্জা! এ নীচগামিনী কুলটার অসাধ্য কি আছে? এক দিকে চন্দ্রকেতুর বিনাশ, অন্যদিকে ভোগ-সুখের অভিলাষ। এ পাপীয়সী কি জন্য দুরাচার পামরের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছে? পতিব্রতার সতীত্বনাশ! পতিকে পরিত্যাগ করিয়া পামরের সেবা;—ইন্দ্রিয়সেবীর ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা,—এই দেহ হইতেই হইতেছে! হংসকেতু বাঁচিয়া আছেন কি না, তোর জানিবার আবশ্যক কি? কালমুখে সমর্পণ করিয়া আবার জীবনে প্রত্যাশা! শ্বেতকেতুর

রাজ্যে আত্মপ্রকাশ না করিলে এ দুর্ঘটনা ঘটিত না। সর্ব্বনাশ করিয়া দুঃখ-প্রকাশ!—আজই শত্রু বিনাশ করিয়া এ পাপ-দেহ নিপাত করিব, পৃথিবীকেও পাপ হইতে মুক্ত করিব।"

সহসা গৃহপার্শ্বে পদধ্বনি হইল। চন্দ্রলেখা চমকিত-ভাবে দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল—অম্বালিকার প্রিয়সখী চপলা আসিতেছে, চন্দ্রলেখা চপলাকে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া সাদরসম্ভাষণে বলিল, "কে ও চপলা! চপলে, ভাই বহুদিনের পর আজ তোমাকে দেখিতে পাইলাম। ভাল আছ? রাজপুত্রী অম্বালিকা ভাল আছেন? ভাল চপলা! শুনিলাম, তোমরা নিকটে আসিয়া বাস করিতেছ, একদিন এখানে আসিতে নাই? বিধাতা আমাকে নিতান্তই পরাধীন করিয়াছেন, নতুবা আমিই গিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতাম।

"চন্দ্রলেখা! তুমি মনে করিতেছ, আমি বিলক্ষণ সচ্ছল; কিন্তু আমার ন্যায় অসচ্ছল বুঝি জগতে আর কেহই নাই। আমি আজকাল যেরূপ যাতনা ভোগ করিতেছি, যদি তোমাকে একদিনের জন্যও এরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে হইত, তাহা হইলে তুমি মনে করিতে যে, চপলার জীবন অপেক্ষা মরণই মঙ্গল।"

"চপলে! অম্বালিকার নিকটে থাকিয়াও তোমার যাতনা?"

"ঐ অম্বালিকাই ত এই যাতনার মূল। অম্বালিকা যদি রাজার কথা শুনিতেন, তাহা হইলে কি এ বিপদ্ ঘটিত?"

"সে কি চপলা! এ যে নূতন কথা শুনিলাম; অম্বালিকা আবার রাজার কথা শুনেন না? ইহা ত কখনও শুনি নাই।"

"তুমি ত অন্তঃপুরের কথা কিছুই জান না। আজকাল যেরূপ ঘটনা উপস্থিত, তাহাতে নয় রাজার রাজ্য যাইবে, না হয় অম্বালিকা আত্ম-

ঘাতিনী হইবেন। আবার কাল অবধি এক নূতন কাণ্ড উপস্থিত। কিসে যে কি হইবে, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

"সে কি চপলা? এ সব কথা ত তুমি আমাকে কিছুই বল নাই!"

"রাজা, আমি আর অম্বালিকা ভিন্ন এ সব কথা চন্দ্র-সূর্য্যেরও জানিবার অধিকার নাই, তা তুমি কিসে জানিবে? এ কথা কি প্রকাশ করিবার উপায় আছে?"

"এমন কি কথা, যাহা প্রকাশ করিতে পারা যায় না?"

"তুমি কি আমায় পাগল পাইলে? কই, কখন কোন কথা কাহারো নিকট প্রকাশ করিয়াছি, শুনিয়াছ? বল ভাই, শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইতেছে।"

"আচ্ছা, বলি, তবে শোন: কিন্তু দেখো ভাই "

চপলে! সাবধান! পামর অমরসিংহ নিঃশব্দে গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, স্থিরকর্ণে তোমাদিগের কথোপকথন শুনিতেছে।

"অমরসিংহের সহিত অম্বালিকার বিবাহের কথা শুনিয়াছ?"

"হ্যাঁ, শোনা কি! যে পরিচ্ছদ পরিধান"— বদন ম্লান হইল। চন্দ্রলেখা যেন অন্যমনস্কের মত হইল।

পাঠক! এই সেই পরিচ্ছদ। চন্দ্রলেখা সর্ব্বনাশ করিয়াছে। চন্দ্রকেতুর গমনকালে পরিচ্ছদ লইতে বিস্মৃত হইয়া আপনার বিপদ্ আপনিই ঘটাইয়াছে, চন্দ্রকেতুকেও যার পর নাই বিপন্ন করিয়াছে।

"তার পর" কিন্তু চন্দ্রলেখার আর কিছুই ভাল লাগে না। আপনার কটিদেশে হস্ত দিয়া দেখিল। আবার পুনর্ব্বার সুস্থিরচিত্তে বলিল, "যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া অমরসিংহ অম্বালিকাকে বিবাহ করিতে যাইবেন, সেই পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত আমার গৃহে রহিয়াছে।"

"কিন্তু সে কথা কেবল জনরবমাত্র। রাজা অম্বালিকাকে এত বুঝা-

ইয়াছেন, অম্বালিকা তাহাতে সম্মত নন। সেই জন্য তিনি অম্বালিকাকে বুঝাইবার জন্য আমাকে অম্বালিকার সহিত বাগানে পাঠাইয়া দিয়াছেন।"

অমরসিংহের মস্তকে বজ্র পতিত হইল, চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিতে লাগিলেন।

"এ যে নূতন কথা শুনিলাম। ভাল, এখন অম্বালিকার মত কি?"

"এখানে আসিয়া আবার বিষম বিপদ্ ঘটিয়াছে। কাল তোমার এখানে কি কোন ব্যক্তি আসিয়াছেন?"

"কেন?"

"তাঁহাকে দেখিয়া অবধি অম্বালিকা এককালে উন্মাদিনী হইয়াছেন।"

চন্দ্রলেখার বদন বিকসিত হইল।

অমরসিংহ। কি! সেই কিরাতপুত্র এরও প্রণয়পাত্র হইয়াছে, আমি নই। ভাল, রে দুশ্চারিণি! অবিলম্বেই ইহার প্রতিফল পাইবি।

"তিনি আমাকে তোমার নিকট পাঠাইলেন, বলিয়া দিলেন যে, চন্দ্রলেখাকে আমার নাম করিয়া বলিবে, তোমার আবাসে যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার বাটী কোথায়? কাহার পুত্র? আর কেনই বা আসিয়াছেন? আমাকে সত্য পরিচয় দিবে, গোপন করিও না। গোপন করিলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইব। তাঁহার জন্য যদি আমাকে সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া বনবাসিনী হইতে হয়, সেও স্বীকার, তথাপি আমি তাঁহারই হইব। অমরসিংহ তোমারই রহিলেন, আমি তাঁহাকে চাহি না।"

অমরসিংহ। কি! আমাকে চাহে না, আমার পরিবর্ত্তে নীচ কিরাতপুত্রে অভিলাষ!—আমা হইতে কাশ্মীরের সিংহাসন, রাজভোগে অবস্থান! সেই আমাকেই অবজ্ঞা! দুঃশীলে! আশ্রয়দাতার অবমাননা!

থাক্ ; এই পাপীয়সীর মস্তচ্ছেদন করিয়া তোরও অভিলাষ পূর্ণ করিতেছি।—এই বৃদ্ধা কুলটারই বা আচরণ কি! আমার সমক্ষে সেই অসাধারণ ভক্তি! আর গোপনে এই প্রবৃত্তি! বন্য কিরাতেও অভিলাষ! —রে পামর কিরাত! তোর এতদূর আস্পর্দ্ধা! আমার পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমারি উপভোগ্যা রমণীর উপভোগে আকাঙ্ক্ষা! রাজকুলে কলঙ্কার্পণ! বাকল যাহার অঙ্গভূষণ, ভূমি যাহার সুখশয্যা, রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাহার রাজশয্যায় শয়ন! কুলকামিনীর সতীত্বনাশ!—আমারি উন্নত মস্তকে শাণিত খড়্গের আঘাত! "পাপীয়সি কামুকি! কিছুতেই কি তোর প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল না? অবশেষে অস্পৃশ্য কিরাতে অভিরুচি! সেই অঙ্গে এই অঙ্গ সমর্পণ! আজ এই দুরন্ত অসি তোর সেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিবে,—চিরদিনের মত, এ জন্মের মত, চরিতার্থ করিবে।"

সজোরে অসি নিষ্কাশিত হইল; শব্দে চন্দ্রলেখা ও চপলা শিহরিয়া উঠিল। শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দুরন্ত কৃতান্ত গৃহমধ্যে উপস্থিত। দেখিয়া উভয়েই চমকিত হইয়া উঠিল।

"দুঃশীলে! তোর অসাধ্য কিছুই নাই! আমার পরিচ্ছদ এখনি প্রদান কর্। কোথায় রাখিয়াছিস্, আনিয়া দে, আমার পরিচ্ছদে কিরাতের অঙ্গভূষা! আমার উপভুক্ত অঙ্গে বন্য ব্যাধের তৃপ্তি-সাধন!! পাপীয়সি! যার সঙ্গে যে অঙ্গে মনের সুখে—মনের উল্লাসে রাত্রিযাপন করিয়াছিস্, সে পামর আমার হস্তগত হইয়াছে, রুদ্ধ করিয়া জয়সিংহের ভবনে পাঠাইয়াছি। তোকে খণ্ড খণ্ড করিয়া, এই শাণিত খড়্গে তাকেও শমন-সদনে পাঠাইব।"

"কি! তাহাকেও শমনসদনে পাঠাইবে? এতদিনের পর আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।" বলিয়া চন্দ্রলেখা কটি হইতে ছুরিকা বাহির

করিয়া অমরসিংহের গণ্ডদেশে বিষম বেগে আঘাত করিল। অমরসিংহও সজোরে তাহার স্কন্ধদেশে অসি-প্রহার করিলেন। চন্দ্রলেখার শরীর দ্বিধা বিভিন্ন হইল। ছুরিকা-আঘাতে অমরসিংহের গণ্ড হইতে বেগে রুধির বহিতে লাগিল। চপলা এতক্ষণ অস্পন্দের ন্যায় দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল। এক্ষণে দ্রুতপদে গৃহ হইতে পলাইয়া আপনাদিগের উদ্যানাভিমুখে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় স্তবক।

"বিপদি ধৈর্য্যম্।"

—উদ্ভট।

অম্বালিকা পথপার্শ্বের গবাক্ষ মোচন করিয়া চপলার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। চন্দ্রকেতুর চিন্তাতেই তাঁহার হৃদয় পুলকিত ও বদন বিকসিত; কতপ্রকারই ভাবিতেছেন, একবার মনে করিতেছেন, "ইনি কোন রাজার পুত্র হইবেন, রাজপুত্রেরা বা রাজারা আপন মুখে আপনার পরিচয় দেন না। সেই জন্যই বা আপনার পরিচয় দিলেন না ?" আবার ভাবিতেছেন, "বুঝি কোন দেবকুমার ছদ্মবেশে আমাকে ছলিবার আশয়ে এখানে আসিয়াছেন; আর তাঁহার দেখা পাইব না।" হৃদয় চমকিত হইল। "না, উভয়ের চারি চক্ষু একত্র হইলে তাঁহাকেও যখন আমার প্রতি একদৃষ্টে চাহিতে দেখিয়াছি, তখন তাঁহারও মনে অনুরাগ-সঞ্চার হইয়াছে; যদি উভয়ের অনুরাগ সমান হয়, তাহা হইলে

কি আর তাঁহার দেখা পাইব না?" এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় চপলা দ্রুতপদে উদ্যানে আসিয়া প্রবেশ করিল। অম্বালিকা চপলাকে আসিতে দেখিয়া নিকটে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন সখি! কি শুনিলে? চন্দ্রলেখা কি তাঁহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করিল?"

"সর্ব্বনাশ হইয়াছে। দুরাত্মা অমরসিংহ চন্দ্রলেখাকে বিনাশ করিয়াছে, তোমার প্রিয়তমকেও রুদ্ধ করিয়া আমাদিগের ভবনেই পাঠাইয়াছে। এক্ষণে কোন উপায় করিতে না পারিলে তাঁহাকেও বিনষ্ট করিবে।"

শুনিবামাত্র অম্বালিকা নিস্পন্দের ন্যায় হইলেন ও একদৃষ্টে চপলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"এখন এরূপ কাতর হইবার সময় নহে। যখন তাহাকে আমাদিগের বাটীতে পাঠাইয়াছে, তখন নানাপ্রকার উপায় হইতে পারে। চল, শীঘ্র বাটীতে যাওয়া যাক।" বলিয়া চপলা অম্বালিকাকে সঙ্গে করিয়া রাজবাটীতে গমন করিল।

চতুর্থ স্তবক।

"বিলজ্জমানা চ মদাভিভূতা প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ।"

— মহাভারতম্।

মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছে, এখনও অমরসিংহ আসিতেছেন না, দেখিয়া জয়সিংহ বন্দীদিগকে কারাগারে রাখিতে অনুমতি করিলেন।

এখানে অমরসিংহের দারুণ পীড়া উপস্থিত, অদ্যাপি চেতনা হয় নাই,

শোণিতে শয্যার উপরিভাগ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। রুধিরক্ষরণ এক্ষণে বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিষম জ্বরে তাঁহার শরীর অগ্নিময় বোধ হইতেছে। তন্দ্রাতে নয়ন মুদ্রিত রহিয়াছে। নাড়ী ক্ষীণ, বদন পাণ্ডুবর্ণ। অনুচরগণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সকলেরই বদন বিষণ্ণ। কেহ বীজন করিতেছে, কেহ বা একদৃষ্টে পথ পানে চাহিয়া রহিয়াছে। এখনও চিকিৎসক আসিতেছেন না। যে ব্যক্তি চিকিৎসককে ডাকিতে গিয়াছে, সে তাঁহাকে বাটীতে দেখিতে পায় নাই, বসিয়া রহিয়াছে।

বহুক্ষণ অতীত হইল, চিকিৎসক আসিয়া আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে চপলা, মুখে কথা নাই, দৃষ্টি অবনত, বদন প্রাভাতিক নিশাকরের অনুরূপ পাণ্ডুবর্ণ। ইহার কারণ কি? চিকিৎসকও কি নিমিত্ত উদাসভাবে গৃহে প্রবেশ করিলেন? বুঝি, অম্বালিকার কোন বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে? তাহা না হইলেই বা চপলা এত বিষণ্ণ হইবে কেন? অম্বালিকার দারুণ পীড়া উপস্থিত। চিকিৎসক পীড়ার কিছুই নির্ণয় করিতে পারেন নাই; কি ঔষধ দিবেন, কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিতেছেন না। একমনে ঔষধেরই নির্ণয় করিতেছেন। অমরসিংহের অনুচর দুই তিন বার আপনার আসিবার কারণ নির্দ্দেশ করিল, শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু চপলার কর্ণে সেই কথা প্রবেশ করিল, সন্তপ্ত হৃদয়ে যেন অমৃত-বর্ষণ হইল। সত্বর-পদে চিকিৎসকের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহার কর্ণে কি কথা বলিল। চিকিৎসক একদৃষ্টে চপলার দিকে চাহিয়া রহিলেন। চপলা ভাবভঙ্গি-সহকারে হাসিতে হাসিতে আপন কণ্ঠের হার মোচন করিয়া চিকিৎসকের হস্তে প্রদান করিল; কেহ দেখিতে পাইল না। চিকিৎসক অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হইবে। কিন্তু তোমার এই কণ্ঠের হার আমি আপন কণ্ঠে পরিলাম, ইহা যেন স্মরণ থাকে।"

"কার্য্যশেষে পুরস্কারের বিবেচনা।"— বলিয়া চপলা গৃহ হইতে বহির্গত হইল ও সন্তুষ্ট-মনে আপনাদিগের আবাসাভিমুখে গমন করিল।

চিকিৎসক অমরসিংহের অনুচরের নিকট পীড়ার সমুদায় অবস্থা শুনিয়া ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক উহার সহিত অমরসিংহের উদ্যানাভিমুখে গমন করিলেন।

পঞ্চম স্তবক

"সমস্তাপঃ কামং মনসিজ-নিদাঘপ্রসরয়ো-
র্ন তু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥"

—শকুন্তলা।

এখানে অম্বালিকা আপন ভবনে শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন, উষ্মায় হৃদয় আকুল, ঘর্ম্মে শরীর আপ্লাবিত, বিষম গাত্রদাহে অঙ্গ দগ্ধ ও প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে। কিছুতেই স্বস্তি নাই, শরীর বিলক্ষণ দুর্ব্বল, সখীরা বীজন করিতেছে, অঙ্গতাপ কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না, সুশীতল পদ্মদল ও চন্দনশীকরে কিছুই হইতেছে না। অম্বালিকার কষ্টের পরিশেষ নাই, হৃদয় সর্ব্বদাই অস্থির, —অগ্নিশিখায় আহত হইতেছে। একবার বসিতেছেন, আরবার শয়ন করিতেছেন, কখন নয়ন মুদ্রিত, কখন বা উন্মীলিত, সকলের প্রতি উদাসভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। বদন পাণ্ডুবর্ণ, নয়ন জ্যোতির্হীন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল। মহিষী ডাকিতেছেন, উত্তর নাই; অন্য কথা কিছুই শুনিতে চাহেন না, বলিতেও বিলক্ষণ কষ্ট বোধ হয়। নয়ন মুদ্রিত করিয়া

হৃদয়ে সেই মোহন মূরতি নিরীক্ষণ করিতেছেন, একান্তমনে তাঁহারই ভাবনা ভাবিতেছেন। কখন তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিতেছেন, অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিতেছে ও আমোদে উচ্ছ্বলিত হইতেছে। শূন্যে আলিঙ্গন করিতেছেন, উপাধান ব্যবধান, তখন সবলে আপন বক্ষঃস্থলেই আলিঙ্গন করিতেছেন—আবেশে সর্ব্বশরীর উষ্ণ, হৃদয় কম্পিত ও শোণিতভাগ তরলীকৃত অনলের ন্যায় সর্ব্বশরীরে প্রবাহিত হইতেছে। অম্বালিকা প্রায় চেতনাশূন্য। কিছুই দেখিতে পান না,—নয়ন আবলো আবৃত। স্থিরমনে স্থির-হৃদয়ে সেই বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল পরেই সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার হৃদয়ধন—সুখ-শয্যার একমাত্র সহচর—আশার আশ্বাসফল সম্মুখে বধ্যবেশে উপস্থিত, মস্তকে করাল করবাল ঝুলিতেছে, সজল-নয়নে জন্মের মত প্রেয়সীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। এই ভয়ানক চিত্র কল্পনাপটে উদিত হইবামাত্র হৃদয় ও মস্তক সঘনে কম্পিত হইয়া উঠিতেছে, চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতেছেন। পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন, তাহাতেও স্বস্তি নাই; উঠিয়া বসেন, তাহাতেও সেই ভয়ঙ্কর চিত্র সম্মুখে উপস্থিত। নয়ন-জলে বদন ভাসিতেছে, মহিষী মুছাইয়া দিতেছেন ও আপনিও রোদন করিতেছেন। কন্যার কষ্ট-দর্শনে মহিষীর ক্লেশের পরিশেষ নাই। অঞ্চলে বীজন—গাত্রে হস্তপ্রক্ষেপ—কিছুতেই কষ্টের লাঘব হইতেছে না; বরং বৃদ্ধিই পাইতেছে। গ্রীষ্মনির্ব্বাপক উপকরণে অনঙ্গতাপের কি হইবে? সন্তাপ, নামতঃ এক হইলেও কার্য্যতঃ পরস্পর বিলক্ষণ বিরোধী। গ্রীষ্মে যাহা হইতে সন্তাপের উদ্ভব হয়, তাহার কর হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই শান্তির সম্ভাবনা, কিন্তু ইহাতে তাহার হস্তগত হইতে পারিলেই সন্তাপ চিরদিনের মত নিবৃত্ত হইয়া যায়। বাহ্য আড়ম্বরে আন্তরিক গ্লানির কি হইবে? বীজনে বহ্নি সন্ধুক্ষিতই হইয়া থাকে, আহুতি প্রদত্ত হইলে

প্রজ্বলিতই হইয়া উঠে। অম্বালিকার তাহাই ঘটিয়াছে.মহিষী যতই সান্ত্ব-বাক্যে প্রবোধ দিতেছেন, সখীরা যতই আগ্রহসহকারে সেবা করিতেছে, অম্বালিকার ততই কষ্টের বৃদ্ধি হইতেছে। দারুণ কষ্ট, মনের কষ্ট মনেই জ্বলিতেছে, কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এ সময় চপলা নিকটে থাকিলে অম্বালিকা এত ব্যাকুল হইতেন না, কিন্তু চপলা চিকিৎসকের সহিত গমন করিয়াছে, এখনও আসিতেছে না। মহিষীও চপলার জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এমন সময়——

নব রাগে অনুরাগী নব নাগরী।
নবীনা জানে না কভু প্রেমের চাতুরী॥
ঐ যে কদম্ব-তলে, দাঁড়াইয়া কুতূহলে, ছলে রাধা রাধা ব'লে,
বাজায় বাঁশরী।
কি সুঠাম বাঁকা শ্যাম নয়ন জুড়ায় হেরি॥
শুনি সে মোহন-ধ্বনি, এলো গেলো পাগলিনী,
ধায় রাধা-বিনোদিনী,
আপনা পাসরি।
যথা সে চিকণ-কালা, মোহন-মুরলী-ধারী॥

শুনিয়া সকলেরই হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল, মধুর ধ্বনি, বামার কণ্ঠস্বর, সুমধুর! যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই তাহার মাধুরী কর্ণকুহরকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল, দুঃখের হৃদয় সন্তোষে পরিণত করিল, উৎকণ্ঠা তিরোহিত হইল। আহা, কোথা হইতে এ মধুর ধ্বনি উদ্‌গত হইতেছে? এ মধুর কণ্ঠস্বর কাহার? আর কাহারও নয়, চপলারই কলকণ্ঠনিঃসৃত বীণাধ্বনি;—অম্বালিকারই হৃদয়-তৃপ্তিকর, হৃদয়ের

অভিপ্রেত, আশার আশ্বাসপ্রদ। অম্বালিকা একমনে মুক্তকর্ণে সেই সুমধুর স্বরলহরী পান করিতেছেন— হৃদয় স্তম্ভিত হইয়াছে, নয়ন মুদ্রিত করিয়া যেন কি অনুপম পদার্থ দর্শন করিতেছেন। সখীরা মুক্তকণ্ঠে সেই দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, মহিষীও স্থির-মনে তাহা শ্রবণ করিতেছেন,— মধুরস্বর! সখীগণ কণ্ঠস্বরে অনুমান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মহিষীকে বলিল, "দেবি! চপলা আসিতেছে, কিন্তু আপনাকে এখানে দেখিতে পাইলে সে লজ্জায় গৃহমধ্যে আসিবে না। অতএব আপনি এক্ষণে আপনার অন্তঃপুরে গমন করুন। যেরূপ হয়, আমরা অবিলম্বেই আপনাকে সংবাদ দিতেছি।" মহিষী উহাদিগের কথায় অগত্যা সে স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। চপলা আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিল.

"নবরাগে অনুরাগী নব নাগরী।
নবীনা জানে না কভু প্রেমের চাতুরী॥"

সখী। কি লো চপলা! এত যে স্ফূর্ত্তি?

চপলা। না হবে কেন?—

মনের মতন পুরুষরতন মিলেছে।
মনের মরম সখি ঘুচেছে।

আর দেখিস্ কি, আর কি সে চপলা আছে?

"কি হয়েচে?"

"মনের মত নাগর পেয়েচি।"

"কে? বৈদ্যরাজ না কি?"

"বৈদ্যের চূড়ামণি, বৈদ্যের রাজা!"

"বেশ হয়েছে। হাঁলো, তোর মুক্তর মালা কোথায়?"

"তবে আর বলচি কি?"

"এককালে মালা বদল ?"

"শুভস্য শীঘ্রং।"

"তবে আর আমাদের ভাবনা নাই, এবার অবধি ব্যামো হ'লে চপলাই চিকিৎসা ক'র্ব্বে ও অষুধ পত্র দেবে।"

"একবার ব্যামো হ'লে হয়, দেখ্‌বি কেমন চিকিৎসা করি। আর অষুধ-পত্র ?—তা যদি কোটো অবধি ঝেড়ে খাওয়াতে হয়, তাও খাওয়াব!"

"এখন ত অম্বালিকার সমূহ পীড়া উপস্থিত।"

"মন্ত্রের গুণে নিমেষের অপেক্ষা সবে না।"

"আবার মন্ত্রতন্ত্রেও ক্ষমতা জন্মেচে না কি ?"

"খুব।"

"মন্ত্রের গুণটা দ্যাখা যাক দেখি।"

"দেখ্‌বি দেখ্।" চপলা অম্বালিকার নিকটে গমন করিয়া চিবুক ধারণ পূর্ব্বক—

"আমার—প্রেমসোহাগী প্রেমের ডালা প্রেমের হাসিখুসি
লয়ে- প্রেম-নাগরে প্রেম-সাগরে যাও লো সুখে ভাসি॥
আমার—প্রেমের তরী প্রেম-কাণ্ডারী প্রেম-জোয়ারে যায়।
সে যে -অকূল পাথার প্রেম-পারাবার প্রেমের তুফান তায়॥
চলে—প্রেম-সলিলে প্রেমের পা'লে লাগ্‌চে প্রেমের বায়।
ওলো—প্রেম-আবেশে ভেসে ভেসে সুখসাগরে যায়॥
শুনলি ? এখনো বাকী আছে, তা প্রকাশ্যে ব'লব না।"

চপলা অম্বালিকার কর্ণে কি কথা বলিল, অম্বালিকা সহাস্য-বদনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন কণ্ঠের হার চপলার কণ্ঠে প্রদান করিলেন; দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল; কিন্তু কেহ কিছুই নির্ণয়

করিতে পারিল না, কেবল একদৃষ্টে চপলাকেই দেখিতে লাগিল। চপলা উহাদিগের ভাবভঙ্গি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন, মন্ত্রের গুণ দেখ্‌লি ?"

সখী। "ভাই ! তোমার মায়া বোঝা ভার ! যা হ'ক, অম্বালিকার আরোগ্যের বিষয় আমরা দেবীকে সংবাদ দিই গে," বলিয়া গৃহ হইতে সকলে প্রস্থান করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"মংস্থনীতিপাদপস্থ পুষ্পমুর্শ্বমস্তুম্॥"

মালবিকাগ্নিমিত্রম্।

কারাগার যমদ্বারস্বরূপ, রক্তবসনে প্রাবৃত অসংখ্য শৃঙ্খল চোপদারগণ নিষ্কোষিত-অসি-হস্তে দ্বার রক্ষা করিতেছে।—দীর্ঘ আকার, বাহুমূল সামান্য উরুদেশের সমরূপ, বক্ষঃস্থল বিশাল, পাষাণে নির্ম্মিত; মস্তকে রক্ত উষ্ণীষ, ললাটে রক্তচন্দনের ত্রিপুণ্ড্রক, গলে রুদ্রাক্ষের মালা;—কালান্তক যমদূতস্বরূপ; দেখিলে শোণিত শুষ্ক হয়; ভীষণ কণ্ঠরবে পাষাণহৃদয়ও বিত্রাসিত হয়। মুখে হাস্য নাই, ঘন ঘন ভীষণ চীৎকার করিতেছে; সিংহের গর্জ্জন,—বন্দিগণ তটস্থ, ভয়ে ম্রিয়মাণ।

সেই কারাগারের মধ্যবর্ত্তী একটী কক্ষাতে আমাদিগের কুমার চন্দ্রকেতুও অবস্থিত রহিয়াছেন। পায়ে শৃঙ্খল নাই, পরিধানে মনোহর পরিচ্ছদ, আহারাদি মহারাজ জয়সিংহের অনুরূপ, ঐ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি রক্ষিগণও আজ্ঞাবহ। মানসিক ক্লেশ-নিবারণের জন্য নানাবিধ পুস্তকও গৃহমধ্যে অবস্থাপিত রহিয়াছে, অস্ত্রাদিরও অভাব নাই। ইহা ভিন্ন কুমারের যখন যাহা মনে উদিত হইতেছে, রক্ষিগণ তখনি তাহা সম্পাদন করিতেছে; তথাপি কুমারের অসুখের সীমা নাই, স্বর্ণময় শলাকায় নির্ম্মিত বলিয়া কি তাহাকে পিঞ্জর বলা যাইবে না? না, বিচিত্র তরুনিকরে সুশোভিত বলিয়া অশোককানন সীতার কারাভবন বলিয়া গণ্য হইবে না? স্বাধীন

বায়ু স্বাধীন ব্যক্তির নিকটেই প্রবাহিত হইয়া থাকে, স্বাধীন ভাবে যমের যমালয়ও সুখসেব্য, রুদ্ধভাবে ইন্দ্রের অমরাবতীও কষ্টপ্রদ। এই শকুন্তলা, এই কাদম্বরী, পূর্ব্বপঠিত গ্রন্থ হইতে যেন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মহাশ্বেতার আর সে সৌন্দর্য্য নাই, সে বিশুদ্ধভাবও নাই, কাদম্বরীও যেন শ্মশানলতার ন্যায় অস্পৃশ্যা,—চন্দ্রাপীড়ের পরিবর্ত্তে দুরারোহ কণ্টকময় শাল্মলীবৃক্ষে উঠিবার জন্যই যেন আকুল। পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠাও যেন শোকাবরণে আবৃত, আজ সেই শকুন্তলা কালিদাসের জীবন-সর্ব্বস্বরূপ ভারতকুলের অবতংসভূতা সেই শকুন্তলাও যেন চন্দ্রকেতুর সমক্ষে যার পর নাই বিবর্ণা ও শ্রীহীনার ন্যায় বোধ হইতেছে।

বাহিরের শুষ্ক তৃণ পর্য্যন্তও সরস, অন্তরের মালতীমালা ও চন্দনরসও যেন নীরস বোধ হইতেছে।—সম্মুখবর্ত্তিনী বিতস্তায় তরণী ভাসিতেছে, নাবিকেরা স্বেচ্ছাক্রমে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে, হীনবেশ, দীন-ভাবাপন্ন, তথাপি উহাদের জীবনও চন্দ্রকেতুর সমক্ষে স্বর্গীয় জীবনের ন্যায় বোধ হইতেছে।—সেই কুটীর, সেই পর্ব্বত-গহ্বর, সেই ফলভারাব-নত তরুনিকর, কুলায়-নিহিত বিহগ-বিহগীর সুমধুর স্বর, চন্দ্রকেতুর মনে উঠিতেছে; দুই চক্ষু জলে ভাসিতেছে।—নির্ম্মল আকাশে রবি-কর-রঞ্জিত দুই এক খণ্ড মেঘ বাতাসে চালিত হইতেছে, "জড়-জীবন হইলেও উহাতে এই জীবন লয় পাউক, জড় পদার্থে লীন হইয়া জড়বৎই থাকিব, তথাপি দুঃখ-শোকের আধারভূত এই পাপ জীবনে আর প্রয়ো-জন নাই।" গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইলেন, জলের তরণী জলে নাচিতে নাচিতে চলিয়া গেল। ক্ষুণ্ণ মনে শূন্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিলেন।—তরুশাখায় কোকিল বসিয়া সুমধুর স্বরে গান করিতেছে, "উহার জীবনও স্বাধীন, ইচ্ছামত যথা তথা ভ্রমণ করিতে পায়;—ডাকিতে ডাকিতেও—ও—ঐ উড়িয়া গেল।"—নদী-পারে জীর্ণ কুটীর, কুটীর-প্রাঙ্গণে বালক-বালি-

কার আমোদে ক্রীড়া করিতেছে। "বয়স হইলে উহারাও ইচ্ছামত দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিবে। কিন্তু এই কয়-পদমাত্র-পরিমিত গৃহেই আমার জীবনের যাহা কিছু সমুদায়ই নির্ব্বাহ করিতে হইবে, এখান হইতে আর পদমাত্র অন্যত্র গমন করিতে পাইব না। যত দিন না এই দেহের অবসান হইতেছে, ততদিন এই গৃহে এইমত রুদ্ধ ভাবেই অবস্থান করিতে হইবে।" আপন শয্যায় আসিয়া বসিলেন, নয়ন জলে ভাসিতে লাগিল। কিছুতেই সুখ নাই, আজ একরূপ, কল্য অন্যরূপ, দিন দিন নূতন অসুখের সৃষ্টি, নূতন ক্লেশের আবির্ভাব। এক দণ্ড বিরাম নাই, সদাই চিন্তায় হৃদয় জর্জ্জরিত হইতেছে, শরীর শীর্ণ, বর্ণ বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। অনুচরগণ সন্তোষ-সাধনের জন্য যথাসাধ্য যত্নের ত্রুটি করিতেছে না, কিন্তু অন্ধের সমক্ষে মনোহর বস্তু-প্রদর্শনের ন্যায় উঁহার নিকট সমুদায়ই নিরর্থক হইতেছে; বসিতে হয়, তাই আহারে বসিতেন; কিন্তু তৃপ্তি কাহার নাম, মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা অনুভব করিতে পারিতেন না। সর্ব্বদাই অসুখে কাল-যাপন, একদিন যুগ-যুগান্তের ন্যায় বোধ হইত, অবশিষ্ট জীবন কিরূপে অতিবাহিত করিবেন, কতদিনই বা আর বাঁচিতে হইবে, এই চিন্তাতেই অহরহঃ কাতর থাকিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনুচরগণের শঙ্কার আর পরিসীমা ছিল না। পাছে উঁহার আকার-প্রকার-দর্শনে তাহারা দোষী হয়, পাছে উহাদের অযতন ভাবিয়া রাজা উহাদিগের প্রতি দণ্ডবিধান করেন, এই ভয়েই উহারা যার পর নাই ভীত হইয়াছিল। দিন দিন আকারের পরিবর্ত্তন, আন্তরিক বলের হ্রাস ও সর্ব্বদা গোপনে নানাপ্রকার পরামর্শ করিত। না ডাকিতেই সম্মুখে করপুটে দণ্ডায়মান, না বলিতেই তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট-সাধন; অনুচরগণ দিবানিশি উঁহার আজ্ঞা-পালনে ও কার্য্য-সাধনে প্রাণপণে যত্ন গ্রহণ করিত।

ইহার কারণ কি? একজন রুদ্ধ ব্যক্তির শারীরিক সুখস্বচ্ছন্দের জন্য অনুচরগণই বা এরূপ কাতর হইতেছে কেন? জয়সিংহ কি চন্দ্রকেতুকে চিনিতে পারিয়াছেন?—না। তবে কি? পাঠক! চপলাকে জিজ্ঞাসা কর, সেই ইহার যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করিবে।

চপলা যে মন্ত্র অন্যের নিকট গোপন করিয়া কেবল অম্বালিকারই কর্ণে বলিয়াছিল, যাহা শ্রবণ করিয়া অম্বালিকা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন, চন্দ্রকেতুর এইরূপ রাজভোগে অবস্থান সেই মন্ত্রেরই অংশমাত্র। অন্য অংশ অন্যস্থলে কার্য্য করিতেছে, পরে বিবৃত হইবে। কিন্তু একা চপলার কথাতেই কি চন্দ্রকেতুর প্রতি এরূপ সদয়ভাব প্রদর্শিত হইতেছে? না; ভূপালসিংহের আজ্ঞাতেই তাঁহার বন্দীভাব অপনীত হইয়াছে, তিনি রাজপুত্রের ন্যায় ইচ্ছামত নানাবিধ সুখভোগ্য দ্রব্যাদি উপভোগ করিতেছেন।

ভূপালসিংহ কাশ্মীরের একজন প্রধান লোক, পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি মহারাজ অমরকেতনের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভূপালসিংহের পিতা অমরকেতনের কনিষ্ঠ সহোদর,—প্রধান মন্ত্রিত্ব ও সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সৈন্যগণ সকলেই তাঁহার বশীভূত ও প্রজাগণ তাঁহারই গুণের পক্ষপাতী ও আজ্ঞাধীন ছিল, এবং সমুদায় রাজকার্য্য তাঁহারই চক্ষের উপর সম্পাদিত হইত; তাঁহার অমতে বা তাঁহার বিবেচনার উপর নির্ভর না করিয়া কেহ কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হইত না। জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার অসঙ্গত বলিয়াই কেবল অমরকেতন রাজসিংহাসনে উপবেশন করিতেন, কিন্তু সমুদায় কার্য্যভার কনিষ্ঠের উপরই নিহিত ছিল; কোন কার্য্যের ভাল মন্দ নিজে কিছুই দেখিতেন না, সর্ব্বদাই ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। ভূপালের পিতা জীবিত থাকিতে আপনার দুরাশা সফল হওয়া দুষ্কর বিবেচনায় অমরসিংহ একদিন সায়ংকালে অমরকেত-

নের নাম করিয়া উঁহাকে ডাকিতে পাঠান। ভূপালের পিতা, মহারাজ ডাকিতেছেন শুনিয়া, অমরকেতনের অনুচরের সহিত রাজার নিকট গমন করেন, (অনুচর একজন সৈনিক পুরুষ, সামান্য অনুচরের বেশে উঁহাকে ডাকিতে যায়। এই ব্যক্তি পরে কাশ্মীরের প্রধান-সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। চন্দ্রকেতুর হস্তে এক্ষণে বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ অনুচর ভূপালসিংহের পিতাকে এক অন্ধকারময়-গৃহ-মধ্যস্থ পথ দ্বারা অমরকেতনের গৃহে লইয়া যায়, গৃহমধ্যে অমরকেতনের নামাঙ্কিত শাণিত তরবারি লুক্কায়িত ছিল, ঐ পামর অন্ধকারময় গৃহে উঁহাকে একাকী ও অস্ত্রহীন পাইয়া অমরসিংহের মন্ত্রণাক্রমে সেনাপতি হইবার আশয়ে তাঁহার প্রাণ বধ করে ও সেই শোণিতলিপ্ত তরবারি সেই স্থলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক গুপ্তদ্বার দিয়া অমরসিংহের নিকট সংবাদ দেয়। অমরকেতন গোপনে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই তথ্য নির্ণয় করিতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যুসংবাদ-শ্রবণে ভূপালসিংহ শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠেন, অমরকেতন ভূপালকে প্রবোধ-বাক্যে, অনেক সান্ত্বনা করিয়া, বালক হইলেও, তাঁহাকে তাঁহার পিতার পদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পিতার মৃত্যুর পর ভূপাল অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, অমরসিংহ প্রতিদিন তাঁহাকে প্রবোধ দিবার ছলে তাঁহার বাটীতে গমন করিতেন। সেই সময়ে ধূর্ত্ত অমরসিংহ কৌশলক্রমে উঁহার সহিত বিশেষ বন্ধুতা সংস্থাপন করেন। ক্রমে উঁহাদিগের বন্ধুত্ব এতদূর দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উঠে যে, পরস্পর পরস্পরের অদর্শনে একদণ্ডকাল অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। পরস্পরের মনের কথা পরস্পরের নিকট কিছুই অবিদিত থাকিত না। সর্ব্বদাই একত্রে শয়ন, একত্রে ভোজন ও একত্রে উপবেশন করিতেন। কিন্তু অমরসিংহের কৌশল খলতাপূর্ণ, ভূপালসিংহের নিকট যাহা আপ-

নার মনের কথা বলিয়া ব্যক্ত করিতেন, সমুদায়ই তাঁহার অন্তরের বিপরীত, তাঁহার মনের ভাব অন্তরে কপাটরুদ্ধ থাকিত, বাহিরে হাস্যপরিহাস দ্বারা বিলক্ষণ আত্মীয়তা প্রকাশ করিতেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে অমরসিংহ যখন দেখিলেন যে, সৈন্যগণ ভূপালের বিলক্ষণ বশীভূত হইয়াছে, যুদ্ধ-কার্য্যেও তাঁহার বিশেষ পটুতা-লাভ হইয়াছে ও আপামর সাধারণেই তাঁহার গুণের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছে, তখন একদিন তাঁহাকে নির্জ্জনে লইয়া বলিলেন, "ভূপাল! তোমাকে বলিতে ভয় হয়, পাছে কোন গুরুতর ঘটনা ঘটাইয়া বসাও, কিন্তু না বলিয়াও আর থাকিতে পারিতেছি না, তোমার সহিত আমার যেরূপ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে,তাহাতে এ কথা তোমাকে না বলা অত্যন্ত অনুচিত।" এইরূপ আড়ম্বর করিয়া বলিলেন, "ভূপাল! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, তোমার পিতার মৃত্যুর বিষয় কি স্থির করিয়াছ? কে তোমার পিতার প্রাণবিনাশ করিয়াছে? তুমি বালক, শত্রুর কৌশলে বদ্ধ হইয়া বিলক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়াছ, কিন্তু তোমারও বিপদ্ উপস্থিত, এক্ষণে সাবধান হও, গতানুশোচনায় আর আবশ্যক নাই। এই উচ্চপদই তোমার পিতার ন্যায় তোমাকেও প্রাণে বিনষ্ট করিবে।"

ভূপাল এই কথা-শ্রবণে এককালে চমকিত হইয়া উঠিলেন, পূর্ব্বের কথা স্মৃতিপথে উত্থিত হইল, বলিলেন, "অমর! আমার নিকট তোমার কিছুই গোপন নাই, সমুদায় প্রকাশ করিয়া বল, শুনিতে আমার একান্ত উৎকণ্ঠা হইতেছে।"

অমরসিংহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "ভূপাল! বলিব কি, মনে হইলে শোণিত শুষ্ক হয়, তোমার পিতায় ও আমার পিতায় কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, পূর্ব্বে এতদূর আত্মীয়তা জন্মিলে কখনই আমি উহা সহ্য করিতে পারিতাম না। এই কপট-ধার্ম্মিক অমরকেতনের

অসাধ্য কিছুই নাই, তোমার পিতাকে গোপনে বিনষ্ট করিয়াছে,আবার কোন্ দিন তোমাকেও প্রাণে বধ করিবে।"

"সে কি! আমার পিতাকে অমরকেতন বিনাশ করিয়াছেন, কিরূপে তুমি জানিতে পারিলে?"

"তুমি তখন নিতান্ত বালক, সে বিষয় কিছুই অনুধাবন কর নাই। বল দেখি, উহার পুরীমধ্যে আবার তোমার পিতার প্রাণ বিনাশ করিবে, কাহার এমন সাধ্য? কাহারই বা এমন সাহস? ভূপাল! যে তরবারি দ্বারা তোমার পিতার মস্তক ছেদিত হয়, সে তরবারিতে কাহার নাম অঙ্কিত ছিল? অন্যের সাধ্য কি যে, অমরকেতনের তরবারি দ্বারা অমরকেতনের চক্ষের উপর সেই প্রজারঞ্জন কাশ্মীরের একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী অসাধারণ যোদ্ধার প্রাণ বিনাশ করিবে? তোমার পিতার উপর লোকের অনুরাগ-সঞ্চার দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত পামর এই কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, আবার তোমারও সেইদিন উপস্থিত। সাবধান! যাহাতে তোমারও ঐরূপ অকালমৃত্যু ঘটিয়া কাশ্মীরের আলোক নির্ব্বাপিত না হয়, তাহার চেষ্টা কর। বৃদ্ধ কপটীর অসাধ্য কিছুই নাই।"

ধূর্ত্তের ধূর্ত্ততা শাণিত অস্ত্র হইতে তীক্ষ্ণতর, বিষাক্ত সর্পদন্ত হইতেও ভয়ঙ্কর। উহাদিগের বাক্য অমৃতে মাখা—শুনিতে সুমধুর, অন্তরে হলাহল। স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে উহারা যাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হয়, সুচতুর হইলেও মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার অন্তরকে আপনার আয়ত্ত করিয়া লেলে। অন্যায় বিষয়কেও প্রকৃতরূপে বুঝাইতে সক্ষম হয়, প্রকৃতকেও অন্যায়ে পরিণত করিতে পারে। উহাদিগের অসাধ্য কিছুই নাই। যাহা অন্যের বহুল-ব্যয়সাধ্য, অসাধারণ ক্ষমতার সাপেক্ষ, উহারা সামান্য কৌশলে অনায়াসে তাহা সিদ্ধ করে। দুঃখীর দুঃখে উহাদিগের দুঃখ বোধ হয় না, কাতরতা-জড়িত মুমূর্ষুর বিকৃত স্বরেও উহারা ভ্রূক্ষেপ করে

না। আপনার ইষ্টসিদ্ধির জন্য পরমারাধ্য পিতাকেও বিনাশ করিতে পারে, প্রণয়িনী রমণীকেও বিসর্জ্জন দিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। অন্যের সর্ব্বনাশ উহাদিগের শিক্ষিত-বিদ্যা, কৃতোপকারের অপকার-সাধন উহাদিগের অঙ্গভূষণ ও সর্ব্বস্বান্ত ব্যক্তির নয়নজল উহাদিগের সুগন্ধ চন্দন-লেপ। অমরসিংহ সেই ধূর্ত্তেরই এক জন,—ধূর্ত্তের অগ্রগণ্য। লোকের অসাধারণ হিতাকাঙ্ক্ষী অসমসাহসী বীরাগ্রগণ্য ভূপালের পিতাকে নিরপরাধে বিনাশ করিয়াও অদ্যাপি অটল রহিয়াছে, সেই কথা আপন মুখ হইতে আপনি উত্থাপন করিয়াও কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই, অক্ষুব্ধ রহিয়াছে,—যেন শোকে নয়নজলে ভাসিতেছে। ভণ্ড পামরের সমুদায় ভণ্ডামি, খলতা ও ইষ্টসিদ্ধির অসামান্য কৌশল। সরল ভূপালসিংহ কিছুই বুঝিতে পারেন নাই; প্রকৃত বন্ধুর চক্ষে দেখিয়াছেন, অদ্যাপি দেখিতেছেন। পামর এতদূর করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। তাহার একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র উপকারী, জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও সমধিক পূজনীয়, মাননীয় অমরকেতনকে রাজ্যচ্যুত করিবার সংকল্প করিয়াছে, এবং ভূপালকেও অপদস্থ করিবার উদ্যোগ করিতেছে।

অমরকেতন যে ভূপালের পিতাকে বিনাশ করিয়াছেন, ও এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে তাঁহাকেও যে বিনাশ করিবেন, অমরসিংহ নানাপ্রকার কল্পিত বাক্যে ভূপালের অন্তরে সেই ভাব দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া দেন। ভূপালসিংহ তাঁহার কথাতেই আপনার পদ পরিত্যাগ করেন, ও অমরকেতনের উপর বিশেষ বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া উঠেন।

ভূপাল আপন পদ পরিত্যাগ করিলে অমরসিংহ কৌশলে আপন পিতাকে প্রধানমন্ত্রিত্ব-পদে প্রতিষ্ঠিত ও সেই সৈনিক পুরুষকে প্রধান-সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত করেন।

এই সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলে সম্পন্ন হইলে অমরসিংহ আপনার

কৌশলে, ভূপালের পরাক্রমে এবং জয়সিংহের সৈন্যবলে অমরকেতনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া কাশ্মীরের একাধিপত্য আপন হস্তে আনয়ন করিলেন।

যদিও ভূপালসিংহ আপন পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যদিও অমরকেতনের রাজ্যচ্যুতি-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিতে হইয়াছিল, তথাপি তিনি কাহারও নিকট তাদৃশ বিরাগভাজন হয়েন নাই; তাঁহার সরলভাব, তেজস্বিতা ও অসাধারণ প্রজাবাৎসল্য কাহারও অবিদিত ছিল না; মহারাজ অমরকেতনকেও যে তিনি সবিশেষ সম্মান করিতেন, ইহাও সকলে বিলক্ষণ জানিত। এ বিষয়ে আপামর সাধারণেই অমরসিংহকে একমাত্র দোষী স্থির করিয়াছিল ও তাঁহারই বুদ্ধি-কৌশলে যে ভূপালসিংহেরও বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, ইহা নিশ্চয় জানিতে পারিয়াছিল। ভূপালের কোন কোন প্রকৃত আত্মীয় তাঁহার সমক্ষেও স্পষ্টাক্ষরে ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ভূপাল অমরসিংহের চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া তৎকালে তাহা বিশ্বাস করেন নাই। যাহা হউক, জয়সিংহ কাশ্মীরের সিংহাসনে উপবেশন করিলেও সমুদায় কাশ্মীররাজ্য, দাস-দাসী ও সৈন্যগণ অমরসিংহকে ভয় করিত মাত্র, কিন্তু ভূপালসিংহেরই একমাত্র আজ্ঞাধীন ছিল; ভূপালের আজ্ঞা কেহই অবহেলন করিত না,—আহ্লাদের সহিত পালন করিত। এমন কি, জয়সিংহ অবধি ভূপালের কথার অন্যথা করিতেন না—পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন।

ভূপাল কাশ্মীরের একচ্ছত্রী রাজার ন্যায় সুখে অবস্থান করিয়াও কি কাহারও বশ্যতা স্বীকার করেন নাই? করিয়াছিলেন। ভূপাল একটী কামিনীরই বিশেষ বশীভূত ছিলেন, অবিচারিত-চিত্তে তাহার কথা প্রতিপালন করিতেন, নিতান্ত অন্যায় হইলেও তাহার ইচ্ছার বিপরীতাচরণ করিতে পারিতেন না, ও তাহার প্রফুল্লবদন নিরীক্ষণ করিলে ভূপাল গগনের শশী আপন করতলে দেখিতে পাইতেন। ধন্য সে

কামিনী! ধন্য সে চাতুরী! যাহা এমন গম্ভীরপ্রকৃতি সুচতুর ভূপাল-সিংহকেও আপনার আয়ত্ত করিয়া তুলিয়াছে, ও শৃঙ্খলে বন্য হস্তীকেও বন্ধন করিয়াছে। সেই অলোকসামান্য শৃঙ্খল কোন্ উপকরণে নির্ম্মিত, তাহা অদ্যাপি কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারে নাই। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, চপলা দেখিতে বিশেষ রূপসী ছিল, হাবভাবে চপলার সমতুল্য কামিনী কুত্রাপি কাহারও নয়নগোচর হয় নাই। উভয়ে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে নয়ন আমোদে ভাসিত, হাস্যে বদন পরিপূর্ণ হইত, ও দেখিলে বোধ হইত যেন, তাঁহারাই এই ধরাধামের সমুদায় সুখ একত্রে উপভোগ করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অনেকের মনে অনেক সন্দেহ উপস্থিত হইত, কিন্তু কেহ কোন নিশ্চিত কারণ অদ্যাপি স্থির করিতে পারে নাই।

ভূপালসিংহ সেই চপলার কথাতেই কারাধ্যক্ষকে আদেশ করিয়াছেন। কারাধ্যক্ষ ভূপালের কথায় চন্দ্রকেতুকে রাজার ন্যায় মান্য করিতেছে, এবং চন্দ্রকেতু সেই কারাধ্যক্ষের যত্নেই এইরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিতেছেন। এক দিনের জন্যও কিছুমাত্র কায়িক ক্লেশ অনুভব করিতে পারেন নাই।

দ্বিতীয় স্তবক।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ মম প্রিয়তমামাদায় ক্ব গচ্ছসি?"

—বিক্রমোর্ব্বশী।

কাহার কথাতে যে তিনি এরূপ সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছেন, চন্দ্রকেতুর মনে দুই একবার এ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে তিনি কারা-

ধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কারাধ্যক্ষ ভূপালের আজ্ঞায় প্রকৃত কথা গোপন রাখিয়া বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনার আকার ও প্রভাব-দর্শনে আমরা আপনার প্রতি সামান্য বন্দীর ন্যায় ব্যবহার করিতে সাহস করি নাই। রাজার এরূপ আজ্ঞাও আছে যে, অপরাধীর অবস্থা বিবেচনায় কারাগারের অবস্থা পরিবর্ত্তিত করিবে। অতএব কেহ না বলিলেও আমরা আপন ইচ্ছাতেই আপনার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতেছি। অন্য কারণ আর কিছুই নাই।" কুমার তাহাদিগের সেই কথাতেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন, মনে কিছুমাত্র সন্দেহ করেন নাই। কারণ, নানা ভাবনায় কুমার সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকিতেন, কোন বিষয়েই বহুক্ষণ মন নিযুক্ত রাখিতে পারিতেন না। এক ভাবনার অবসান না হইতে হইতেই অন্য ভাবনা তাঁহার মনে উদিত হইত; সাধ্যমত চেষ্টা করিতেন, কিছুতেই উহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিতেন না। আহারে, শয়নে—সকল সময়েই পাপীয়সী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত, ও নানাপ্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিত। এক্ষণেও সেই দুশ্চারিণী বিকট-বেশে অগ্রে দণ্ডায়মান। পূর্ব্বের কথা সমুদায় স্মরণ করিয়া দিতেছে; কুমারও উহার সেই বিষম তাড়নে এক একবার চমকিত হইয়া উঠিতেছেন, কিরাতরাজ্যের অবসাদ—কিরাতপুরীর ইদানীন্তন অবস্থা—কিরাতনাথের দুঃখমৃত্যু প্রভৃতি মনে উঠিতেছে, অমরসিংহের কথা মনে পড়িতেছে, ক্রোধে দন্তে দন্ত নিষ্পীড়ন করিতেছেন, হস্তে পাইয়াও শত্রু বিনাশ করিতে পারিলাম না,—ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইতেছেন। মাতৃকল্পা পত্রলেখাকে পামর ছলে অপহরণ করিয়াছে, কিছুই অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না,—না জানি, পত্রলেখা কতই কষ্ট পাইতেছেন, পামর তাঁহার প্রতি কতই গর্হিত আচরণ করিতেছে;—অনাথা অবলা, দুর্ব্বৃত্ত-শত্রুহস্তে দেহ-সমর্পণ;—অমরসিংহও

পামরের একশেষ,—হিতাহিত-জ্ঞান নাই। ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিতেছেন, আত্মজ্ঞানশূন্য, নিষ্কোষিত-অসি-হস্তে বাহিরে যাইতে চান, প্রহরিগণ সবিনয়ে গতিরোধ করিল। শূন্যমনে সজলনয়নে অবরোধ-গৃহে পুনরাগমন করিলেন। আপনার কথা ভাবিতে লাগিলেন, চক্ষের জলে হৃদয় ভাসিতে লাগিল, "আজ রাজার সন্তান—রাজা হইয়া এই দুঃখভোগ!—কারাগারে অবস্থান!—অনুগ্রহ-ভাজন ব্যক্তির নিকট হইতে অনুগ্রহ-গ্রহণ!—আপন কারাগারেই আপনার বাসস্থান বন্ধ-ভাবে অবস্থান! আজ কোথায় রাজসুখে রাজ-প্রাসাদে বাস করিব, না হইয়া এই ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতে হইয়াছে! পদমাত্র অন্যত্রে যাইতে পাইব না? জয়সিংহ একজন ক্ষুদ্র রাজা, অবনত-মস্তকে কর প্রদান করিত; সেই কি না রাজপুরীতে বাস করিতেছে, চক্ষে দেখিতে হইল—জয়সিংহ! অম্বালিকার পিতা!" চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিলেন, কেহই নাই। কতক শান্ত হইলেন, উপরে কন্যাপুরীর গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, প্রাণ-প্রতিমা মুক্তকেশে গবাক্ষ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন, একদৃষ্টে তাঁহাকেই দেখিতেছেন। হৃদয় পুলকিত হইল, সকলই বিস্মৃত, নয়ন পলকহীন,—একমনে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া রহিলেন। পরস্পর পরস্পরের প্রাণের ধন—আশার ধন দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় "চিকিৎসক আসিয়াছে" বলিয়া চপলা বলপূর্ব্বক তাঁহার নয়নের পুত্তলিকাকে হরণ করিল।

"চপলে! বারংবার তোমার এ বিনয় সহ্য করিব না। অসি নিষ্কো-ষিত,নয়ন রক্তবর্ণ—গবাক্ষে নিহিত রহিয়াছে। কারাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে নিকটে আসিয়া বলিল, "মহাশয়! কি হইয়াছে? চপলা কি করিয়াছে?"

"না না", অপ্রস্তুত ভাবে এই কথা বলিয়া চন্দ্রকেতু আপন শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। কারাধ্যক্ষকে বলিলেন, "দ্বার রুদ্ধ করিয়া যাও।"

কারাধ্যক্ষ তৎকালে কিছু বুঝিতে না পারিয়া দ্বাররোধ করিয়া গমন করিল।

তৃতীয় স্তবক।

"সা চাত্যন্তমদর্শনং নয়নয়োর্যাতেতি কোঽয়ং বিধিঃ?"

—বিক্রমোর্ব্বশী।

"মনের মরম সখা জানাইব কায়।
সরমে সরে না কথা প্রাণ ফেটে যায়॥
তুমি মোর হৃদয়ের ধন।
কবে যে মিলাবে বিধি, পাব তোমা হেন নিধি,
পিয়িব চাঁদের মধু চকোরী মতন,
হেন দিন গুণমণি হবে কি কখন?—
হৃদি-মাঝে মনসাধে, রাখি তোমা হেন চাঁদে,
সাজাইব?—ছি-ছি বৃথা হেন আকিঞ্চন॥
হেন অঙ্গে রসরাজ, আভরণে কিবা কাজ,
প্রকৃতির সাথে বাদ খাটে কি কখন?
সহজে ত্রিভঙ্গ-শ্যাম মদনমোহন॥
করেতে মোহন বাঁশী, মুখে মৃদুমন্দ হাসি,
বিজুলি পড়িয়া খসি অধরে লুটায়।
রাধা-নামে মাখা হাসি রাধা-গুণ গায়॥

আমি যেন রাধা রাণী, তুয়া সে মধুর বাণী,
শুনি কুলে বাজ হানি যাইব তথায়।
যথায় বিজনে বধু থাকিবে আশায়॥
বা উঠিবে চিতায়॥

"ছি চপলা, আমার সঙ্গে পরিহাস!"

"এমনো কথা! আমার যে পোড়া অদৃষ্ট, কপালে সুখের লেশমাত্র নাই! জানি কি, যদি আবার তোমারও কোন অমঙ্গল ঘটে, তাই রক্ষামন্ত্র প'ড়ে গণ্ডি দে রাখ্‌লেম।"

সখী। কবিরাজ মশাই কি রক্ষামন্ত্রও জানেন না? ও মা, তবে কবিরাজ কিসের?

"না না, বৃদ্ধ হয়েছি, আর কি ও সব মনে আছে?"

অম্বা। কবিরাজ দাদা, চপলা ত মেয়ে মানুষ নয়।

"তবে কি?"

অম্বা। পুরুষ মানুষ।

চিকি। আরে দূর! তা কি কখন হ'তে পারে? অমন—

স্টানা নয়ন, মেয়েলি বদন,
পুরুষে কি হ'তে পারে?

আর কি বল্‌ব, সবি ত দেখ্‌তেই পাচ্চ।

সখী। তোমার চক্ষের ভ্রম।

চিকি। হাঁ চপলা?

চপলা। হতেও পারে; না হ'লে রাজকন্যা, আর এই যে সব দেখ্‌তে পাচ্চ, এরা আমায় এত ভালবাসে কেন?

"তবেই ত সব হলো!"

"তোমার তায় ক্ষতি কি? বৃদ্ধবয়সে একজন সেবা-শুশ্রূষার লোক পেলেই ত হ'ল।"

"হাঁ। তা ত বটে,—কিন্তু———"

অঙ্গা। কবিরাজ দাদা, একটী গান গাও।

চিকি। আর গান!———

সখী। ছি, প্রবীণ মানুষ হয়ে অম্বালিকার কথায় ভুল্লে! রাজার অন্তঃপুর—এখানে পুরুষের থাকা কি সম্ভবে?

চিকি। বিচিত্র কি? তোমরা দিনকে রাত, রাতকে দিন কত্তে পার; তোমাদের অসাধ্য কিছুই নাই।

সখী। বানরকেও মানুষ কত্তে পারি।

চিকি। এক কথায় আর এক উত্তর; তোমাদের সঙ্গে কথা কওয়া ভার।

সখী। না কবিরাজ মশাই! না বলি যা কই, চপলা তোমার সম্মুখে এইরূপ পরিহাস কচ্চে বটে, কিন্তু তোমার অদর্শনে যেন মণিহারা ফণীর মত পাগল হয়ে উঠে; এত বোঝাই, বোঝে না।

সদাই তোমার লাগি করে হা হুতাশ।
অনল-সমান জ্ঞান পাখার বাতাস॥
উত্তাপে নলিনী-দল শুকাইয়া যায়।
শীতল চন্দন চুয়া বজ্রলেপ-প্রায়॥
তোমার সোয়াগী সখী তব ধ্যান জ্ঞান।
দিবানিশি চাঁদ-মুখ করয়ে ধেয়ান॥

চিকি। এ কি কখন হ'তে পারে? আমি বৃদ্ধ, চপলা যুবতী, আমি বরং চপলার জন্য পাগল, আমার প্রতি চপলার অনুগ্রহমাত্র।

চপলা। বয়সে কি করে চাঁদ প্রণয়রতন।
অতুল অমূল নিধি বিধির সৃজন॥
স্মরিলে তোমার মুখ দুখ দূর হয়।
হেরিলে তোমার মুখ উথলে হৃদয়॥
চাতকী-কপালে সখা মেঘের উদয়।
যদি বা উদয় হয় নাহি বরিষয়॥
তোমারে হেরিলে নাথ সদা হয় মনে।
পৌর্ণমাসী-শশী যেন উদয় গগনে॥
কে বলে লুলিত মাংস ও বিধুবদন।
কে বলে কোটর-লগ্ন কমল-নয়ন॥
শশাঙ্কে কলঙ্ক রেখা মানব-নয়নে।
কুমুদিনী হেরে তায় উল্লাসিত-মনে।
দুখিনী-কপালে সখা হবে কি ঘটন।
এ হেন সোণার চাঁদ?—ভাগ্যের লিখন॥

চিকি। চপলা! বল কি? আমায় যে পাগল কল্লে। তোমার জন্য কোথায় বুড়ো পাগল! না হয়ে—”

চপলা। বুড়ো ব'লো না। আপন মুখে আপন অখ্যাত! বুড়ো কথাটী আমার প্রাণে সয় না।

চিকি। কি বল্‌ব?

চপ। যুব বল।

চিকি। আচ্ছা, যুব পাগল।

চপ। পাগল হ'লে হবে কি? আমার এ পোড়া কপালে বে কথা হলেই যেন মূলে আঘাত পড়েছে; এই বয়সে সাত

পাত্রের কথা হলো, সাতটীরই মাথা খেয়েচি, এইবারেই তোমার পালা।

চিকি। তা হ'ক—

তোমাকে পাইয়া যদি এক দিন বাঁচি।

চিন্তা করিতে লাগিলেন, চরণ মিলিল না। সখীগণ করতালি দিয়া হাসিতে লাগিল।

চপ। এইটী আর ব'লতে পাল্লে না?—
বিজনে বসিয়া সুখে খায় দুদের চাচি॥

চিকি। বেশ ব'লেচ, এই ত হ'লো, হেসেই সব অজ্ঞান! বুড়ো হয়েছি, আর কি সে কাল আছে?

চপ। আবার বুড়ো?

চিকি। না না, যুব হয়েচি।

চপলা ভাবিল, এ স্থলে সকলেই পাগল পাইয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছে, কিন্তু এই বাতুল দ্বারা আমাকে মহৎ কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যদি ইহার মনে কোনরূপ সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলেই বিষম বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব ইহাকে স্থানান্তর করা কর্ত্তব্য। স্থির করিয়া বলিল, "কবিরাজ মশাই! আমি যে অষুধের কথা ব'লেছিলাম, তা কি প্রস্তুত হয়েছে?"

চিকি। হাঁ।

চিকিৎসক বুদ্ধিপূর্ব্বক উত্তর দেন নাই। চপলার মনস্তুষ্টির জন্যই ঐ কথা বলিলেন।

চপ। তবে চলুন, আপনার বাটীতে যাই।

চিকিৎসক তটস্থ,—চপলা আমার বাটীতে যাইবে, ইহা অপেক্ষা

সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে? কাহাকেও কিছু না বলিয়াই অগ্রসর হইলেন। চপলা অনুবর্ত্তিনী হইল।

চিকিৎসক চপলার সহিত আপন ভবনে প্রবেশ করিলেন। গৃহে জনপ্রাণী নাই, নিতান্ত বিজন।

চিকিৎসক চপলাকে কোথায় বসাইবেন, স্থির করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

চপলা। কি ভাব্‌ছেন?

"আপনি কোথায় ব'স্‌বেন, তাই ভাব্‌ছি।"

"কেন, আমার ঘর, আমার দ্বার, আমার যেখানে ইচ্ছা বস্‌ব।"

"নিতান্ত অনুগ্রহ!———বসুন।"

"এই শয্যার উপর ব'স্‌ব?"

"বসুন।"

"আপনাকে ছেড়ে কিরূপে বসি?"

"কোথায় ব'স্‌ব?"

"একত্রে,—শয্যার উপর।"

"আমিও!—একত্রে!"

"তায় আর সন্দেহ আছে, চিরকালই ব'স্‌তে হবে।"

"হাঁ!"

"চিকিৎসক মশাই! আমাকে বিবাহ ক'র্‌লে কিন্তু আমি একদণ্ড আপনাকে চক্ষের অন্তরাল ক'র্‌তে পার্‌ব না।"

"ঔষধের কৌটা ফেলে দিই!———তোমার চরণ সেবা করি!"

"ছি, অমন কথা কি ব'ল্‌তে আছে? তুমি হ'লে স্বামী, আমি হ'লেম স্ত্রী, ওতে যে আমার অকল্যাণ হবে।"

"আর ব'ল্‌ব না।"

"কবিরাজ মশাই! ব'ল্‌তে কি তোমার মত প্রেমিক আমি কুত্রাপি দেখি নাই।"

"তোমারি অনুগ্রহ!"

চপলা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "কবিরাজ মশাই! ও পুথিখানি কি?"

"আজ্ঞা! ওখানি বাণভট্টদেব-বিরচিত কাদম্বরী গ্রন্থ! অতি সুললিত, প্রণয়ের ভাণ্ডার-স্বরূপ। একটু কি শুন্‌বেন?"

"ক্ষতি কি?"

কাদম্বরী চিকিৎসকের আজকাল একমাত্র পাঠ্য পুস্তক হইয়াছিল। যে স্থলে মহাশ্বেতার বিরহে পুণ্ডরীকের সাতিশয় দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, যে স্থলে কপিঞ্জল মহাশ্বেতার নিকট পুণ্ডরীকের অবস্থার কথা বলিতে-ছিলেন, সেই সকল স্থলই চিকিৎসক আগ্রহ-সহকারে পড়িতেন, এক্ষণে তাহাই রঙ্গভঙ্গের সহিত পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু বড় অধিকক্ষণ পড়িতে হইল না। চপলার সপ্রেম কটাক্ষ ও হাব-ভাব-দর্শনে চিকিৎসক এক কালে বুদ্ধিহারা হইয়া উঠিলেন। মনে করিতেছেন পড়িতেছি, কিন্তু নয়ন চপলার মুখেই নিপতিত রহিয়াছে; স্থির-নয়নে চপলার বদনই দর্শন করিতেছেন। নয়নে পলক পড়িতেছে না। দৃষ্টি স্তিমিত, শরীর নিস্পন্দ, চপলাকে ভাবিতেছেন, চপলাকেই দেখিতেছেন। কিন্তু চপলা কোথায়? গৃহের বহির্ভাগে একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া চপলা পার্শ্বদ্বার মোচন করিয়া গমন করিয়াছে। চিকিৎসকের নয়নে যে চপলা, সেই চপলাই রহিয়াছে, একদৃষ্টে স্থির-হৃদয়ে দর্শন করিতেছেন, —সেই কেশ, সেই বেশ, সেই চারু বদন—সমুদায়ই রহিয়াছে, চিকিৎ-সকের নয়নে কিছুরই ব্যতিক্রম ঘটে নাই; অন্যমনস্কে পুস্তকের দিকে নয়ন নিপতিত হইয়াছে, সেখানেও চপলা। যেন কপিঞ্জল চিকিৎসকের কষ্ট-দর্শনে একান্ত কাতর হইয়া চপলার নিকট গিয়াছেন, সাশ্রুনয়নে

চপলার নিকট সেই দুঃখের পরিচয় দিতেছেন, প্রিয়া সমুদায় শুনিলেন, কিন্তু কই, সখার সহিত আসিলেন না?—বেশভূষা করিতে লাগিলেন। এককালে মুমূর্ষু-ভাবাপন্ন। কপিঞ্জল রোদন করিতেছেন ও চপলাকে নিন্দা করিতেছেন;—সহ্য হইল না, কপিঞ্জলকে তিরস্কার করিবেন, কিন্তু স্বয়ং মৃত্যুশয্যায় শয়ান—বাক্‌রোধ হইয়াছে, বলিবার শক্তি নাই। এমন সময়—"বারংবার ডাকিতেছি, শুনিতে পাইতেছ না, কি হইয়াছে?"

যেন কে কারে বলিতেছে,—মৃত্যুকালীন স্বপ্ন দেখিতেছেন। অবশেষে চমকিতভাবে চাহিয়া দেখেন,—সেই, সেই আমি, সেই কাদম্বরী হস্তে রহিয়াছে, পুস্তকের কপিঞ্জল পুস্তকেই অবস্থিত, চপলা নাই।—পার্শ্বে যমদূত দণ্ডায়মান—অমরসিংহের অনুচর,—গাত্রে হস্ত প্রদান করিয়া ডাকিতেছে। ভয়ে ম্রিয়মাণ। "না জানি, কি অপরাধই করিয়াছি? চপলা কোথায় গেল? না বলিয়া কি প্রিয়া গমন করিয়াছেন? আর আসিবেন না? আর দেখিতে পাইব না?"

"এখনো বসিয়া রহিলে?"

কাঁপিয়া উঠিলেন—"এখনি মস্তক ছেদিত হইবে। পামর বিষম দুর্ব্বৃত্ত। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম?"

"এখনি যাইতে হইবে।"

অনুচরের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সজলনয়নে শয্যা পরিত্যাগ করিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।"

—উদ্ভট।

"ঔষধ খাওয়াইবার সময় অতীত হইয়া গেল, চিকিৎসক আসিতেছেন না; লোক ডাকিতে গিয়াছে, সেও ফিরিল না, কারণ কি?" সকলেই চিকিৎসকের অপেক্ষা করিতেছে। অমরসিংহের যাতনার পরিশেষ নাই। শরীর একান্ত দুর্ব্বল, শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, উঠিবার শক্তি নাই,—শয্যাস্থ। আহারে বিষজ্ঞান, অমৃতও বিস্বাদ ও দুর্গন্ধময়। কিছুতেই স্বস্তি নাই, সর্ব্বদাই অস্বচ্ছল। প্রায় দুই মাস কাল অতীত হইল, অদ্যাপি অমরসিংহ আরোগ্য লাভ করিতে পারিতেছেন না, ইহার কারণ কি? চপলা! চপলার সপ্রেম কটাক্ষ চিকিৎসকের অন্তরে বিদ্ধ হইয়াছে ও আশার আশ্বাসবাক্য কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। চিকিৎসক বৃদ্ধ, চপলা নবীনা—সুন্দরী; নবীনার নবীন বদন কর্ণস্পর্শ করিয়াছে; আর নিস্তার নাই, চপলার বাক্য চিকিৎসকের শিবজ্ঞান—ইষ্টমন্ত্র—জপের মালা। চপলা চিকিৎকের কর্ণে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা সামান্য, কটাক্ষশরে জর্জ্জরিত চিকিৎসকের পক্ষে কিছুই নহে। যদি চপলা সেই সিংহস্বরূপ অমরসিংহের প্রতি বিষপ্রয়োগেও অনুমতি করিত, তাহাও চিকিৎসক অবলীলা-ক্রমে করিতে পারিতেন, প্রাণের ভয় রাখিতেন না। কিন্তু চপলা যুবতী—কুলকন্যা। যুবতীর হৃদয় সহজেই কোমল হইয়া থাকে, তাহাতে এরূপ সাংঘাতিক ভাবের উদয় হওয়া অসম্ভব। চপলার অন্তরে অণুমাত্রও সে ভাবের উদয় হয় নাই। কেবল

যাহাতে অমরসিংহের আরোগ্য-লাভে কালবিলম্ব হয়, তাহাই চপলার উদ্দেশ্য. চিকিৎসকের কর্ণে তাহাই বলিয়াছিল. পরে অন্যকে গোপন করিবার নিমিত্ত অম্বালিকার কর্ণেও তাহা মন্ত্ররূপে কথিত হয়।

পাঠক! এই সেই চপলার মন্ত্রের অবশিষ্ট অংশ. অম্বালিকার আরোগ্যের মহৌষধ. আশার আশ্বাসস্থল! অম্বালিকা এই কথাতেই প্রকৃতিস্থ হন. উঠিয়া বসেন ও আপন কণ্ঠের হার চপলার কণ্ঠে প্রদান করেন।

চপলা বুদ্ধিমতী. তাহার মন্ত্রণাও বিশেষ ফলবতী হইয়াছিল। চপলারই মন্ত্রবলে চন্দ্রকেতু অদ্যাপি সুখে অবস্থান করিতেছিলেন। অমরসিংহও আরোগ্যলাভে সমর্থ হইতে পারেন নাই, চিকিৎসকের তাচ্ছিল্যে বরং বৃদ্ধিই পাইতেছিল ক্ষীণ শরীরে জ্বরের যাতনা অতিশয় কষ্টকর. অমরসিংহ প্রায় অষ্ট প্রহরই জ্বরভোগ করিতেন. গাত্রদাহ ও পিপাসায় বিশেষ ক্লেশ পাইতেন। বিচ্ছেদে আবার অপার যাতনা. চিন্তাতে সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইত, নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। বিষম ভাবনা. দুর্ব্বল চিত্তের একান্ত অসহনীয়, তথাপি ক্ষান্ত নাই, সর্ব্বদাই হৃদয় চিন্তাকুল—অথচ উপায় নির্দ্ধারণে অক্ষম, বিষণ্ণ। কাহারও নিকট বলিবার নহে. প্রকাশে বহুল অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা।

খলের খলতা মৃত্যু-শয্যারও সহচর. উহাদিগের কুটিল চক্ষু সরল ব্যক্তিকেও কুটিলভাবে দর্শন করে. কুটিলচিত্ত সরলপ্রকৃতিকেও কলুষভাবে পরিণত করে। যাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহাতেও উহারা নানাপ্রকার কল্পিত ভয়ের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করে ও বিশেষ বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ করিয়া আপনার খলতাতে আপনারাই জড়িত হইয়া পড়ে। আজ অমরসিংহের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। "সেনাপতি ভূপালের পিতাকে যে গোপনে বিনাশ করিয়াছিল, তাহা

উহার পত্নীর নিকট গোপন রাখে নাই। (অমরসিংহ পূর্ব্বেই তাহা জানিতেন, সে জন্য তাহাকে বিশেষ তিরস্কারও করেন।) স্ত্রীজাতি গুহ্য-কথা কখনই গোপন রাখিতে পারে না, যতক্ষণ না প্রকাশ করিতে পারে, ততক্ষণ উহাদের কষ্টের আর পরিসীমা থাকে না। সেনাপতি জীবিত থাকিতে না হউক, মরিবার পর উহার পত্নী যে পুত্রের নিকট উহা প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সুষেণ বালক, বালস্বভাব বশতঃ যদি কাহারও নিকট বলিয়া ফেলে, তাহা হইলে আমাকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হইবে। রাজ্যের আশায় চির-কালের মত জলাঞ্জলি দিতে হইবে, অম্বালিকাকেও পাইব না। প্রজা-গণ ভূপালের পিতার মৃত্যুবিষয়ে অমরকেতনের বিরুদ্ধে আমার উপরই কতক সন্দেহ করিয়া থাকে, ভূপালের চিত্তও অদ্যাপি সন্দেহাকুল রহি-য়াছে। অতএব আমার একমাত্র আত্মীয় ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখ হইতে এ কথা প্রচার হইলে আমার স্বভাবের উপর কেহই অবিশ্বাস করিবে না, প্রত্যুত বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। সৈন্যগণ আমার বশবর্ত্তী থাকি-লেও যে ভূপালের অবাধ্য হইবে, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। নিজের সৈন্যসংখ্যাও তাদৃশ নাই যে, প্রধান-দুর্গস্থ সৈন্যের সম্মুখীন হইতে পারে।”

অমরসিংহ যতই এই বিষয়ের আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয় ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। কিসে যে এই ভয়ের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান, নানা উপায় কল্পনা করিলেন, কিছুই সঙ্গত হইল না। অবশেষে গোপনে পারিষদ্‌বর্গের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া সেনাপতিপুত্র সুষেণকে আপন ভবনে আনাইলেন এবং উহার পিতার নিধনে কল্পিত ক্ষোভ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিলেন, “সুষেণ! মৃত্যু কাহারো বশবর্ত্তী নহে, সময় উপস্থিত হইলে সকলকেই মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে

হয়। তোমার পিতা যেমন তোমার ভক্তির পাত্র, আমারও তদ্রূপ স্নেহের পাত্র ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুতে যে কি পর্য্যন্ত অসুখী হইয়াছি, তাহা প্রকাশ করিবার নহে। সুষেণ! কি বলিব, যখনি তোমার কথা আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়, তখনি আমার হৃদয় চমকিত হইয়া উঠে। আমাতে আর আমি থাকি না, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে থাকি। আহা, তোমার পিতার ন্যায় পরমাত্মীয় আর কাহাকেই দেখিতে পাই না!— কি করিব, সকলই দৈবের আয়ত্ত। পরম্পরাক্রমে এইরূপ জন্ম-মৃত্যু সর্ব্বত্রই ঘটিয়া আসিতেছে; আজ যাহার বল-বিক্রম দর্শনে শরীরে অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-সঞ্চার হইতেছে, কাল তাহার মৃত দেহ দেখিয়া হৃদয় নয়নজলে প্লাবিত হইবে। কালের কুটিল গতি মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। উহার গতি রোধ করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। তোমার পিতা পুণ্যাত্মা ছিলেন, সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হইয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তাঁহার জন্য শোক করিও না, শোকাশ্রুতে সেই স্বর্গীয় আত্মাকে কলুষিত করিও না। শোক পরিত্যাগ কর, এক্ষণে পিতার ন্যায় তুমিও সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হও ও অসামান্য বিক্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক লোকের অন্তর হইতে তোমার পিতার সেই চিরাঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তি অন্তরিত কর।"

অমরসিংহ এই কথা বলিলে তাঁহার একজন পারিষদ্ অমরসিংহের কর্ণে কি কথা বলিল। অমরসিংহ এককালে চমকিত হইয়া ক্রোধভরে বলিলেন, "পামর, পরমাত্মীয় বন্ধুর প্রতি দোষারোপ! তোর মুখ দর্শন করিতে চাহি না। আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যা।"

"আমি কি মিথ্যা কথা কহিলাম, বরং অন্যান্যকে জিজ্ঞাসা করুন।"

অমর। কেমন হে, এই পামর যাহা বলিল, তোমরা তাহার কিছু জান?

"কি?"

অমরসিংহ গোপনে তাহাদিগের কর্ণে বলিলেন।

"তার আর সন্দেহ আছে? কি আশ্চর্য্য! আপনি কি এতদিন শোনেন নাই? এ কথা যে দেশরাষ্ট্র, সে পামরের নাম শুনিলেও পাপী হইতে হয়। সেই জন্যই ত অমরকেতন তাকে সেনাপতি করিবার জন্য আপনাকে পত্র দেন।"

"কি! ভূপালের পিতার প্রাণবিনাশ! একজন কাশ্মীরের হিতৈষী অসাধারণ যোদ্ধার প্রাণবিনাশ!—তাহা হইতেই হইয়াছে? আমার বন্ধ একাত্মা ভূপালের পিতাকে সেই পাপাত্মা নিধন করিয়াছে! পাপিষ্ঠের নরকেও স্থান নাই। সুষেণ! এখনি আমার সম্মুখ হইতে সরিয়া যা, আমার অধিকার হইতে পলায়ন কর্। কেন অকালে আমার হস্তে প্রাণ হারাইবি? সরিয়া যা।" অনুচরকে বলিলেন, "দেখ, সেই পাপিষ্ঠের পাপ অর্থ সৎপাত্রে ব্যয়িত হউক। এখনি সেনাপতির সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া আনয়ন কর।"

সুষেণ পামরের আচরণ দেখিয়া এককালে চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় হইয়া উঠিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন, নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "পামর! তোর অধীনে থাকা বা তোর নাম স্মরণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর; কাহার জন্য যে এইরূপ করিতেছ, একবার ভাবিয়া দেখিতেছ না? মৃত্যুর পর কে আছে যে ভোগ করিবে?—জীবদ্দশাতেও কি একদণ্ড মনের সুখ ভোগ করিতে পাইতেছ? পাপের যে ইয়ত্তা নাই! এক্ষণে ক্ষান্ত হও; মরিতে হইবে,—একবার স্মরণ কর।

—নরাধম! মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াছিস্, দেখিতে পাইতেছিস্ না? আমার সর্ব্বস্ব অপহরণ কর্, বা আমাকে বিনাশ কর্, ক্ষতি নাই; কিন্তু ভাবিয়া দেখ্, ধার্ম্মিকপ্রবর অমরকেতনের কি দুর্গতি করিয়াছিস্—কত

শত ভ্রূণহত্যা—নির্দ্দোষীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিস্, এই বয়সে আর তোর বাকি নাই। মরিতে চলিলি, তথাপি খলতা ছাড়িতে পারিলি না? একবার কালের করালমূর্ত্তি স্মরণ কর্,—দুরন্ত অসি মস্তকে ঝুলিতেছে। সে দিনেরও বিলম্ব নাই,—নিকটবর্ত্তী। পামর! তোর হস্তে হউক বা কালের হস্তে হউক, আমাদিগের বংশ যে নির্ব্বংশ হইবে, অনেক দিন জানিয়াছি; কিন্তু তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত দেখিয়া মরিতে পাইলাম না, এইমাত্র ক্ষোভ রহিল। দুরাচার! তোর মুখ দেখিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকস্থ হয়, আমার পিতা যে নরকস্থ হইবেন, তাহার বিচিত্র কি? চলিলাম; সাধ্য থাকে গতিরোধ কর্।" বলিয়া সবেগে সকলের সম্মুখ হইতে বহির্গত হইলেন। সুষেণ চতুর্দ্দশ-বর্ষ-বয়স্ক বালক, বালকের মুখে এই প্রকার তেজোগর্ভ বাক্যশ্রবণে অমরসিংহের মুখে বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না।

সুষেণ এককালে আপনার বাটীতে গিয়া দেখেন, মাতা গৃহে নাই, অমরসিংহের অনুচরগণ গৃহ লুণ্ঠন করিতেছে। কাহাকেও কিছু বলিলেন না; মাতা কোথায় গিয়াছেন জানিবার জন্য প্রতিবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে শুনিলেন, তাঁহার মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে রাজপুরীর অভিমুখে গমন করিয়াছেন। সুষেণ প্রতিবাসীর মুখে ঐ কথা শ্রবণমাত্র উৎকণ্ঠিতমনে মাতার উদ্দেশে রাজপুরীর অভিমুখেই গমন করিলেন।

সুষেণের মাতা এই আকস্মিক বিপদ্-দর্শনে ও সুষেণের সেই দারুণ বার্ত্তা-শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে, এক্ষণে চপলা ভিন্ন আর উপায় নাই। চপলাই ভূপালকে বলিয়া ইহার প্রতিকার করিতে পারিবে। এই স্থির করিয়া তিনি রাজপুরীর অভিমুখে গমন করেন। চপলাও তাঁহার নিকট পূর্ব্বাপর সমুদায় বৃত্তান্ত-শ্রবণে একান্ত কাতর হইয়া ভূপালের বাটীতে যাইবার উদ্দেশে পুরী হইতে বহির্গত

হইয়াছে, এমন সময় সুষেণ গিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন। সুষেণের মাতা সুষেণকে জীবিত দেখিয়া এককালে কাঁদিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বাছা! আবার যে তোরে দেখিতে পাইব, ইহা আর মনে ছিল না। আয়, কোলে লইয়া শরীর জুড়াই।" বলিয়া সুষেণকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক চুম্বন করত চপলাকে বলিলেন, "মা! আমার ধনে কাজ নাই; পামর সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুক্। এক্ষণে আমরা তোমার কল্যাণে নগর হইতে পলাইতে পারিলেই বাঁচি। যাও মা, তুমি আপন গৃহে যাও, ঈশ্বর প্রাতঃকালে তোমায় সুখে রাখুন। আমরা এ জন্মের মত তোমাদের দেশ হইতে চলিলাম। আয় বাপ, আর বিলম্ব করিস না, এখনি আবার লইয়া যাইবে।"

চপলা। মা, তোমার কিছুই সঙ্গতি দেখিতেছি না, কিরূপে বিদেশে গিয়া বাস করিবে?

"ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিব। তথাপি এক মুহূর্ত্তের জন্যও এ পাপরাজ্যে থাকিব না।"

"মা, কাছে আর কিছুই নাই, অলঙ্কার কয়খানি গ্রহণ কর।"

সুষেণের মাতা চপলাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অলঙ্কার গ্রহণ পূর্ব্বক সুষেণের সহিত সত্বর-পদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

চপলা পুনঃপুনঃ ঐ সকল বিষয়ের আন্দোলনে একান্ত কাতর হইয়া ভূপালকে আদ্যোপান্ত জানাইবার অভিপ্রায়ে গমন করে, এমন সময় দেখিল অশ্বারূঢ় দুই জন সৈনিক পুরুষ রাজবাটীর সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভূপালসিংহের ভবনের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইতেছে। দেখিয়া গমনে ক্ষান্ত হইল ও ক্ষুণ্নমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"শর্ম্ম নৈবাধিগচ্ছামি চিন্তয়ন্নিশং বিভো ! ॥"

—মহাভারত।

ভূপাল আপন ভবনে একাকী বসিয়া আছেন, হৃদয় নিতান্ত উদ্বিগ্ন রাজ্যের ইদানীন্তন অবস্থার বিষয় ভাবিয়াই আকুল। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, সেই দিক্ই শূন্য, বিপদে আকীর্ণ,—বিপক্ষে বেষ্টিত। এক্ষণে কাশ্মীর নগরে এমন কেহই নাই যে, তাদৃশ বিপক্ষের আক্রমণ হইতে নগরীকে নিরাপদে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। বিপক্ষগণ প্রবল-পরাক্রান্ত, কাশ্মীর নগরও একান্ত বলহীন। জয়সিংহ যুদ্ধে নিপুণ বটেন; কিন্তু বৃদ্ধ, তাহাতে নিরন্তর রোগভোগ করিতেছেন, মানসিক বলও নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। অমরসিংহের পিতা প্রায় তিন মাস হইল, বীরসেনের কন্যার বিবাহোপলক্ষে কুসুমপুরীতে গিয়াছেন, অদ্যাপি আসিতেছেন না। বিবাহের কি হইল, তাহারও সমাচার পাওয়া যাই-তেছে না। ইহার সেনাপতিও বিনষ্ট হইয়াছে। আপনিও বহুদিবস যুদ্ধচর্য্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন; রাজ্য বিপক্ষে আক্রমণ করিলে একাই বা কিরূপে তাহাদের সম্মুখীন হন। সৈন্যগণও যুদ্ধে যুদ্ধে ক্রমশঃ লয় প্রাপ্ত হইতেছে। এদিকে উত্তরে পর্ব্বতীয়গণ, দক্ষিণে যবনগণ কাশ্মীরের প্রবল শত্রু,—অহরহঃ ছিদ্র অনুসন্ধান করিতেছে। কিরাতগণও যে

সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না ; সুযোগ পাইলে তাহারাও যে কোন প্রবল শত্রুর সহিত মিলিত হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্বেতকেতুর মৃত্যুর পর তাঁহারও হতাবশিষ্ট সৈন্যগণের অদ্যাপি উদ্দেশ নাই। নিশ্চয়ই তাহারা প্রবল-পরাক্রান্ত মুসলমান বা পর্ব্বতীয়-গণের সহিত মিলিত হইয়াছে ; রাজ্যও নিরুপদ্রব নহে। অমরকেতন রাজ্যচ্যুত হওয়াতে অনেকেই জয়সিংহ ও অমরসিংহের উপর বিরক্ত হইয়া আছেন, সুবিধামতে তাঁহারাও অনিষ্টাচরণ করিতে ক্ষান্ত থাকিবেন না। অথচ রাজ্যের আয় বা রাজকোষে তাদৃশ অর্থসঙ্গতিও নাই যে, এক্ষণে নূতন সৈন্য নিযুক্ত করা যাইতে পারে। প্রজাগণও পর্ব্বতীয়দিগের উৎপাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, সৈন্যের জন্যও তাহারা কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারিবে না। বিষম বিপদ্ উপস্থিত! ভূপালসিংহ ভাবিয়া আকুল, কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না ; করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া শূন্যমনে এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেছেন, কিছুই স্থির হইতেছে না ; হৃদয় উৎকলিকাকুল—অস্থির। এমন সময় দুইজন সৈনিক পুরুষ সম্মুখে আগমন করিয়া সবিশেষ সম্মান সহকারে ভূপালের হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রখানি উন্মুক্ত ও উপরে অমরসিংহের নাম লেখা ;—দেখিয়া ভূপাল তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলে, তাহারা বলিল, "ধর্ম্মাবতার, পাঠানেরা কুসুমনগরী অবরোধ করাতে মহারাজ বীরসেন কল্য সমস্ত রাত্রি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, প্রভাতে এই পত্র লিখিয়া আমাদিগকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়াছেন। মহারাজ পত্রদর্শনে আপনার নাম করিয়া বলিলেন, 'তাঁহার নিকট গিয়া পত্র প্রদান কর ; তিনি যেমত আজ্ঞা করিবেন, সেইমতই হইবে' পত্রের পৃষ্ঠে কি লিখিয়াও দিয়াছেন।" ভূপাল পত্রখানি পাঠ করিয়া এককালে

চমকিত হইয়া উঠিলেন ; ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত ! যবনরাজ বীরসেনের কন্যাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছে, পরন্তু প্রবল-পরাক্রমে পরশ্বঃ অপরাহ্নে কাশ্মীরের দক্ষিণপূর্ব্ব ভাগ অধিকার করিয়া এক্ষণে কুসুম-নগরীর ভূপতি বীরসেনের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। মুসলমানেরা বীর-সেনকে পরাস্ত করিতে পারিলেই কাশ্মীরের প্রধান প্রধান নগর আক্রমণ করিবে। বীরসেন মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে অশক্ত—দুর্গ হইতে সাহায্য চাহিতেছেন। জয়সিংহ পত্রপৃষ্ঠে "সাহায্য একান্ত কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ অমরের পিতা সে স্থলে রহিয়াছেন, তিনি যুদ্ধকার্য্যে তাদৃশ পটু নহেন!"—লিখিয়াছেন। দেখিয়া ভূপাল তাহার নিম্নে "অন্ততঃ দুই সহস্র সৈন্য বীরসেনের সাহায্যার্থে গমন করুক" লিখিয়া অঙ্গুরীয়মুদ্রায় আপনার নাম মুদ্রিত করিয়া, এক জন অনুচরকে অমরসিংহের নিকট পাঠাইলেন, অন্য এক জনকে বলিলেন, "তুমি গিয়া এই মুহূর্ত্তেই দুই সহস্র সৈন্যকে সজ্জিত হইতে আদেশ কর। ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিও না। বলিবে, 'যুদ্ধবেশে এখনি কুসুমনগরীতে যাইতে হইবে। অবশিষ্ট সৈন্য-দিগকে সাবধানে থাকিতে হইবে।' আসিবার সময় মহারাজ জয়-সিংহকে বলিয়া আসিবে যে, বীরসেনের সাহায্য জন্য দুর্গ হইতে দুই সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইল। রাজপুরীর রক্ষার জন্য যে সকল সৈন্য নিযুক্ত রহিয়াছে, তাহাদিগকেও বলিবে, যেন অন্ধকার রাত্রে অতি সাবধানে পুরী রক্ষা করে।"

ভূপালসিংহ সকলকে বিদায় করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিতচিত্ত হইয়া উঠিলেন। যবনরাজ প্রবল-পরাক্রান্ত, কিসে যে তাহার হস্ত হইতে নগ-রীকে রক্ষা করিবেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে তাঁহার অনুচর আসিয়া ভূপালের হস্তে অমরসিংহের পত্র প্রদান করিল। ভূপাল পত্র মোচন করিয়া দেখিলেন, "ভূপাল, উত্তম

বিবেচনা করিয়াছ। আমি পীড়িত, উঠিবার শক্তি নাই, পিতা বীর-সেনের রাজ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার নিকট কতিপয় মাত্র সৈন্য রহিয়াছে। তিনিও যুদ্ধে একান্ত ভীত, যবনগণ প্রবল-পরাক্রান্ত; অত-এব আমার দুর্গস্থ সৈন্যগণ সসজ্জ হইয়া তোমার নিকট যাইতেছে, তাহা-দিগকেও ঐ সঙ্গে পাঠাইবে এবং প্রধান দুর্গ হইতে আরও কতিপয় সৈন্য সসজ্জ করিয়া কুসুমনগরী ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থাপিত করিবে। বীরসেন পরাস্ত হইলেও মুসলমানেরা যাহাতে সহজে নগর আক্রমণ করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে সাবধান থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।"

ভূপাল তৎক্ষণাৎ অমরসিংহের পত্রমত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সৈন্যাদি প্রেরণ করিতে প্রায় সন্ধ্যা অতীত হইল। ভূপাল-সিংহ সেই অনিয়ত পরিশ্রমে ও চিন্তায় একান্ত কাতর হইয়াছেন। সৈন্যগণ নগরসীমা অতিক্রম করিলে তিনি আপন ভবনে আসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"শোকোপহেতেন মৃত্যো চ ক্ষত্রিয়ে নাস্তি তে সমঃ।"

—মহাভারত।

রাত্রি প্রায় একপ্রহর অতীত। সমুদায় নিস্তব্ধ, রাজপথে জন-প্রাণীর নামমাত্র নাই। প্রহরিগণ সর্ব্বদা সাবধানে আপন আপন অধি-কারে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ও ক্ষণে ক্ষণে ঘন ঘন ভীষণ চীৎকার করি-তেছে, গম্ভীর ঘর্ঘর স্বর, শ্রবণে হৃদয় আকুল হইয়া উঠে। আজ কাশ্মীর

নগরীর নয়নে নিদ্রা নাই। সর্ব্বদাই সাবধান, কখন্ যবনগণ আসিয়া নগরী আক্রমণ করে—এই ভয়েই আকুল। রাজপুরীর চতুর্দ্দিকে সৈন্য-গণ ভ্রমণ করিতেছে, হস্তে উলঙ্গ তরবাল; শব্দমাত্রে দলবদ্ধ হইয়া সেই দিকে গমন করিতেছে; কাহারও নিস্তার নাই, সম্মুখে পড়িলে পিতারও নিষ্কৃতি নাই। রাত্রি ঘোর অন্ধকার—এমন সময়ও কোন্ নিঃশঙ্ক-চিত্ত সাহসে ভর করিয়া একাকী রাজপথ দিয়া গমন করি-তেছে? বসনে সর্ব্বশরীর আবৃত, হস্তে যষ্টি, শীতে অনবরত কম্পিত হই-তেছে? কাশ্মীরে এমন অসীম সাহসী কে আছে যে, প্রাণে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মৃত্যুমুখে পদার্পণ করিয়াছে? কি সর্ব্বনাশ! সেই বৃদ্ধ চিকিৎ-সক। প্রাণভয়ে "আসিতেছি" বলিয়া তখন সেই অমরসিংহের অনুচরের নিকট হইতে পলাইয়া এক স্থলে লুক্কায়িত ছিলেন। নগরীর আকস্মিক গোলযোগের বিষয় কিছুই জানিতেন না। সুতরাং সমুদায় নিস্তব্ধ হইলে নিঃশঙ্কচিত্তে চপলার উদ্দেশেই রাজপুরীর অভিমুখে গমন করিতেছেন!

পাঠক! যখন এই কন্দর্পের অলঙ্ঘ্য শাসনে মুহূর্ত্ত-মধ্যে সর্ব্বদেব-পিতামহ ব্রহ্মারও চিত্ত উন্মাদিত হইয়াছিল, কন্যা বলিয়াও জ্ঞান ছিল না, দেবাদিদেব মহাদেবও যখন নারায়ণী মোহিনী মূর্ত্তি-দর্শনে যার পর নাই ঘৃণিত ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন যে এই চিকিৎসক সুবিচক্ষণ রাজবৈদ্য বলিয়াই কামিনীর কমনীয় মাধুরী-দর্শনে ও সেই আশ্বাসপ্রদ বাক্য-শ্রবণে আত্মাকে ঐ মোহিনী মায়া হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে পারিবেন, এ আশা নিতান্ত দুরাশামাত্র। চিকিৎসক যে অবস্থায় পড়িয়াছিলেন, সে অবস্থায় পড়িলে কোনও জ্ঞানী, কোনও বিনয়ীই স্বীয় আত্মার উপর প্রভুত্ব-সংস্থাপনে সমর্থ হন না। সহজ চিত্তে চিকিৎসকের উপর অনায়াসে দোষারোপ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঐরূপ অনুরক্ত চিত্তে তাঁহার উপর দোষারোপ করা নিতান্ত সুকঠিন। চপলার মায়াতেই তিনি মুগ্ধ হইয়া-

ছিলেন, চপলার হাবভাব-দর্শনেই তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন, এক্ষণেও উদ্রিক্তমনে সেই চপলার আশাতেই চলিয়াছেন। এত যে রাত্রি হইয়াছে, জ্ঞান নাই,—এক-মনেই চলিয়াছেন। প্রহরিগণ জিজ্ঞাসা করিলে "রাজকন্যা অম্বালিকার বিশেষ পীড়া উপস্থিত, রাজবাটীতে যাইতেছি" বলিলেন। প্রহরিগণ চিকিৎসকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কেহই তাঁহার গতিরোধ করিল না। চিকিৎসক নির্ব্বিঘ্নে চলিয়াছেন, শীতে ভ্রূক্ষেপ নাই, হিমপাতেও দৃক্‌পাত নাই, মনের উল্লাসে একমনে রাজপুরীর অভিমুখেই গমন করিতেছেন,অদূরেই রাজভবন দেখা যাইতেছে। এমন সময় চিকিৎসক সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন, চাহিয়া দেখেন, পশ্চাতে দুই জন দীর্ঘাকার পুরুষ কৃষ্ণবসনে সর্ব্বশরীর অবগুণ্ঠিত করিয়া আসিতেছে। দেখিবামাত্র ভয়ে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন,--সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া ভয়বিকৃত-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কে ? কোথায় যাইতেছ ?"—

"আপনাকে আনিবার নিমিত্ত অম্বালিকা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।"

আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। "কন্যান্তঃপুরে পুরুষের থাকা অসম্ভব।"

"আমরা ষণ্ড, অদ্য বিপক্ষের আক্রমণ-ভয়ে অন্তঃপুর-রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছি।"

"বিপক্ষ ?"

"পরে বলিব, এক্ষণে শীঘ্র চলুন।"

"রাত্রিতে তোমাদিগকে পাঠাইবার কারণ ?"

"তাঁহার বিশেষ পীড়া উপস্থিত,—সন্ধ্যার সময় আমরা আপনাকে ডাকিতে গিয়াছিলাম, নূতন লোক, বাটী চিনিতে পারি নাই ; এতক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম, পথে আপনার সাক্ষাৎ পাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছি।"

"আমাকে কিরূপে চিনিতে পারিলে?"

"প্রহরীদিগের নিকট পরিচয়ে।"

চিকিৎসক বিষম বিপদে পড়িলেন, ভাবিলেন, 'আমি প্রহরীদিগের হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার প্রত্যাশায় যে মিথ্যা ছল করিয়া আসিয়াছি, ইহারা তাহারই অনুকরণ করিতেছে।" আবার ভাবিলেন, "হইতেও পারে, অম্বালিকার ত পীড়ার অভাব নাই! যাহা হউক, আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধাই হইয়াছে।" সন্তুষ্টমনে অগ্রসর হইলেন, সম্মুখেই রাজভবন। অনুচরগণ বলিল, "মহাশয়! রাজবাটীর সম্মুখদ্বার দিয়া যাইতে পারিবেন না, দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে, কোন মতেই দ্বার খুলিবে না। আমরা নূতন লোক, বিশেষ জানিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অবশ্যই আপনার কোন গুপ্ত দ্বার জানা থাকিতে পারে, সেই পথ দিয়া চলুন।"

"রাত্রি কি এত অধিক হইয়াছে?"

"এক প্রহর উত্তীর্ণ।"

"তবে ত সকলে নিদ্রিত হইয়াছে, আর যাইব না।"

"যাইতেই হইবে।"

"কিরূপে যাইব? সে দ্বারও ত রুদ্ধ।"

"সহজে মোচন করা যাইবে।"

চিকিৎসক কি করেন, যাইতেই হইল। পদমাত্র গমন করিয়াই পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন—একজন মাত্র আসিতেছে। দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর একজন কোথায়?"

"আসিতেছে, আপনি চলুন।"

এমন সময় রাজবাটীর সম্মুখে মহা-গোলযোগ উপস্থিত—সৈন্যগণ বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছিল, কোলাহল-শ্রবণে সেই দিকেই ধাবমান হইল।

চিকি। এত রাত্রিতে কোলাহলের কারণ কি ?

"আপনি বিপদ্ করিলেন দেখিতেছি, শীঘ্র চলুন, বাটীর ভিতরে লিব।"

চিকিৎসক উহার কথায় ভীত হইয়া সত্বরপদে গুপ্ত দ্বারের নিকট গমন করিলেন। সে স্থলে যাইবামাত্র চিকিৎসকের মনে সহসা দ্বার-মোচনের উপায় স্মরণ হইল। সহজে দ্বার মোচন করিয়া অন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রোধ করিলেন, নিকটে আর কেহই নাই। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখেন, কাহাকেও দেখিতে পান না। অন্তরে বিষম শঙ্কা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "কখনই সেই অনুচর মনুষ্য নহে। মনুষ্য কি অত দীর্ঘাকার হইয়া থাকে ?—নিশ্চয়ই কোন ভূত আমার পশ্চাৎ লইয়াছে। এখনি মারিয়া ফেলিবে।" ভয়ে একান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে একটী গৃহ দেখিয়া আশ্রয় জন্য সেই দিকে ধাবমান হইলেন,—কপাট রুদ্ধ ! আর উপায়ান্তর নাই, অচেতনের ন্যায় সেই স্থানে পড়িয়া বিকৃত-স্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, অন্তরস্থ রক্ষকগণ সসম্ভ্রমে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। মহা-গোলযোগ উপস্থিত। রাজবাটীর সকলেই জাগিয়া উঠিলেন, বুঝি যবনেরা পুরী আক্রমণ করিয়াছে,—সকলেই শঙ্কিত। তৎক্ষণাৎ গৃহদ্বার, গবাক্ষমার্গ উন্মুক্ত হইল—"কি হইয়াছে, এত রাত্রিতে গোলযোগের কারণ কি ?"—"আর কিছুই নয়, চিকিৎসক বাটীমধ্যে অচেতন পড়িয়া চীৎকার করিতেছেন"—"কি জন্য ?"—"জানি না।" পুরীমধ্যে এই গোলযোগ হইতেছে, এমন সময় নগরের দক্ষিণ ভাগ সহসা অগ্নিময় হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা গগনতল স্পর্শ করিল ও দগ্ধ মানবগণের আর্ত্তনাদে কাশ্মীর নগর আকুল হইয়া উঠিল,—সঙ্গে ভয়ঙ্কর কোলাহল,—উদ্ভ্রান্তচিত্তে সকলেই সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে সঘনে দামামা বাদিত হইতে লাগিল, দুর্গস্থ

সৈন্যগণ সসজ্জ হইয়া বাহিরে দণ্ডায়মান,—কি হইয়াছে, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে না। এমন সময় এই কোলাহল উঠিল যে, "পাঠানেরা অমরসিংহের পুরী লুণ্ঠন করিয়া অগ্নি প্রদান করিয়াছে। শীঘ্রই রাজপুরী-অভিমুখে আগমন করিবে, সাবধান—ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত! আবার কিরাতগণও দলবদ্ধ হইয়া বন হইতে বহির্গত হইয়াছে, রাজ্যের পশ্চিম সীমা লুণ্ঠন করিতেছে। এবার কাশ্মীর রাজ্য সমূলে বিনষ্ট হইল, সাবধান।"—সকলেরই হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল, ভয়ে হস্ত-পদ আড়ষ্ট, নগরী আর্ত্তনাদে পরিপূরিত। আর নিস্তার নাই, বিপক্ষগণ নগরময় অগ্নি প্রদান করিয়াছে, সমুদায় অগ্নিময়— ভয়ঙ্কর জ্বালায় চতুর্দ্দিক্ দগ্ধ হইতেছে।

ভূপালসিংহ শশব্যস্তে বাটীর বাহিরে আসিয়া দেখেন রাজ্যের চতুর্দ্দিকেই প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে ও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার করুণ আর্ত্তনাদে নগরী আকুল হইয়া উঠিয়াছে। ভূপাল উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে কতিপয় অনুচর লইয়াই রাজবাটীর অভিমুখে গমন করিবেন, পথিমধ্যে কিরাতগণ আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করিল। ভূপাল একাকী, কতিপয় অনুচর মাত্র সহায়; কিরাতদল অসংখ্য। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ভূপাল কিরাত-হস্তে রুদ্ধ হইলেন। ওদিকে পর্ব্বতীয়গণ জলস্রোতের ন্যায় আসিয়া প্রধান দুর্গ অবরোধ করিল, সঘনে পর্ব্বতীয়নাথ পর্ব্বতকের জয় উদ্‌ঘোষিত হইতে লাগিল। এ দিকে পাঠানদলেও ঘন ঘন যবনরাজের জয়ধ্বনি উদ্‌গত হইতেছে, কিরাতদলেও জয়শব্দের বিরাম নাই,—বিপক্ষের জয়ধ্বনিতে নারীকুল আকুল হইয়া উঠিল—আর রক্ষা নাই, চতুর্দ্দিকেই আর্ত্তনাদ, দগ্ধ ব্যক্তিগণের কষ্টজনিত বিকৃত কণ্ঠস্বর ও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনিতে কর্ণ বধির হইয়া উঠিল।

রাজপুরীতেও বিপদের সীমা নাই,—ভয়ঙ্কর বিপদ্ উপস্থিত!

চিকিৎসকের সহিত যে ব্যক্তি অনুচরবেশে কন্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই ব্যক্তি গুপ্ত-দ্বার মোচন করিয়া দিয়াছে। প্রবলপ্রতাপ পক্ষতীয়গণ কন্যাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছে। কন্যাপুরী রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিষম আর্ত্তনাদ, শুনিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, পাষাণও বিদলিত হইয়া যায়। অবলা বলহীন, নিঃসহায়: তাহাদিগের প্রতি পামর দস্যুদিগের বলপ্রকাশ! বিপক্ষের পদদলিত রমণীর করুণ কণ্ঠস্বর!—কি ভয়ঙ্কর!—আর সহ্য হয় না। হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল; কাহারও নিষেধ মানিলেন না, চন্দ্রকেতু বিষমবেগে কারাগার হইতে বহির্গত হইলেন, অবরুদ্ধ কিরাতগণকে মোচন করিলেন। বারংবার প্রার্থনাতেও কারাধ্যক্ষ ভূপালসিংহের নিষেধক্রমে অস্ত্রাদি প্রদান করিতে সম্মত হইল না।—"এখনি অস্ত্রাদি প্রদান কর্, নতুবা প্রাণে বিনাশ করিব,—এখনি অস্ত্রাগার দেখাইয়া দে মারিলাম।" কারাধ্যক্ষ প্রাণের ভয়ে অস্ত্রগৃহ দেখাইয়া দিল। কুমার কিরাতগণকে সশস্ত্র করিয়া এককালে উন্মত্তের ন্যায়—বাতুলের ন্যায় বিপক্ষ আক্রমণ করিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি পলকে শত শত শত্রু বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভীষণ মূর্ত্তি!—দেখিলে হৃদয় কম্পিত হয়; ভীষণ পরাক্রম—বুদ্ধির অগম্য, সেই করাল করবালের সম্মুখে আজ যমেরও নিস্তার নাই। ঘন ঘন সিংহনাদ, ঘন ঘন আঘাতের শব্দ—বিপক্ষগণ সমূলে ধরাশায়ী হইতেছে। অসীম সাহস—বর্ণনার অতীত, একা চন্দ্রকেতু শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন, —বিপক্ষগণ যে দিকে দৃষ্টিপাত করে, সেই দিকেই সেই কাল-কৃতান্ত দুরন্ত অসি-হস্তে দণ্ডায়মান, প্রাণ-বিয়োগে নিমিষের অপেক্ষা সহিতেছে না। ভয়ঙ্কর প্রতাপ,—কেহ কখন দেখে নাই, শুনে নাই। মুহূর্ত্তের মধ্যে বিপক্ষবল সমূলে নির্ম্মূল হইল। পুরীমধ্যে বিপক্ষের নামমাত্র নাই। কুমার রণমদে মত্ত হইয়াছেন,—ক্লান্ত নাই, কিরাতদলে পরিবেষ্টিত

হইয়া তৎক্ষণাৎ বাটীর বহির্গত হইলেন। সম্মুখেই বিনষ্ট শত্রুর শূন্য অশ্ব দণ্ডায়মান—পরিচিতের ন্যায় সবলে কশাঘাত করিলেন, অশ্ব তীর-বেগে ধাবিত হইল, যেদিকে ঘন ঘন বুদ্ধদেবের জয় উদ্‌ঘোষিত হইতে-ছিল, সেই দিকেই ধাবিত হইল। পথে বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়াও কিরাত-সৈন্য-বোধে কিছুই বলিল না। উনিও কাহারও প্রতি কোনরূপ বিপক্ষতাচরণ করিলেন না, অভিপ্রেত দিকেই গমন করিতে লাগিলেন। অদূরেই কিরাতগণ ভূপালকে রুদ্ধ করিয়া অকুতোভয়ে দেশ লুণ্ঠন করিতেছে—"ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।" বহুদিনের পর কুমারকে দেখিতে পাইয়া কিরাতদল আহ্লাদে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিল ও গগন-স্পর্শী জয়ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। কুমার তাহা-দিগের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া ভূপালের নিকট গমন করিলেন। ভূপাল তাঁহাকে দেখিয়া এককালে চমকিতভাবে বলিলেন, "আপনার কি এইরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য হইয়াছে?"

"আপনি আমাকে বিপক্ষভাবে দেখিবেন না, বিপক্ষেরা রাজপুরীর অন্তর অবধি প্রবেশ করিলে আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি নাই, রুদ্ধ কিরাতগণকে মোচন করিয়া বিপক্ষ-বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি; আপনি এক্ষণে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন না, রাজপুরীর অভিমুখেই গমন করুন। সেখানে যে সকল সৈন্য আছে, তাহাদিগের কিছুমাত্র সাহস নাই; তাহাদের হস্তে পুরীর রক্ষাভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। তাহারা নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। শুনিলাম, বিপক্ষগণ দুর্গও অধিকার করিয়াছে। এক্ষণে তাহার উদ্ধারে ক্ষান্ত হইয়া আপনি পুরীর রক্ষা-বিধানে সচেষ্ট হউন। আমি কিরাত-সৈন্য লইয়া দুর্গ-উদ্ধারের চেষ্টায় চলিলাম। কতিপয় কিরাত-সৈন্য সমভিব্যাহারে গমন করিলে আত্মীয়-বোধে কেহই আপনার বিপক্ষতাচরণ করিবে না। বোধ হয়, পর্ব্বতীয়গণ

কিরাতগণের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়াই নগর আক্রমণ করিয়াছে।" কিরাতগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "হাঁ মহারাজ! উহারাই আমাদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধেক অংশ দিবে বলিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। শুদ্ধ রাজ্যের লোভ নয়, আপনার উদ্ধারের জন্য আমরা উহাতে সম্মত হইয়াছি। আর যে যবনসৈন্যের জয়ধ্বনি শুনিতেছেন, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা; উহারাই কতক যবন, কতক পর্ব্বতীয় হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নগর আক্রমণ করিয়াছে।"

ভূপাল শুনিয়া এককালে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন, বন্ধন মোচন করিলে প্রীতিভরে চন্দ্রকেতু আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "কি বলিব, কিছুই বলিবার ক্ষমতা নাই। যদি জীবিত থাকি, কল্য দেখা হইবে। মহাশয়, এদেশীয় সৈন্যগণ আপনাকে চিনিতে না পারিয়া পাছে আপনাকে বিপক্ষ মনে করে, এই জন্য আপনিও আমার অনুচরদিগকে লইয়া গমন করুন।" বলিয়া ভূপাল কতিপয় কিরাতসৈন্য-সমভিব্যাহারে রাজপুরীর অভিমুখে গমন করিলেন। চন্দ্রকেতু অসংখ্য কিরাতদলে ও ভূপালের কতিপয় অনুচরে বেষ্টিত হইয়া দুর্গাভিমুখে গমন করেন, দক্ষিণে ভয়ঙ্কর কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল—অবিচলিত-চিত্তে তৎক্ষণাৎ সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন, দেখেন—অগণ্য সেনা দক্ষিণদিক্ হইতে আগমন করিতেছে, ভূপালের একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন, "কিরাতগণ চিনিতে পারিবে না, অতএব তুমি শীঘ্র যাও, গোপনে দেখিয়া আইস, ইহারা কোথা হইতে আসিতেছে।"

অনুচর আজ্ঞামাত্র সেই স্থলে গমন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! ঈশ্বর আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়াছেন, আর চিন্তা নাই। কাশ্মীরের সৈন্যগণ কাশ্মীরেই প্রত্যাগমন করিয়াছে, যাহারা কুসুমনগরীতে বীরসেনের সাহায্যার্থ গমন করিয়াছিল, যে সৈন্যগণ কুসুমনগরী

ও কাশ্মীরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত ছিল, এবং যাহারা অমরসিংহের পিতার সহিত এত দিন কুসুমনগরীতেই অবস্থান করিতেছিল, তাহারাই আসিয়াছে। অমরসিংহের পিতা, রাজ্য বিপক্ষে বেষ্টিত শুনিয়া, পলায়ন করিয়াছেন ; সৈন্যগণ কাশ্মীরেই আসিয়াছে ; কুসুমপুরীর অবরোধ বা বীরসেনের সহিত পাঠানদিগের যুদ্ধ সমুদায়ই মিথ্যা, অমরসিংহের পিতা ও তাঁহার অনুগত সৈন্যগণ প্রাতে সেই স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে : কুসুমনগরী নিরুপদ্রব, বোধ হয়, কেহ শঠতা করিয়াই এইরূপ আচরণ করিয়া থাকিবে।"

চন্দ্রকেতু এই কথা শুনিবামাত্র এককালে আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন, বিষম উৎসাহে সৈন্যদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, কতকগুলিকে অমরসিংহের পুরীর অভিমুখে পাঠাইলেন, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া আপনিও দুর্গ অবরোধ করিলেন। বিপক্ষ সৈন্যের সহিত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল। চন্দ্রকেতু নিজে অসীম সাহসী, ভয়ঙ্কর যোদ্ধা, তাহাতে অসংখ্য সৈন্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, আর কাহার সাধ্য !—পৃথিবীতে এমন কোন যোদ্ধাই নাই যে, এক্ষণে তাঁহার সম্মুখীন হয়,—তাঁহার সম্মুখে দুই দণ্ড বিপক্ষভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে সাহসে ভর করিয়া মনুষ্যের অগম্য স্থলেও অবলীলাক্রমেই গমন করিতেছেন. ভয়ে ভীত বিপক্ষের হৃদয় মথিত করিতেছেন। শরীরে ভয়, দয়া কি স্নেহের নামমাত্র নাই—পাষাণে নির্ম্মিত, হৃদয় লোহে গঠিত। বিপক্ষগণ তাঁহার অসীম সাহস, অসাধারণ পরাক্রম, অসামান্য যুদ্ধকৌশল দর্শনে পলায়ন করিতে লাগিল। অন্তর হইতে রাজ্যের আশা তিরোহিত লইল, প্রাণ লইয়াই আকুল—যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া প্রাণ-ভয়ে নগরসীমা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিগহ্বরে, গহন অরণ্যে, পর্ব্বতশিখরে পলায়ন করিতে লাগিল। চন্দ্রকেতু ভীম-পরাক্রমে তাহাদিগের অনুধাবন করিতে লাগিলেন। অমর-

সিংহের পুরী হইতে সেই সকল সৈন্যগণও আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সবলে সৈন্যমধ্যে ঘন ঘন জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে সমুদায় নিরুপদ্রব, রাজ্যে বিপদের নাম পর্য্যন্ত নাই, সমুদায় বিনষ্ট হইয়াছে ও পলায়ন করিয়াছে, রাত্রিও শেষ হইয়া পড়িয়াছে। তপন-দেব বিপক্ষের সদ্যঃক্ষরিত রুধিরে চর্চ্চিত হইয়াই যেন পূর্ব্বাশায় প্রকাশমান হইলেন, কুমারের জয়াশাও এতক্ষণের পর স্থিরীকৃত হইল।—কুত্রাপি বিপক্ষের নামগন্ধ নাই। কুমার জয়োল্লাসে সৈন্যদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া রাজপুরীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সৈন্যমধ্যে অত্যুন্নত জয়-পতাকা উড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেক সৈন্যের স্কন্ধোপরি নিষ্কোষিত অসি অবস্থাপিত হইল—রবিকরে উদ্ভাসিত, মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর! সৈন্যগণ রাজবাটী-অভিমুখেই অগ্রসর। কাশ্মীর-সৈন্যগণের নিকট আবশ্যকমতে ব্যবহারের জন্য এক একটা বংশী থাকিত, যুদ্ধে জয় হইলে তাহারা সেই বংশীধ্বনি করিতে করিতে দুর্গে আগমন করিত। এক্ষণে সেই অসংখ্য বংশী সমস্বরে বাজিয়া উঠিল। প্রকাণ্ডকায় অশ্বগণ বংশীনিনাদে নাচিতে নাচিতে পুরীর অভিমুখে চলিল। কাশ্মীর নগরের আর আহ্লাদের সীমা নাই; এই মৃত্যু-শয্যায় শয়ন,—পরক্ষণেই উন্নত অট্টালিকায় আরোহণ। যাহা স্বপ্নের অগোচর, কল্পনার অতীত, কাশ্মীর-ভাগ্যে আজ তাহাই ঘটিয়াছে। সকলেই রাজপথে, প্রাসাদশিখরে, গবাক্ষ-মার্গে দণ্ডায়মান,—মনের উল্লাসে কুমারের আশীর্ব্বাদ ও জয়োদ্ঘোষণ করিতেছে। কুমার আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গমন করিতেছেন।

অদূরেই রাজভবন,—উপরে বিচিত্রবর্ণের পতাকা উড়িতেছে ও মনোহর-স্বরে ভেরী বাদিত হইতেছে। ভবনদ্বারে সৈন্যগণ দণ্ডায়মান, অগ্রে ভূপাল ও জয়সিংহ অশ্বে আরূঢ় রহিয়াছেন, অব্যবহিত পশ্চাতেই

নগরীর প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অশ্বপৃষ্ঠে অবস্থিত,—কুমারের অভ্যর্থনার জন্যই দণ্ডায়মান।

কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন, সকলে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রমোদভরে কুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। অবশেষে সকলে পুর-মধ্যে আগমন করিয়া প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলে রমণীগণ কুমারের মস্তকে পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।

চপলা অম্বালিকার হস্তে পুষ্প প্রদান করিল, অম্বালিকা সজল-নয়নে বলিলেন,"সখি! তুমি যাঁহার উদ্দেশে আমার হস্তে পুষ্প প্রদান করিলে, তিনি আমার; তোমার প্রীতি-প্রদত্ত পুষ্প আমি যতনে অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিলাম, প্রাণ-সত্ত্বে কাহাকেও দিব না, সময়ে তাঁহাকেই প্রদান করিব। বলিব—'নাথ! চপলার প্রীতিপ্রদত্ত ধন, যতনে হৃদয়ে রাখিয়াছিলাম, প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর; প্রিয়সখীর প্রণয় রক্ষা করিয়া অধীনীর মুখ উজ্জ্বল কর'।" চপলা বলিল, "সখি! এমন দিন কবে হইবে যে, তোমাকে উঁহার বামে বসাইয়া পৃথিবীর সৌন্দর্য্য একত্র করিব, তুমি উঁহার প্রেয়সী হইবে, উনি তোমার প্রিয়তম হইবেন? কল্পনার ধন—স্বপনের ধন কি চক্ষে দেখিতে পাইবে?" অম্বালিকা রোদন করিতে লাগিলেন। "সখি! ক্ষান্ত হও, অনেক কষ্ট পাইয়াছ, অবশ্যই সুখের দিন উপস্থিত হইবে। এ আকার কি চিরকালই দুঃখ ভোগ করিবে? চন্দ্রানন কি চিরদিনই নয়নজলে ভাসিতে থাকিবে? যামিনী কি চিরকালই নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকেন?—পতিমুখ কি কদাপি দেখিতে পান না? বিধাতার হৃদয় কি পাষাণে নির্ম্মিত,—দয়ার লেশমাত্র নাই যে, এমন কুসুম-সুকুমার আকৃতিকেও চিরকালের জন্য দুঃখসাগরে ভাসাইবেন?"

"সখি, বিধাতাও পুরুষ জাতি, পুরুষের হৃদয়ে দয়ার নামমাত্র নাই।"

"অমন কথা বলিও না, চিকিৎসক আসিয়াছে বলিয়া যে দিন আমি তোমাকে চক্ষের অন্তরাল করিয়াছিলাম, সেই দিন উনি আত্মজ্ঞান-শূন্য হইয়া সর্ব্বসমক্ষে আমাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়াছিলেন, কারাধ্যক্ষ সসম্ভ্রমে উঁহার নিকট আসিয়া আমার অপরাধ জিজ্ঞাসা করিলে, লজ্জায় ক্ষোভে অধোমুখ হইয়া শয্যায় গিয়া শয়ন করেন, সমস্ত দিন কাহারও সহিত আলাপ করেন নাই।"

"পিতা নিদয় হইয়া যদি আমাকে উঁহার আশায় বঞ্চিত করেন, সখি! বলিতে কি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতিনী হইব।"

"তাহা হইলে উঁহার দশা কি হইবে?"

"জন্মান্তরে দেখা করিয়া ক্ষমা চাহিব, পায়ে ধরিব।"

"সখি! মহারাজ কি এতই নিদয় হইবেন? এই বৃদ্ধ-বয়সে তুমিই উঁহার একমাত্র ধন, তুমি মনের দুঃখে আত্মঘাতিনী হইবে চক্ষে দেখিবেন?"

অম্বালিকা চপলার কথায় কর্ণপাত করেন নাই, একদৃষ্টে সজল নয়নে চন্দ্রকেতুকেই দেখিতেছিলেন।

এখানে জয়সিংহ কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া সভা-গৃহে গমন পূর্ব্বক, আপন সিংহাসনের দুই পার্শ্বে যে দুইখানি আসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহার একখানিতে উঁহাকে বসাইয়া ভূপালকে অন্যখানিতে বসিতে বলিলেন, এবং আপনিও আপনার আসনে উপবেশন করিলেন। সভাগৃহ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। সকলেরই বদন হাস্যময়, নয়ন প্রফুল্ল,—চন্দ্রকেতুর মুখেই নিপতিত, আমোদে অনিমেষে দর্শন করিতেছে। কেবল অমরসিংহের আসনে কুমারকে বসিতে দেখিয়া অমরসিংহের পিতারই অন্তরে বিশেষ বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছে,—বিষণ্ণ-বদনে একপার্শ্বে বসিয়া আছেন। ক্রমে সভাস্থ সকলের উচিতমত আলাপাদি সম্পন্ন হইলে, সভাভঙ্গ হয়,

এমন সময় অনুচরগণ একজন বদ্ধ সৈনিককে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া বলিল. "ম রাজ! কল্য রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় কুসুমনগরী হইতে এই রাজদূত আসিয়াছেন. আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার বিশেষ প্রয়োজন. কল্য রাত্রিতেই আপনার নিকট গমন করেন—নিতান্ত আকিঞ্চন. কিন্তু আমরা তাহাতে প্রতিবাদ করিলে আমাদিগের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন. অশ্রাব্য কটু কথাও বলেন. কাজেই আমরা ইহাকে এই ভাবেই রাত্রিতে রাখিয়াছিলাম. এক্ষণে আপনার সম্মুখে আনয়ন করিয়াছি. যাহা বলিতে হয় বলুন।" অনুচর ক্ষান্ত হইলে জয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে? সত্য কহিবে. মিথ্যা কহিলে এখনি প্রাণদণ্ড করিব।" সৈনিক দেখিল. সমুদায় প্রকাশ হইয়াছে. এক্ষণে সত্য কথা ভিন্ন আর বাঁচিবার উপায় নাই; স্থির করিয়া বলিল. "মহারাজ! ভৃত্যমাত্রেরই প্রাণ দিয়াও প্রভুর বাক্য রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। আমিও প্রাণের আশায় এককালে জলাঞ্জলি দিয়া এই কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। অতএব ক্ষমা করিবেন; আমরা আপন জীবনের অধীন নহি. প্রভুরই অধীন,—প্রভু যাহা বলিবেন. অবিচারিত-চিত্তে তাহাই সম্পাদন করিব।—

—মহারাজ! কি প্রাতে কি রাত্রিতে আমরা কখনই কুসুমনগরী হইতে আসি নাই। প্রভাতে কাশ্মীরের সৈন্য-সংখ্যা কমাইবার জন্যই আমরা দূতবেশ ধারণ করিয়াছিলাম, রাত্রিতেও সেই আমরা কখন আপনার অনুচর হইয়া চিকিৎসকের অনুসরণ করিয়াছি. কখন কুসুম-নগরীর দূতও হইয়াছি।"

"তোমরা কিরূপে চিকিৎসককে চিনিতে পারিলে?"

"আমরা সন্ধ্যার সময় আপনার সেনাদল হইতে পলায়ন করিয়া নগরে প্রবেশ করিলে যে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল. "আমরা

কাশ্মীরের সৈন্য, কুসুমনগরীতে যে সকল সৈন্য যাইতেছে, তাহাদিগের মধ্য হইতেই আসিতেছি, বিশেষ সংবাদ আছে, এখনি রাজবাটীতে যাইতে হইবে।'—এই কথা বলিতে লাগিলাম, কেহ কিছুই বলিল না। কিন্তু এরূপে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, অদ্য রাজবাটীর সম্মুখে দুর্গের সৈন্য থাকিবার সম্ভাবনা, অতএব তাহাদিগের নিকট কাশ্মীরদুর্গের সৈন্য বলিয়া পরিচয় দিলে নিশ্চয়ই বিশেষ বিপদ্ ঘটিবে। বিশেষতঃ আমরা গুপ্ত-ভাবেই পুরী প্রবেশ করিব মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু কিরূপে তাহা সম্পাদিত হইবে, ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছি; এমন সময় দেখিলাম, একটী বৃদ্ধ প্রহরীর নিকট বলিতেছে, 'আমি চিকিৎসক, রাজকন্যা অম্বালিকার পীড়া উপস্থিত, এখনি যাইতে হইবে।' শুনিবামাত্র আমাদের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না, চিকিৎসক কিয়দ্দূর গমন করিলেই আমরা সত্বর আসিয়া প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'চিকিৎসক কতদূর যাইতেছেন?' সে প্রকৃত উত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমরা কে?' 'অম্বালিকার বিষম পীড়া উপস্থিত; মহারাজ আমাদিগকে চিকিৎসক ডাকিতে পাঠাইয়াছেন'— বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে তাহার সীমা উত্তীর্ণ হইয়াই মন্দগমনে চিকিৎসকের অনুসরণ করিতে লাগিলাম, চিকিৎসক অনেকদূর থাকিতেন, আমাদের পদশব্দাদি কিছুই শুনিতে পাইতেন না; ক্রমে যখন অন্য প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় দিতেন, তখন আমরা কিয়দ্দূরে দণ্ডায়মান থাকিয়া শুনিতাম; চিকিৎসক প্রহরীর নিকট হইতে কিয়দ্দূর গমন করিলেই আমরা দ্রুতবেগে প্রহরীর নিকট উপস্থিত হইতাম, পূর্ব্ববৎ বলিতে বলিতে গমন করিতাম। এইরূপে রাজপুরীর নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া ভাবিলাম, আর এরূপে চলিবে না। দ্রুতপদে চিকিৎসকের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলাম, তাঁহার সহিত অনেক

বাগ্‌বিতণ্ডাও হইল; পরিশেষে তিনি ক্লান্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজপুরীরর চতুর্দ্দিকে সৈন্যগণ পরিভ্রমণ করিতেছে—দূর হইতে দেখিয়া, আমি কুসুমপুরীর দূত হইলাম ও বাটীর সম্মুখদ্বারে আসিয়া মহা গোলযোগ আরম্ভ করিলাম, কাজেই সৈন্যগণ আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল। তৎপরে আমার সঙ্গী কি কি করিয়াছে, জানি না, আমার গতি আপনি স্বচক্ষেই দেখিতেছেন। এই ভাবেই সমস্ত রাত্রি যাপন করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া জয়সিংহ তাহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক অনুচরকে বলিলেন, "এক্ষণে ইহাকে এই ভাবেই রাখ, পরে যাহা হয় হইবে।" বলিয়া ভূপাল ও চন্দ্রকেতুকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সভাও ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় স্তবক।

"ক্ষত্রিয়-কুমারী হায়! যবন-কিঙ্করী
হইবে হেরিব চক্ষে?—এ ছার নয়নে?"

আহারাদি সম্পন্ন হইলে ভূপাল মহিষীর আকিঞ্চনে চন্দ্রকেতুকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার ভবনে গমন করিয়াছেন। জয়সিংহ আপন শয্যায় শয়ান, উহাঁদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। হৃদয় প্রফুল্ল, চন্দ্রকেতুর অসামান্য বিক্রম স্মরণ করিয়াই পুলকিত ও বিস্মিত। মনে মনে কতই প্রশংসা, কতই স্নেহ করিতেছেন; ভাবিতেছেন, "ধন্য সাহস,

ধন্য বিক্রম লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ প্রতাপ কখন শ্রবণগোচর করি নাই। নিশ্চয়ই কোন মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিরাত-বংশে এরূপ তেজোরাশির উদ্ভব অসম্ভব। শৃগালী কি কখন সিংহশাবক প্রসব করিয়া থাকে? যেখানে জন্মেও সূর্য্যের আলোক প্রবিষ্ট হয় না, সেই অন্ধকারময় গিরিগহ্বর হইতে কি অমৃতকিরণ চন্দ্রমা উৎপন্ন হইবেন? যে আকার, যে কান্তি দর্শন করিলে কন্দর্পও লজ্জিত হন, তাহা কি একটা কৃষ্ণবর্ণা বন্য কিরাতী প্রসব করিবে? কখনই না। নিশ্চয়ই কুমার কোন রাজবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। প্রাণ যায়, রাজ্য-চ্যুত হইতে হয়—সেও স্বীকার, তথাপি লম্পট অমরসিংহের হস্তে কখনই অম্বালিকাকে সমর্পণ করিব না। উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিয়া আত্মাকে চির-সন্তোষে নিমগ্ন করিব। যদি পামর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। বীরসেনের কন্যাকে পাইয়া যবনরাজ যেরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই তিনি আমার পক্ষে থাকিবেন। বিপুলপ্রতাপ পাঠানসেনার সম্মুখে অস্ত্রধারণ করা উহার সাধ্য নহে, করিলে নিশ্চয়ই সমূলে নির্ম্মূল হইতে হইবে। যবনপতি প্রবল-পরাক্রান্ত"—হৃদয় চমকিত হইল। "হয় ত উহা হইতে আমারই সর্ব্বনাশ ঘটিবে। বীরসেনের কন্যাকে গোপনে রাখিয়া একটা কুলটার সহিত উহার বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে, কেহ কিছুই জানিতে পারে নাই, যবনরাজও বীরসেনের কন্যা-বোধে তাহাকে বিবাহ করিয়াছেন; কিন্তু কখনই চিরকাল এ কথা গোপন থাকিবে না। কখন না কখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তখন আমাকেই বিশেষ বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইবে। কারণ, যবনপতি আমাকেই এ বিষয়ের মুখ্য উদ্যোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। প্রকাশে আমারই সর্ব্বনাশ। কিন্তু উপায় কি? লোকমুখে বীরসেনের কন্যার অসামান্য

রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া যখন যবনরাজ উহাকে বিবাহ করিতে এক-কালে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তখন না পাইলে নিশ্চয়ই কাশ্মীরের স্পষ্ট বিরোধী হইতেন, দূতমুখে ঐরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। বীরসেন পরম বন্ধু, বৃদ্ধ ; বৃদ্ধবয়সে একমাত্র কন্যাকে যবন হস্তে সমর্পণ করিয়া একজন হিন্দুরাজার ধন বা জীবনে প্রয়োজন কি ? মরিতে হয়, আপন আপন জাতিকুল লইয়াই মরিব, তথাপি অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছজাতিতে কন্যা সমর্পণ করিব না।—নরাধম যবনের উপভোগার্থ কি ক্ষত্রিয়রমণীর সৃষ্টি হইয়াছে ? জগন্মান্য-ক্ষত্রিয়-কুমারী যবনের দাসী হইবে ? দেবারাধ্য বস্তু কুক্কুরের উপভোগ্য হইবে ? তাহাতেই অনুমোদন করিব ? কখনই হইবে না।—কি আস্পর্দ্ধা ! ক্ষত্রিয়রক্তে ম্লেচ্ছের অভিলাষ ? বামনের চন্দ্রে আকাঙ্ক্ষা ? উত্তম হইয়াছে ; যেমন আশা, তাহার অনুরূপই হইয়াছে ; যদি প্রকাশ হয়, প্রাণে মরিব ; তথাপি আপন পদ হইতে পদমাত্র বিচলিত হইব না।”

জয়সিংহ এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় চন্দ্রকেতু অনুচরের সহিত আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন, জয়সিংহ সাদরে উহঁার হস্তধারণ পূর্ব্বক আপন শয্যায় বসাইয়া বলিলেন, “বৎস, কি বলিব, পৃথিবীতে এমন কিছুই দেখিতে পাই না, যাহাতে তোমার এই উপকারের প্রত্যুপকার সাধন করা যায় ; তুমি না থাকিলে এতক্ষণ কাশ্মীরের যে কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইত, তাহা কল্পনা করিলেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। বৎস ! তোমা হইতেই জীবন পাইয়াছি, তোমা হইতেই অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা আপন আপন ধর্ম্মরক্ষায় সক্ষম হইয়াছে। তুমিই এই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর বিপ্লবে একমাত্র সহায়, একমাত্র অবলম্বন হইয়া কাশ্মীরের রাজসিংহাসন রক্ষা করিয়াছ। তোমার বাহুবলেই জীবন, ধন ও ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে।

কুমার! কি আছে যে, দিয়া হৃদয়ের সন্তোষ বিধান করিব, কিছুই নাই। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, চিরজীবী হও; ঈশ্বরের কাছে কায়-মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, নিরন্তর সুখসন্তোষে কালযাপন কর। তোমার এই অসামান্য, কল্পনার অতীত বলবিক্রম অপেক্ষাকৃত সমধিক পরিবর্দ্ধিত হউক; তুমি এইরূপ ভয়ঙ্কর প্রতাপ ও প্রভাবে সমন্বিত হইয়া নিরন্তর জগতের হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হও; ও যাহার যেরূপ ধর্ম্ম, যেরূপ সম্ভ্রম, তাহা রক্ষা করিয়া ধরাধামে পবিত্রতম যশঃসৌরভে সুরভিত হইয়া সকলের হৃদয়ানন্দ-বিধান কর।"

জয়সিংহের কথা শেষ হইতে না হইতেই ভূপাল উদ্ধতভাবে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন, চক্ষু জবাফুলের ন্যায়- জলে আবৃত; বদন রক্তবর্ণ—ঘর্ম্মাক্ত; ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতেছে; মূর্ত্তি গম্ভীর। জয়সিংহ উঁহাকে ঐরূপ দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "ভূপাল! কি হইয়াছে? সহসা তোমাকে এরূপ দেখিতেছি কেন? কারণ কি?"

ভূপাল নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, নয়নজল নয়নেই শুষ্ক হইল। চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল; শূন্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "নরাধম! তোর মনেও এই ছিল? মুখে মধু, অন্তরে হলাহল! স্বয়ং বিনাশ করিয়া অমরকেতনের নাম! তোর কৌশলে, তোর পরামর্শে মুগ্ধ হইয়া আমি স্বহস্তে আপন পিতৃব্য পূজ্য মহারাজ অমরকেতনকে রাজ্যচ্যুত করিলাম!"

জয়সিংহ। ভূপাল! কি হইয়াছে বল?

ভূপালের হস্তধারণ করিলেন।

"চণ্ডালকে স্পর্শ করিবেন না।—চণ্ডালের দেহেও রক্ত আছে, তাহারাও পিতা-পুত্রের প্রতি ভক্তি-স্নেহ করিয়া থাকে। এ নরাধম তাহা অপেক্ষাও অধম,—নিরয়গামী। ধার্ম্মিক পিতৃতুল্য রাজা

অমরকেতনের প্রতি কি গর্হিত আচরণই করিয়াছি! নিরন্তর কষ্টে নিশ্চয়ই তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন। আমা হইতে তাঁহাকে এরূপ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে, স্বপ্নেও অনুভব করেন নাই। পিতার ন্যায় ভাল-বাসিতেন, শেষ দশায় পুত্রের ন্যায়ই আচরণ করিয়াছি! পিতৃঘাতী নারকীর নরকেও স্থান নাই! আহা! দুগ্ধপোষ্য শিশু সন্তানগণের অবস্থার কথা স্মরণ হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, চক্ষে দেখিয়াও নরাধমের হৃদয়ে অণুমাত্র দয়া সঞ্চাত হয় নাই। পাষাণ হৃদয় এখনি বিদীর্ণ হউক।—মহিষীর সেই কাতর-বচনে ভ্রূক্ষেপ করি নাই, নয়নজলে দৃক্‌পাত করি নাই, এ পাপিষ্ঠের এখনো জীবন রহিয়াছে! এখনো এ পাপ হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইল না! কি প্রায়শ্চিত্ত আছে যে, নরাধমের পাপ-বিমোচন হইবে? কিছুই না—পামর! দুরাচার! পিতার বিনাশ, অমরকেতনের রাজ্যচ্যুতি তো হইয়াছে; আজ তোর জীবনের, তোর দেহের সহিত তোর খলতাকে সমূলে বিচ্ছিন্ন করিব, পাপরাশি মাংস-পিণ্ড সহস্র-লক্ষ খণ্ডে বিভক্ত করিব, পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম করিব। কাহার সাধ্য, কাহার ক্ষমতা, আজ তোকে আমার হস্ত হইতে রক্ষা করে? পৃথিবী শুদ্ধ সমুদায় রাজা, সমুদায় যোদ্ধা একত্র হউক, অগণ্য দেবতার সহিত ইন্দ্রও সহায় হউন, তথাপি তোর রক্ষা নাই; নিশ্চয়ই বিনাশ করিব।"

ভূপাল সিংহ এককালে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন; বেগে বহির্গত হইতে যান, উভয়ে ধারণ করিলেন। সবলে উহাঁর গতিরোধ করিয়া শয্যাতে বসাইবামাত্র ভূপাল অচেতন হইয়া পড়িলেন, অনেক যত্নে উহাঁর মোহ অপনীত হইলে জয়সিংহ বলিলেন, "ভূপাল! ক্রোধের বশীভূত হইয়া সহসা কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে। অমর-সিংহের ন্যায় পাপিষ্ঠ এই ভূভারতে আর কেহই নাই। পৃথিবীতে

এমন কোন পাপই দেখা যায় না, যাহার অনুষ্ঠানে উহার হস্ত অগ্রসর না হয় ; উহার অসাধ্য কিছুই নাই, জানিতেছি ; ঐ পামর যে তোমার পিতার প্রাণ বিনাশ করিয়াছে, তাহাও আমার অবিদিত নাই ; কিন্তু কি করিব, তুমি উহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মপর-বিবেচনা-শূন্য হইয়াছিলে, কাহারও কথায় কর্ণপাত কর নাই। বন্ধুর বাক্যে অবহেলা, গুরুজনের কথা অগ্রাহ্য করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে যে উহাতে তোমার অবিশ্বাস জন্মিয়াছে, উহাকে যে তুমি স্বরূপতঃ জানিতে পারিয়াছ, ইহাই পরম মঙ্গল। ভূপাল! নিশ্চয়ই বলিতেছি, যদি আর কিছু দিন তোমার উপর ঐ পামর প্রভুত্ব করিতে পাইত, তাহা হইলে তোমারও প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইত। এক্ষণে উহার অনিষ্ট-চেষ্টা হইতে বিরত হও ; উহার খলতায় জড়িত হইয়াছ, যাহাতে উহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার, তাহারই চেষ্টা কর। সমুদায় সৈন্য-সামন্ত উহার আজ্ঞাধীন; তুমি কি আমি আমরা উভয়েই নামতঃ প্রভু ; কোন আজ্ঞা করিলে উহার অনুমতি ব্যতিরেকে কেহই কোন কার্য্য করিতে পারে না। অতএব সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উহার প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করা উচিত নহে, করিলে হয় ত তোমাকেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হইবে। ক্ষান্ত হও, সময় উপস্থিত হউক, পাপের প্রাধান্য কখনই চির-কাল থাকে না, কখন না কখন অবশ্যই পাপের পরাজয় হইবে। তাহারও অধিক বিলম্ব নাই। প্রত্যক্ষে না হউক, পরোক্ষে সকলেই উহার প্রতি বিশেষ বিদ্বেষপরবশ। সুবিধা পাইলেই যে সকলে উহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব মৌখিক আত্মীয়তা পরিত্যাগ করিও না, যাহাতে আপামর সাধারণে তোমার মতের পোষকতা করে, গোপনে তাহারই চেষ্টা পাও। বিশেষতঃ এক্ষণে রুগ্ন ; রুগ্ন শরীরে আঘাত করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম

নহে ; করিলে নিশ্চয়ই সাধারণের নিকট বিশেষ নিন্দনীয় হইতে হইবে।”

ভূপাল রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে জয়সিংহের নানা-প্রকার প্রবোধবাক্যে কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, “মহাশয়, আপনার কথাই শিরোধার্য্য করিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমার অতিশয় কষ্ট হইতেছে ; যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে গৃহে গমন ক[illegible] বিশ্রাম করি।”

“তাহাতে আমার আপত্তি নাই। কিন্তু এ সময় একাকী থাকা অত্যন্ত অনুচিত।”

“একাকী থাকিব না, কুমার আমার সহিত আমার বাটীতে থাকিবেন। দুই জনে সর্ব্বদা একত্র থাকিলে কিছুতেই আমার কষ্ট হইবে না।”

“এ সময় নিষেধ করিতে পারি না ; কিন্তু যতদিন কুমার কাশ্মীরে থাকিবেন, ততদিন উঁহাকে চক্ষের অন্তরাল করিব না—মনস্থ করিয়াছিলাম ; তবে উনি নিকটে থাকিলে যদি তুমি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাক, তাহাও আমার অভিপ্রেত।”

সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। চন্দ্রকেতু জয়সিংহকে নমস্কার করিয়া ভূপালের সহিত উঁহার ভবনে গমন করিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

"পূর্ণাস্তে মনোরথঃ।"

— কাদম্বরী।

প্রণয় বয়সের অপেক্ষা রাখে না, জাতিকুলও চাহে না, অন্তরের ধন, অন্তরের মিলনেই প্রণয় সংঘটিত হয়। চন্দ্রকেতু অল্প-বয়স্ক ও কিরাতপুত্র বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইলেও ভূপাল উঁহাকে আপন আত্মার ন্যায় দেখিতেন, পরস্পর পরস্পরের অদর্শনে দণ্ডকে দিবস, দিবসকে বৎসর জ্ঞান করিতেন। কুমারের সহিত ভূপালের প্রণয় দৃঢ়বদ্ধ হওয়াতে ভূপাল সর্ব্বদাই সন্তোষে নিমগ্ন থাকিতেন ও পিতার নিধন হইতে অমরকেতনের রাজ্যচ্যুতি পর্য্যন্ত সেই সকল দুঃখজনক ঘটনা মনে উদিত হইলে যাহাতে শীঘ্র বিস্মৃত হন, তাহারই চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে দুরাত্মা অমরসিংহের কথা উদিত হইত, তাহা আর কোন মতেই ভুলিতে পারিতেন না। সেই মূর্ত্তি, সেই প্রণয়, সেই মিষ্ট আলাপ, সেই কাপট্য—সমুদায় স্মরণ হইত; এককালে জ্বলিয়া উঠিতেন এবং ক্রোধে সর্ব্বশরীর অনবরত কম্পিত হইত। পাছে অমরসিংহ তাঁহার মনোভাব জানিতে পারে, এই জন্য কুমার সাধ্যমত ভূপালকে বুঝাইতেন; কিন্তু ভূপাল তাহাতে দৃক্‌পাত করিতেন না, আপনার তেজেই আপনি জ্বলিতেন।

চন্দ্রকেতু যাহার ভয়ে ভূপালসিংহের মনোগত অভিপ্রায় গোপন রাখিতে চেষ্টা পাইতেন, তাহার নিকট উহা গোপন থাকে নাই। অমরসিংহ অনুমান দ্বারা ভূপালের মনোভাব জানিতে পারিয়া গোপনে অন্যপ্রকার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। অর্থ দ্বারা ও রাজ্যের অংশ দানে অঙ্গীকার

করিয়া প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে আপনার সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন। আপন দুর্গেরও সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত করিতেছেন। প্রকাশ্যে অসাধারণ বিনয়ী,—যেন আর সে অমরসিংহ নাই, পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। অমরসিংহের আজকাল স্বভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, খলতারই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ধর্ম্মের আবরণে আবৃত হইয়া সাধারণের নিকট প্রকৃত ধার্ম্মিকের ভাণ করিয়া বেড়াইতেছেন। লোকের সামান্য দুঃখ-মোচনে সর্ব্বদা ব্যগ্রচিত্ত থাকেন। পূর্ব্বে বাটীতে আসিলেও যাহার সহিত আলাপ করিতেন না, এক্ষণে তাহার বাটীতে স্বয়ং যাইতে ও মিষ্ট কথায় তাহার সন্তোষ-বিধান করিতেন।

দুষ্টের অভিসন্ধি অতি ভয়ঙ্কর! পূর্ব্বে পর্ব্বতীয়দিগের উৎপাতে সর্ব্ব-স্বান্ত-ব্যক্তির অশ্রু-জলেও দৃষ্টিপাত করিতেন না, এক্ষণে পর্ব্বতীয়দিগের নাম-শ্রবণেই সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে তাহাদের প্রতিকূলে গমন করিতে লাগিলেন। উহাদিগের উৎপাতে নিঃস্ব ব্যক্তিকে অর্থদান, আহ-তের চিকিৎসাবিধান ও অভিভাবকহীন স্ত্রী-বালবৃদ্ধদিগকে স্বয়ং প্রতি-পালন করিতে লাগিলেন। এই সকল ও অন্যান্য কারণে কিয়দ্দিবসের মধ্যেই অমরসিংহ সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া উঠিলেন।

অমরসিংহ ভূপালের জন্য তাদৃশ ভীত হয়েন নাই; অসংখ্য কিরাত-দলের অধিপতি কুমার চন্দ্রকেতুর জন্যই সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন। কিরূপে উহাঁকে বিনষ্ট করিবেন, অহরহঃ এই চিন্তা করিতেন। কুমার উহাঁর মনের ভাব কিছুই জানিতে পারেন নাই। ভূপাল নিষেধ করিলেও অন্ততঃ ভদ্রতার অনুরোধে উহাঁর সহিত আলাপাদি করিতেন। কিন্তু এক দিনের জন্যও উহাঁকে বিশেষ বিশ্বাস করিতেন না। ক্রমে ভূপালও জয়সিংহের উত্তেজনায় ও চন্দ্রকেতুর আগ্রহে অমরসিংহের সহিত মৌখিক

আলাপাদি করিতে আরম্ভ করিলেন, অমরসিংহ সুযোগ পাইয়া প্রতি-নিয়ত ভূপালের বাটীতে আসিতেন ও আপনাকে ভূপালের ক্রীতদাসের ন্যায় দেখাইতেন। ভূপাল একান্ত সরলচিত্ত হইলেও আর উহাঁর প্ররোচনায় আত্মবিস্মৃত হয়েন নাই.অত্যন্ত ঘৃণার সহিত উহাঁর সঙ্গে আলাপাদি করিতেন। অমরসিংহ উহা জানিতে পারিয়াছিলেন. এজন্য প্রায় দুই এক দণ্ড ভূপালের ভবনে থাকিয়াই আপন গৃহে যাইতেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে অমরসিংহ একদিন জয়সিংহকে বলিলেন, "মহারাজ! পর্ব্বতীয়দিগের উৎপাতে দেশ ত উচ্ছন্ন হইল, কিছুতেই উহাদিগের উৎপাত নিবারণ করিতে পারিলাম না। এক্ষণে যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে সৈন্যসমেত উহাদিগের বাসস্থল পর্ব্বত-শিখর অবধি আক্রমণ করি।"

জয়সিংহ ভাবিলেন, "পর্ব্বতীয়গণ অতি দুর্দ্দান্ত, বিশেষতঃ তাহারা বিষম দুর্গম স্থলে বাস করিয়া থাকে। সেখানে গমন করিলে আর ফিরিতে হইবে না। যদি পামর এইরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা মঙ্গলের বিষয় আর কি আছে?" মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া বলিলেন, "অমর, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। যদি তুমি সাহসে নির্ভর করিয়া দুর্দ্ধর্ষ পর্ব্বতীয়দিগকে বিনাশ করিতে পার, তাহা হইলে কাশ্মীর-রাজ্য এককালে উপদ্রবশূন্য হয়। আরও বলিতেছি, তুমি এই অসামান্য জয় লাভ করিয়া আসিবামাত্র অম্বালিকার সহিত তোমার পরিণয় সম্পাদন করিব, ও এই অতুল ধনসম্পৎপূর্ণ কাশ্মীরের রাজসিংহাসন তোমাকেই প্রদান করিব।"

অমর। মহারাজ! ইহা ত অতি সামান্য কার্য্য, সাহস করিয়া যাইতে পারিলে নিশ্চয়ই জয়লাভ হইবে। সে দিবস কুমার তাহাদিগের অধিকাংশকেই বিনাশ করিয়াছেন। কতিপয়মাত্র অবশিষ্ট আছে। যদি

তাহাদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধ করিতে পাই, তাহা হইলে মুহূর্ত্তের অপেক্ষা সহিবে না, সমুদায় নির্ম্মূল হইবে।—কুমারের কি অসাধারণ ক্ষমতা! কতিপয়মাত্র অশিক্ষিত কিরাতসৈন্য লইয়াই সেদিন যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি ওরূপ বল-বিক্রম আমাদিগের থাকিত, তাহা হইলে বলিতে কি, বোধ হয়, সমুদায় পৃথিবী জয় করিতে পারিতাম।

জয়সিংহ। সত্য, এরূপ অল্প-বয়সে ওরূপ পরাক্রম, আমি কাহারও নয়নগোচর করি নাই।

অমর। তবে এক্ষণে চলিলাম, কল্য প্রাতেই পর্ব্বতীয়দিগের বিনাশার্থ গমন করিব।

জয়সিংহ প্রীতিভরে অমরসিংহকে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলে, অমরসিংহ রাজভবন হইতে বহির্গত হইয়া ভূপালের বাটীতে প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকেতু অমরসিংহকে আপনাদিগের গৃহে উপস্থিত দেখিয়া উচিত-মত অভ্যর্থনা সহকারে বসিতে অনুরোধ করিলেন।

এ দিকে জয়সিংহ অমরসিংহের সম্মুখমৃত্যু নিশ্চয় করিয়া সাতিশয় আহ্লাদের সহিত ভূপাল ও চন্দ্রকেতুকে ডাকিতে পাঠাইয়াছেন। অমর-সিংহের আগমনের পরক্ষণেই জয়সিংহের অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল, করযোড়ে ভূপালকে রাজার অভিপ্রায় জানাইলে ভূপাল চন্দ্রকেতুকে বলিলেন, "চল, রাজা আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।"

অমর। ভূপাল, তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎই যাইতেছি।

ভূপাল অমরসিংহের সম্মুখ হইতে অন্যত্র যাইতে পারিলেই আপ-নাকে সুস্থ বোধ করিতেন। এক্ষণে অমরসিংহের বাক্য-শ্রবণে চন্দ্রকেতুকে বলিলেন, "তবে আমি অগ্রসর হইলাম, অধিক বিলম্ব করিও

না।" বলিয়া অনুচরের সহিত গমন করিলেন। অমরসিংহ নির্জ্জনে পাইয়া চন্দ্রকেতুকে বলিলেন, "কুমার! আপনার বাহুবলেই কাশ্মীররাজ্য রক্ষা পাইয়াছে; কিন্তু অদ্যাপি পর্ব্বতীয়দিগের উৎপাত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই। আমারও তাদৃশ ক্ষমতা নাই যে, একাকী তাহাদিগের সম্মুখীন হই; কিন্তু আপনি সহায় থাকিলে আমি কৃতান্তকেও ভয় করি না। কল্য তাহাদিগের দমনার্থ সসৈন্যে গমন করিব—মনস্থ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি অনুমোদন করিলেই আমি গমনোপযোগী আয়োজনে প্রবৃত্ত হই। কুমার! এই অখণ্ড কাশ্মীর-রাজ্যে আপনা ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাই না যে, এই প্রস্তাবে সম্মতি-প্রদানেও সাহস করে। আমরাও ক্ষত্রিয় বটে, বীর বলিয়া অন্ততঃ মনে মনেও শ্লাঘা করিয়া থাকি; কিন্তু আপনার কথা মনে উদয় হইলে আপনা আপনি ক্ষত্রিয়-নামে পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়। অধিক আর কি বলিব, ক্ষত্রিয়-সন্তান যুদ্ধের নামে ভয় পাইয়া থাকে, এ কথা কি কোথাও শুনিয়াছেন? না, সত্য বলিয়াও অনুমান করেন? কিন্তু আমরা ক্ষত্রিয়-কুলের এমনি কুলাঙ্গার হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে, সেই যুদ্ধের নামেই আমাদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়; না হইলে এই সামান্য বন্য পর্ব্বতীয়গণও কি দেশের এতদূর দুরবস্থা করিতে পারে! কি বলিব, আমাদের বলিবার আর কিছুই নাই, এক্ষণে যদি আপনি এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে পর্ব্বতীয়দিগের হস্তে নিশ্চয়ই আমাদিগকে এককালে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইবে।"

চন্দ্রকেতু উঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, তাহাদিগকে এককালে নির্ম্মূল করা আমারও নিতান্ত অভিপ্রেত। অতএব উহাতে আমার কিছুমাত্র অনিচ্ছা নাই, কল্যই আপনার সহিত গমন করিব।"

অমর। তবে এক্ষণে চলুন, মহারাজ কি নিমিত্ত ডাকিতেছেন, শুনিয়া আসি।

বলিয়া পুলকিত-মনে চন্দ্রকেতুর সহিত জয়সিংহের সমীপে গমন পূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, আর চিন্তা নাই, রাজ্যের উৎপাত-শান্তির জন্য কুমার আমার সহায় হইবেন ও কল্যই আমার সহিত গমন করিবেন—অঙ্গীকার করিয়াছেন। উনি সহায় থাকিলে সামান্য পর্ব্বতীয়ের কথা দূরে থাকুক, পৃথিবীস্থ সমুদায় ভূপালকেও আপনার পদানত করিতে পারি। ইহাঁর ন্যায় পরাক্রান্ত যোদ্ধা আমি কুত্রাপি দর্শন কি কর্ণেও শ্রবণ করি নাই। আমাদিগের সৌভাগ্য-বলেই উনি কাশ্মীরে পদার্পণ করিয়াছেন।"

অমরসিংহের বাক্য শুনিবামাত্র জয়সিংহ ও ভূপালের হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল। যাহাতে অমরসিংহের প্রাণ বিনষ্ট হইবে ভাবিতেছিলেন, তাহাতেই আপনাদিগের সম্পূর্ণ বিপদ্ দেখিতে লাগিলেন। অমরসিংহ কুমারেরই অনিষ্ট-বাসনায় এই দুরভিসন্ধি করিয়াছে—বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু আর উপায় নাই। এইমাত্র জয়সিংহ অমরসিংহের গমনে বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন; এক্ষণে আবার কিরূপে তাহার প্রতিকূলে কথা কহিবেন? বিশেষ, অমরসিংহ এরূপ বিনীতভাবে থাকিলেও উহাঁকে দেখিয়া সকলকেই সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতে হইত। অতএব কি করেন, কাজেই ঐ কথায় অনুমোদন করিতে হইল; কিন্তু দুই জনে একত্রে যাইবেন শুনিয়া জয়সিংহের মনে অন্য একটী বিষম আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "পামর কৌশলে উহাঁকে কোন নির্জ্জন স্থলে লইয়া স্বয়ংই উহাঁর প্রাণ বিনাশ করিবে, পরে দেশে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কুমার শত্রু-হস্তে বিনষ্ট হইয়াছেন বলিয়া কল্পিত ক্ষোভ প্রকাশ করিবে। উহার অসাধ্য কিছুই নাই।" এইরূপ স্থির করিয়া বলিলেন,

"অমর, উত্তম হইয়াছে! কিন্তু দুই জনের যাইবার আবশ্যক ন একজন যাইলেই যথেষ্ট হইবে।"

অমরসিংহ। তবে কুমারই গমন করুন, ইনি আমা অপেক্ষা সর্ব্ব-বিষয়ে সবিশেষ পরাক্রান্ত। আমার বোধ হয়, পর্ব্বতীয়গণ ইহাঁকে দেখিয়া বিনা যুদ্ধেই পরাজয় স্বীকার করিবে। ইহাঁর পরাক্রম অদ্যাপি তাহাদিগের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে, শয়নে স্বপনে ইহাঁর নাম স্মরণ করিয়া তাহারা নিশ্চয়ই ব্যাকুলচিত্ত হইয়া থাকে। ইহাঁকে রণ-বেশে সজ্জিত দেখিলে কখনই তাহাদিগের হস্ত অস্ত্রগ্রহণে অগ্রসর হইবে না। ঈশ্বর ইহাঁর মঙ্গল করুন, সেদিনকার ন্যায় কল্যও বিপক্ষ-বনাশপূর্ব্বক ইনি কাশ্মীরের একজন প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠুন। আম-রাও ইহাঁর প্রতাপে নিরুপদ্রবে বাস করিয়া নিরন্তর ইহাঁকে আশীর্ব্বাদ করি। এক্ষণে চলিলাম, বেলা আর অধিক নাই, কল্যকার গমনোপ-যোগী আয়োজন করিতে হইবে।

অমরসিংহ এতদিনের পর আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল ভাবিয়া পুলকিত-মনে রাজভবন হইতে আপন বাটীতে গমন করিলেন।

ভূপাল এই উদ্দেশ্য হইতে ক্ষান্ত করিবার জন্য অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই অমরসিংহকে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। অবশেষে ক্ষুণ্ণমনে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে রাজপুরী, পরে রাজ্যময় এই কথা প্রচার হইয়া পড়িল। রাজভবন চন্দ্রবিরহে কৃষ্ণ-পক্ষীয় রজনীর ন্যায় চন্দ্রকেতুর একান্ত অদর্শন ভাবিয়া শোকবসন পরি-ধান করিল। সকলেই বিষণ্ণ এবং ক্ষোভে ও তাপে ম্রিয়মাণ। চন্দ্র-কেতুর গমনে আপামর সাধারণেই দুঃখিত; বিশেষতঃ অম্বালিকার হৃদয়ে বিশেষ যাতনা উপস্থিত, বর্ণনার অতীত। পাঠক, আপন আপন মনে বুঝিয়া দেখ, অম্বালিকার হৃদয়ে কিজাতীয় যাতনার আবির্ভাব

হইয়াছে, ক্লেশের আর অবধি নাই, কিছুতেই আর প্রবোধ মানিতেছে না। সান্ত্বনা করিবার আশয়ে কেহ কিছু বলিলে অম্বালিকা একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া থাকেন, কিছুই বলেন না; নয়ন জলে ভাসিতে থাকে। লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়াছেন, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন; কেবল বিরলে বসিয়া অবিরল রোদনই করিতেছেন।

দুঃখের রজনী শীঘ্র অবসান হয় না, অম্বালিকা অতি কষ্টেই সেই-দিনকার সেই দুরন্ত রজনী অতিবাহিত করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

প্রথম স্তবক

"দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।"

—শকুন্তলা।

যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, সেই দিকেই দুর্ভেদ্য দুর্গম দুর্গ, স্ফটিকে নির্ম্মিত, দেখিতে সুন্দর, কতিপয় হস্ত দূরেই অবস্থিত। যতই গমন করা যায়, পথের আর শেষ হয় না; সেই দুর্গ সেই অগ্রেই দেখা যাইতেছে, অথচ আজীবন গমন করিলেও বুঝি সেই দূরতার আর অবসান হইবে না। মায়াবীর বিচিত্র কৌশল, সহজে হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর; দুর্গ মায়াময়, হিমে নির্ম্মিত, কুয়াসামাত্র। কুমার অন্যমনস্কে সেই দুর্গ বা কুয়াসা ভেদ করিয়াছেন, সঙ্গিগণ সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে; ধারণা নাই, একমনেই চলিয়াছেন। বেলা অনুমান প্রায় এক প্রহর উত্তীর্ণ। চাহিয়া দেখেন, পশ্চাতে কেহই নাই; কুজ্ঝটিকায় চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন।

কুমার অনুগামী সৈন্যগণের আগমন-প্রত্যাশায় অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া অনেকক্ষণ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, কাহারও দেখা নাই। ক্ষুণ্নমনে পর্ব্বতমস্তকেই দণ্ডায়মান; ঘন ঘন বংশীধ্বনি করিতেছেন, শূন্যে গিরিগহ্বরে বিলীন হইতেছে, কেহই উত্তর প্রদান করিতেছে না। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, কিছুই লক্ষ্য হয় না। হৃদয় চিন্তায় মগ্ন,

কোথায় আসিয়াছেন,কোথায় যাইবেন,কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না ; ক্ষমতা সত্ত্বেও যেন অক্ষমতার ন্যায় দণ্ডায়মান। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, দারুণ কুজ্ঝটিকা, যেন হিমশলাকানির্ম্মিত প্রকাণ্ড পিঞ্জরে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন, মধ্যে আপনি অবস্থিত, হিমময় পিঞ্জরে অবরুদ্ধ। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে চন্দ্রকেতু গগনকোণে গোলাকৃতি কাচ-খণ্ডের ন্যায় কোন বস্তু দেখিতে পাইলেন। পার্শ্বে চাহিয়া দেখেন, যেন জলধারা-মধ্যগত প্রকাণ্ড অট্টালিকা-সকল উন্নত-মস্তকে অসহ্য হিম-প্রপাত সহ্য করিতেছে। ক্রমে আকাশ পরিদৃশ্যমান, কাচখণ্ড সূর্য্যে অট্টালিকা-সকল গিরিশৃঙ্গে পরিণত হইল ; তপনদেবও অরুণবরণে প্রকাশ পাইতে লাগিলেন, কুজ্ঝটিকা তিরোহিত হইল ও তুষারময় গিরিশিখর সিন্দূররাগে অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। রবিকরে স্থানে স্থানে সকল বিচিত্রবর্ণে বিরাজমান, কোথাও অর্দ্ধখণ্ডিত, কোথাও বহুখণ্ডে বিভক্ত। অপূর্ব্ব শোভা, নব-বস্তু দর্শনে দর্শকের হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব আনন্দসঞ্চার হইয়া থাকে। কুমার একদৃষ্টে দেখিতেছেন ও অপূর্ব্ব নয়নসুখ অনুভব করিতেছেন। কোথাও রবিতাপে মন্দ মন্দ জলধারা বিগলিত হইতেছে। যেদিকে মনঃসংযোগ করেন, সেই দিকেই নব নব প্রীতি সঞ্চরিত,— অমৃতময় প্রবাহে প্রবাহিত হইতেছে। বিশ্ব-পতির সৃষ্টি-মধ্যে সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই ; কি নগরে, কি অরণ্যে, কি গিরিশিখরে, সর্ব্বত্রই প্রীতিপূর্ণ বস্তুজাত ভিন্ন ভিন্ন বেশে বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে ; কোথাও বিহগ-বিহগী নিজ নিজ কুলায়ে বসিয়া সুমধুর-স্বরে বনভাগ পুলকিত করিতেছে। কুমার একমনে দেখিতেছেন, একমনেই শুনিতেছেন, অন্তর পুলকে পূর্ণ, কেহ না বলিলেও হৃদয়ে প্রীতি-পুষ্প বিকসিত—বিশ্বনিয়ন্তার পদযুগলেই বিকীর্ণ। যাহা দেখেন,তাহাই আমোদে পূর্ণ, হৃদয়ের অপূর্ব্ব প্রীতিকর

নিম্নে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, সেখানেও প্রীতিকর পুত্তলী আমোদে ক্রীড়া করিতেছে, পর্ব্বতবিহারী জীবজন্তুগণ রবিকর-সম্ভোগলালসায় গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিচরণ করিতেছে।

এ সময় মৃগয়া-বিলাসীর অন্তরে যে কি পরিমাণে আনন্দ-সঞ্চার হয়, তাহা চন্দ্রকেতুই বিলক্ষণ জানিতে পারিতেছেন। মৃগয়া-কুতূহলে আত্মবিস্মৃত হইয়া কুমার পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিলেন ও শাণিত অসি-হস্তে মৃগের প্রতি বদ্ধলক্ষ্য হইয়া ধাবমান হইলেন। আজ কুমারের সেই মৃগয়ার চিরপরিচিত আমোদ পুনরুজ্জীবিত হইল, বাল্যকালের সুখময় দিবস স্মৃতিপথে উদিত হইল, বিষম উৎসাহে ভর করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ভয়ভীত মৃগের আর্ত্তনাদ, পতিবিয়োগ-বিধুরা কুরঙ্গীর সজল নয়ন, মৃত মাতার অঙ্কগত মৃগ-শিশুর করুণ বিলাপে হৃদয় আহত হইতে লাগিল,—ভ্রূক্ষেপ নাই। সংস্কার বশতঃ হৃদয়ে ক্ষণমাত্র দয়ার উদ্রেক, পরক্ষণেই যে প্রচণ্ড,সেই প্রচণ্ডভাবেই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমেই উন্মত্ত, মৃগয়ার আমোদেই বাহ্যজ্ঞানশূন্য ; ক্ষুধা নাই, অবিশ্রান্ত শর-বর্ষণ করিতেছেন, কখন শূন্যে, কখন লক্ষ্যে শর নিপতিত হইতেছে। মৃগগণ বজ্রসম দারুণবাণাঘাতে রুধির বমন করিতেছে, তাহাতেই অপূর্ব্ব আমোদ ; আপনার কথা স্মরণ নাই, এককালে অচৈতন্য, মৃগয়াতেই উন্মত্ত। ঘর্ম্মে পরিচ্ছদ আর্দ্র, আতপতাপে মুখমণ্ডল শুষ্ক ;—দৃক্‌পাত নাই, মৃগের পশ্চাতেই ধাবমান হইতেছেন ও ক্ষুদ্র নিরীহ প্রাণীকে জন্মের মত বিদায় দিয়াই পরম সন্তোষলাভ করিতেছেন। এইরূপে সমস্ত দিবস অতিবাহিত হইল, সেই তপনদেব পুনরায় হিমময় আবরণে আবৃত হইলেন। আর বেলা নাই, দিবা অবসান হইয়া আসিয়াছে।

চতুর্দ্দিক্ শূন্য,—বিপদের সীমা নাই! অশ্ব ভূতলে নিপতিত হইয়াছে, অনাহারে সমস্ত দিবস দুর্গম গিরিপথে বিচরণ, একদণ্ড বিশ্রাম নাই,অশ্বের প্রাণ কতই সহিবে;—অনিয়ত পরিশ্রমে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অশ্ব মুমূর্ষু প্রায়, ঘর্ম্মে শরীর আপ্লাবিত,—অনবরত কম্পিত হইতেছে। চন্দ্রকেতু অকস্মাৎ অশ্বের সেই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণচিত্তে একান্তে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; এতক্ষণ মৃগয়ার আমোদে মত্ত ছিলেন, অশ্বের বিষয় কিছুই অনুধাবন করেন নাই। এক্ষণে কি করিলে অশ্ব প্রাণে রক্ষা পায়—ভাবিতেছেন; কিন্তু সমুদায়ই তাঁহার ক্ষমতার অতীত —আর উপায় নাই। আপনি একাকী; পর্ব্বতভূমি দুর্গম,অপরিচিত, সহজে গমন করা দুষ্কর; তাহাতে সন্ধ্যা উপস্থিত। কোথাই বা গমন করিবেন, সমুদায় স্থান পরাক্রান্ত বিপক্ষে আকীর্ণ,—সহসা চমকিত হইয়া উঠিলেন, অন্তর অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। ভাবিলেন, "এক্ষণে উপায় কি? সম্মুখে ঘোর অন্ধকার, অশ্বেরও এই দারুণ দুর্গতি দেখিতেছি—প্রাণে বাঁচিবার কিছুই সম্ভাবনা নাই। বোধ হয়, কাশ্মীরও বহু দূরে অবস্থিত; এক্ষণে একাকী পাদচারে দেশে প্রতিগমন করা নিতান্ত দুষ্কর। কি করি, কোন স্থানে দুই দণ্ডের জন্যও বিশ্রামের স্থান দেখিতেছি না!" কুমার বিষণ্ণমনে এইরূপ ভাবিতেছেন, ক্রমে অসহ্য হিমবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল, সঙ্গে ঘোর-মূর্ত্তি বিভাবরী উপস্থিত,—গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন; আর কিছু দেখা যায় না,চিন্তায় কুমারের হৃদয় জর্জ্জরিত। ভয়, সন্তাপ ও ক্লেশে অন্তর আবিষ্ট, ক্ষুধায় ও শীতে শরীর অবশ হইয়া পড়িয়াছে, দেহে শক্তির নামমাত্র নাই, মন্দ মন্দ পাদবিক্ষেপে অগ্রেই চলিয়াছেন। পদে পদে পদস্খলন হইতেছে, কণ্টকে চরণযুগল ক্ষতবিক্ষত ও কঠিন শিলাঘাতে রক্তাক্ত হইয়াছে; আর সহ্য হয় না। ক্লেশে কুমারের চক্ষু দিয়া জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল। মুখে

মৃত্যুকামনা করিতেছেন কিন্তু আশ্রয়জন্য হৃদয় ব্যাকুল, কোথায় গমন করিলে আশ্রয় পাইবেন, এই আশাতেই অগ্রসর।

আর কোথায় যাইবেন, এতক্ষণের পর আশার আশ্বাস তিরোহিত হইল, শূন্য আশা শূন্যেই লয়প্রাপ্ত হইল। যেদিকে গমন করেন, সেই দিকেই জলে জলময় —পথ-ঘাট সমুদায় জলে রুদ্ধ ; আর যাইবার উপায় নাই, বাঁচিবারও আশা নাই। সম্মুখে প্রকাণ্ড জলাশয়, করকানির্বিশেষ জলে পূর্ণ বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা। পর-পার কতদূরে অবস্থিত—অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না। হৃদয় বজ্রে আহত হইল, চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতে লাগিলেন। কুমার বনে কি নগরে, শূন্যে কি আধারে, নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতেছেন,না জাগ্রদবস্থায় চিত্রদর্শন করিতেছেন —কিছু বুঝিতে পারিতেছেন না ; এককালে অচৈতন্য, পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থিত ; শ্বাসমাত্রে জীবন অনুমিত হইতেছে, বস্তুতঃ মৃতের ন্যায় দণ্ডায়মান—বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। কিয়ৎক্ষণের পর আপনাকে আপনি বুঝিতে পারিয়া দেখিলেন—নিদ্রা নয়, স্বপ্ন কি চিত্র, কিছুই নয় ; আপনি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়িয়াছেন ও আপনিই সেই ভয়ানক চিত্রে চিত্রিত রহিয়াছেন। আর রক্ষা নাই, — কলেবর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। মরণে ভয় নাই, মরিতে হইবে—ইহাতেই ভয়, পরে কি হইবে—এই আশঙ্কাতেই অস্থির।

এমন সময় তাঁহার দক্ষিণ চরণ সহসা কিসে আহত হইল ; কুমার শিহরিয়া উঠিলেন, দেখেন—অশ্বের মৃত্যুর পর অন্যমনস্কে যাহা আপন কক্ষে রাখিয়াছিলেন, সেই বংশী ; সর্প নয়, বংশে নির্ম্মিত বংশীমাত্র—চরণোপরি পতিত রহিয়াছে। হৃদয় কতক শান্ত হইল,তুলিয়া লইলেন ও বংশীধ্বনি করিলেন। ঘোরা রজনী, বিপুল বংশীনাদ—অরণ্যে গিরি-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল।

সেই অত্যুচ্চ বংশীবিরাবের বিরামেই অন্য শব্দ কুমারের কর্ণে

প্রবেশ করিল, বিস্মিত-হৃদয়ে চাহিয়া দেখেন,—ক্ষেপণীশব্দের সঙ্গে একখানি নৌকা ভাসিতে ভাসিতে তীরাভিমুখে আসিতেছে,—একজন-মাত্র আরোহী—স্ত্রী কি পুরুষ—অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। নৌকা তীরে সংলগ্ন হইল, আরোহী সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে ও! পিতা আসিয়াছেন ?"

"না।"

"তবে কি পর্ব্বতক ?"

"তাহাও নয়।"

নৌকা চলিয়া যায়। চন্দ্রকেতু করুণবচনে বলিলেন, "আমি শরণাগত অতিথি ;—প্রাণ যায়,—রক্ষা না করেন, এখনি জলে জীবন বিসর্জ্জন করি। যেই হউন, রক্ষা করুন ; ভয়ঙ্কর ক্লেশ—সহ্য হয় না।"

নিরাশ্রয় অতিথির সেই করুণ-বাক্য-শ্রবণে আরোহীর হৃদয় আর্দ্র হইল, ধীরে ধীরে নৌকা তীরে আনিলেন, কুমারও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নৌকায় আরোহণ করিলেন ; নৌকা বেগে চালিত হইল।

গাঢ় অন্ধকার হইলেও কি কখন ধূমে বহ্নি লুক্কায়িত থাকিতে পারে ? না, অন্ধকারে শশিকলার গোপন সম্ভব হয় ? কখনই না, ষোড়শীর বদনকান্তি স্বয়ংই প্রফুল্ল। ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলেও যুবকের হৃদয় সে কান্তি-সংস্পর্শে নিশ্চয়ই বিকসিত হইয়া থাকে।

পাঠক; আরোহী পুরুষ নহেন, রূপবতী যুবতী—সরমের পুত্তলী—বনের বনদেবতা,—বুঝি চন্দ্রকেতুর প্রাণরক্ষার জন্য স্বয়ংই উপস্থিত হইয়াছেন। লজ্জায় অধোবদনে একপার্শ্বে বসিয়া নৌকাই বাহিতেছেন,—হৃদয় সশঙ্ক, মুখে কথা নাই।

চন্দ্রকেতুও চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান। যদিও স্পষ্ট দেখা যায় না, তথাপি বিস্মিত নয়ন কামিনীর প্রতিই নিপতিত রহিয়াছে। কোথা

হইতে এই মধুর মাধুরী উপস্থিত হইল, কামিনীই বা কে, কেনই বা এত রাত্রিতে একাকিনী এরূপ বেশে এরূপ স্থলে আসিলেন!—কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না; স্থিরচিত্তে ইহাই ভাবিতেছেন, হৃদয় বিস্ময়ে আকুল, আপনার চিন্তা তিরোহিত হইয়াছে; এইমাত্র যে প্রাণসঙ্কট বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা স্মরণ নাই; একান্তমনে কামিনীর বিষয়ই ভাবিতেছেন; কিন্তু কিছুই স্থির হইল না।

অবশেষে নিতান্ত কুতূহলপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুন্দরি! যদিও সহসা, বিশেষ স্ত্রীজাতির পরিচয় জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত অন্যায়, যদিও সভ্যতার একান্ত বিরোধী; তথাপি এত রাত্রিতে আপনাকে এখানে একাকিনী দেখিয়া আমার সাতিশয় কৌতূহল হইতেছে বলিয়া আশ্রিতের প্রার্থনা রক্ষা করুন্। আপনি কে, কোথায় বসতি, এত রাত্রিতে এখানে একাকিনী আসিবারই বা কারণ কি? এবং কোন্ নিষ্ঠুরচিত্ত এই বয়সে আপনাকে এই কষ্টকর ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়াছে? যদি বাধা না থাকে, বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন। শুনিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।"

যুবতী মৃদুস্বরে বলিলেন, "মহাশয়! বলিবার কিছুই বাধা নাই, যদি আমাদের দুঃখের কাহিনী শুনিতে আপনার নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, শুনুন। যে জলাশয়ের উপর দিয়া গমন করিতেছেন, ইহার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তাহাতেই আমরা বাস করিয়া থাকি, পিতা ও মাতা ভিন্ন আমার আর কেহই নাই। আমিও তাঁহাদিগের একমাত্র সন্তান। পিতা বৃদ্ধ, অথচ এই স্থলে অন্য খাদ্যদ্রব্যের নিতান্ত অভাববশতঃ তিনি প্রতিনিয়তই শীকারে যাইতেন এবং সমস্ত দিন শীকার করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে আমাদিগের দিনপাত হইত। কয়েক দিবস হইল, বিধাতা তাহাতেও বঞ্চিত

করিয়াছেন, পিতা কোথায় যে নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, কিছুই জানি না; বাটীতে একমাত্র অনুচর আছে, সেও শীকারের বিষয় কিছুই জানে না; সমস্ত দিন পর্ব্বতে পর্ব্বতে পিতার অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায়, রাত্রিতে নিরাশ হইয়া গৃহে আগমন করে। আমিও নৌকা লইয়া প্রতিদিন এই জলাশয়ের চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার অনুসন্ধানে আসিয়া থাকি, বিশেষ প্রতিবন্ধক না হইলে আর গৃহে ফিরিয়া যাই না। এক্ষণে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে শূন্যমনে গৃহেই যাইতেছিলাম, সহসা বংশীর ধ্বনি শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম।"

"সুন্দরি! এইমাত্র যে পর্ব্বতকের নাম করিলে, তিনি কে?"

যুবতী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "এই পর্ব্বতের অধিপতি।"

"তাঁহার সহিত তোমাদিগের কিরূপ সম্পর্ক?

যুবতী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন; যেন লজ্জায় বদন অবনত হইল।

কুমার যুবতীর ভাবভঙ্গি-দর্শনে মনে মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "সুন্দরি! সেই দ্বীপে কি কেবল তোমরাই বাস করিয়া থাক?"

"না, আমরা তিনঘর একত্রে বাস করি।"

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সেই বনমধ্যে ভয়ঙ্কর কোলাহল-ধ্বনি উত্থিত হইল। দূরবর্ত্তী গৃহস্থভবন দস্যুতে আক্রমণ করিলে, যেরূপ করুণরসমিশ্রিত ঘোর বিরাব উত্থিত হয়, শব্দ তাহারই অনুরূপ। যুবতী স্থিরচিত্তে, কুমার মুক্তকর্ণে সেই কোলাহলের অভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণের পর ক্রমে কোলাহল নিবৃত্ত হইয়া আসিল, বনভূমিও পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইল। কুমার বিস্মিতচিত্তে কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত রাত্রিতে এই বন মধ্যে এরূপ কোলাহলের কারণ কি?"

"কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।—পর্ব্বতক কি ইহার মধ্যেই প্রতিনিবৃত্তি হইলেন?"

"তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

"দুইপ্রহরের পর আহারাদি করিয়া কাশ্মীর-লুণ্ঠনে গমন করিয়াছেন।"

"পর্ব্বতক দস্যুবেশে দিবাভাগে কাশ্মীরে প্রবেশ করিলে, কাশ্মীর-রাজ তাঁহার গমনে বাধা প্রদান করেন না?"

"বিশেষ জানি না।"

(পর্ব্বতক দিবাভাগে কাশ্মীরে প্রবেশ করেন না, বেলা থাকিতে দলবলসমেত কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী কোন নিভৃত স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, ছদ্মবেশী অনুচর দ্বারা নগরের অনুসন্ধান লইতে থাকেন, রাত্রিতে সকলে নিদ্রিত হইলে বহির্গত হইয়া কাশ্মীর লুণ্ঠন করেন।)

চন্দ্র। তিনি কি সন্ধ্যার পরই প্রতিনিবৃত্তি হইলেন?

"তাহাই ভাবিতেছি, তাঁহার আগমন ভিন্ন কোলাহলের ও কোন কারণই দেখি না; কেবল দুর্গরক্ষার জন্য সামান্যমাত্র সৈন্য এই স্থলে রহিয়াছে, তাহারা সহসা কিজন্য এইরূপ কোলাহল করিবে?"

পাঠক, এতক্ষণের পর দুরাত্মা অমরসিংহের সকল কৌশল ব্যর্থ হইল। পামর আপনার বিশেষ বশীভূত সৈন্যদিগের মধ্যে কয়েক জন প্রধান সেনাকে কুমারের অনুগামী সৈন্যগণের সেনাপতি করিয়া গোপনে বলিয়া দেয়, "তোমরা পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াই কুমারের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, তোমাদিগের দেখা না পাইয়া যদি কুমার প্রতিনিবৃত্ত হইবার উদ্যোগ করেন, তবে সাক্ষাৎ করিবে ও দুর্গম পথ দিয়া উহাঁকে পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থলে লইয়া পুনরায় অদর্শন হইবে। সাবধান, যেন অপর সৈন্যগণ তোমাদিগের কথার অণুমাত্রও অতিক্রম না করে এবং তোমাদিগের এই গূঢ় অভিসন্ধিও জানিতে

না পায়। কুমার প্রাণ-সঙ্কট বিপদে পড়িলেও কদাপি সাহায্য করিবে না ; হয় পর্ব্বতীয়-হস্তে, না হয় অন্য কোন কারণে যদি উঁহার প্রাণ বিনষ্ট হয় ত মঙ্গল ; নতুবা যেখানেই থাকুন, রাত্রিতে অনুসন্ধান করিয়া গোপনে পর্ব্বতীয়-বেশে উঁহার প্রাণসংহার করিবে। যেরূপে হউক, উঁহার প্রাণবিনাশের সংবাদ প্রদান করিবামাত্র, যাহার যাহা অভিরুচি হইবে, তাহাকে তাহাই প্রদান করিব।"

খলের খলতা, দস্যুর দস্যুতা যদি সকল স্থলেই সমান কার্য্যকর হইত, তাহা হইলে পৃথিবীতে শান্তির নামমাত্রও থাকিত না,—শান্তি যে কি পদার্থ, তাহা সাধারণে বুঝিতেও পারিত না। শঠতা এক দিনের, শান্তি চিরদিনের। শঠেরা বিশেষ বুদ্ধি সহকারে নির্দ্দোষীর সর্ব্বনাশের জন্য যে মায়াজাল বিস্তার করে, কোন না কোন সময়ে আপনারাই তাহাতে জড়িত হয়, বিশেষ চেষ্টা করিলেও মুক্তির পথ দেখিতে পায় না। আজ অমরসিংহের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে।

রাত্রি উপস্থিত দেখিয়া কুমারের অনুগত এক-পরামর্শী সৈন্যগণ ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল, সহসা বনমধ্যে বংশী বাজিয়া উঠিল। "নিশ্চয়ই আশ্রয় জন্য কুমার বংশীধ্বনি করিতেছেন"—স্থির করিয়া পামরগণ বিষম উৎসাহে উদ্যত-অসি-হস্তে সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল।—অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন, কিছুই দেখা যায় না। তখন সেই ষড়্যন্ত্রী সৈন্যগণের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি সাধারণের অজ্ঞাতসারে পর্ব্বতীয়-বেশে বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল এবং অন্য সৈন্যগণ উচ্চৈঃস্বরে কুমারকে আহ্বান করিতে লাগিল। কে উত্তর প্রদান করিবে? কুমার নৌকায়,—জলে ভাসিতেছেন,—যুবতীর সহিত কথোপকথনেই নিযুক্ত রহিয়াছেন। সেনাগণ আর কোন উত্তর না পাইয়া শুষ্ক-

কাষ্ঠ-সংযোগে বহ্নি প্রজ্বালিত করিল ও চতুর্দ্দিকে কুমারের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

এদিকে বনমধ্যে প্রথমতঃ বংশী-ধ্বনি, তৎপরে গোলযোগ-শ্রবণে দুর্গরক্ষক পর্ব্বতীয়গণ গোপনে দূর হইতে দেখিল—তড়াগ-তটে কতিপয় ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া কি অনুসন্ধান করিতেছে,—সকলেই রণ-বেশে সজ্জিত—বেশভূষাও কাশ্মীরবাসীর ন্যায়। দেখিবামাত্র তাহারা সকলে একত্র হইয়া সমস্ত দিনের পরিশ্রান্ত শীতবাত-পরিক্লিষ্ট সেই কাশ্মীর-সৈন্যদিগকে সবলে আক্রমণ পূর্ব্বক সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল।

উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতেই সেই ভয়ঙ্কর কোলাহল উত্থিত হয়; চন্দ্রকেতু এতক্ষণ একমনে তাহাই শুনিতে-ছিলেন, কিন্তু কোলাহলের প্রকৃত কারণ কিছুই নির্ণয় হইল না। যুবতী সন্দিগ্ধ-চিত্তে নৌকা বাহিয়া চলিলেন। কুমারও শূন্যমনে উহার বিষয় চিন্তা করিতেছেন; সহসা নৌকায় যেন কিসের আঘাত লাগিল, বিস্মিত-নয়নে চাহিয়া দেখেন—নৌকা তীরে আসিয়াছে। যুবতী ক্ষেপণী পরিত্যাগ করিয়া নৌকার রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া বলিলেন, "সুন্দরি!——"

যুব। মহাশয়! গাত্রোত্থান করুন, আমরা পৌঁছিয়াছি।

কুমার তীরে উত্তীর্ণ হইলে, যুবতী তীরবর্ত্তী বৃক্ষে নৌকার রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক ক্ষেপণী-হস্তে অগ্রে অগ্রে চলিলেন, কুমারও উহার অনুগামী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া কামিনী আপন ভবনে প্রবেশ করিয়া দেখেন—মাতা আলোক-হস্তে পথ-পানে চাহিয়া রহিয়াছেন। দূর হইতে যুবতীকে দেখিয়া বলিলেন, "কে ও! প্রভাবতি? কেন মা! আজ এত রাত্রি হইবার কারণ কি?"

প্রভা। না মা, রাত্রি হইবার আর কোন কারণ নাই অন্য দিনের মত আজো সমস্ত জলাশয় প্রদক্ষিণ করিয়া সন্ধ্যার পরই গৃহাভিমুখে আসিতেছিলাম, দুর্গের ঘাটের দিকে সহসা বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলাম। পিতা আসিয়াছেন মনে করিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে সেই দিকে যাইয়া দেখি— ইনি সেই নির্জ্জন বনে দাঁড়াইয়া আশ্রয় জন্য বংশীধ্বনি করিতেছেন, আমাকে দেখিয়া করুণ-বাক্যে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, আমিও সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি। ভাবিলাম—আমাদিগের যে দশা, অতিথিরও তাহাই হইবে; কষ্ট বলিয়া অতিথির প্রার্থনা ভঙ্গ করিতে পারিলাম না।

প্রভা-মা। আহা! আজ তিনি গৃহে থাকিলে এই অতিথিকে পাইয়া কতই আমোদ করিতেন। মহাশয়, আমরা অতিশয় দুঃখিনী! যিনি আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, কয়েক দিন হইল, তিনি এই বিজন বনে স্ত্রী-কন্যাকে বিসর্জ্জন দিয়া কোথায় গিয়াছেন। আমি বৃদ্ধা, প্রভাবতী বালিকা; আমাদিগের এমন কি ক্ষমতা যে, আপনার তুল্য অতিথির পরিতোষ-বিধান করিতে পারি? আমাদিগের একজন প্রতিবেশী ছিলেন, সময় অসময় তাঁহার দ্বারাও অনেক উপকার হইত, কপালক্রমে তিনিও কাশ্মীরে রুদ্ধ হইয়াছেন। এক্ষণে যথালব্ধ শাক-পাতে দিনপাত করিতেছি, কিরূপে তাহা আপনাকে প্রদান করিব? কোথায় লোকালয়ে আসিয়া আপনার কষ্টের লাঘব হইবে, না হইয়া অধিকতর কষ্টেই পতিত হইলেন।

চন্দ্র। মাতঃ! আমি আপনার সন্তান, আমাকে অধিক বলা বাহুল্যমাত্র। আপনার প্রভাবতী সুখে থাকুন, এমন কন্যা থাকিতে মা তোমার কিছুরই অভাব নাই। উঁহারই কৃপায় আমি আজ প্রাণে রক্ষা পাইয়াছি।

প্রভা-মা। বৎস! প্রভাবতী নিতান্ত দুঃখিনী, আজন্মই দুঃখ-ভোগ করিতেছে; এক্ষণে এই আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমার প্রভাবতী উপযুক্ত পাত্রের হস্তে পড়িয়া সুখে সংসার করিতে পায়। বৎস! এ জন্মের মত আমাদিগের সুখের সংসার ফুরাইয়াছে, এক্ষণে প্রভাবতীকে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করিতে দেখিয়া মরিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়

"মা, সে জন্য ভাবিবেন না, আপনার কন্যার যেরূপ অন্তঃকরণ, তাহাতে উঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে না।" চন্দ্রকেতু এই কথা বলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "বোধ হয়, পর্ব্বতকের প্রতি ইঁহার অনুরাগ-সঞ্চারই হইয়াছে, অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই। পর্ব্বতক! ধন্য অদৃষ্ট লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ যে, এমন গুণবতী কামিনী তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিয়াছেন। জানি না, ইঁহার প্রতি তোমার হৃদয় কিরূপ? যদি তুমি আমার আত্মীয় হইতে, তাহা হইলে আমি স্বহস্তেই তোমার গলে এই অমূল্য রত্ন-হার পরাইতাম। ইঁহার সহবাসে নিশ্চয় তোমার দোষরাশি গুণরাশিতে পরিণত হইত।"

প্রভা। মা! অনেক রাত্রি হইয়াছে।

প্রভাবতীর মাতা শশব্যস্তে গৃহমধ্যে গিয়া আহারাদির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

সকলের আহারাদি সম্পন্ন হইলে কুমার নির্দ্দিষ্ট গৃহে গিয়া শয়ন করিলেন। প্রভাবতীর মাতা কন্যার সহিত, অতিথির সন্তোষ-বিধানার্থ তাঁহার নিকট কিয়ৎক্ষণ অবস্থিতি করিয়া, আপন গৃহে আসিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইল, বেলা প্রায় চারি দণ্ড অতীত, এখনও কুমারের

চৈতন্য হয় নাই। পূর্ব্বদিনের ভয়ঙ্কর পরিশ্রমে চন্দ্রকেতু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন।

প্রভাবতী সমুদায় গৃহকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া মাতাকে অতিথির আহা-রের উদ্যোগ করিতে বলিলেন। কিন্তু ভয়ে উহাঁর নিদ্রাভঙ্গ করিতে হৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। কুমারের আকার-প্রকার-দর্শনেই প্রভাবতী উহাঁকে কাশ্মীরের একজন পদস্থ ব্যক্তি নিশ্চয় করিয়াছিলেন, এইজন্য উহাঁর শঙ্কার আর সীমা ছিল না। ভাবিয়াছিলেন, পর্ব্বতক বাটীতে আসিয়াছেন এবং অতিথির প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, শত্রু বলিয়া যদি তাহা না করেন, তাহা হইলেই ঘোর বিভ্রাট উপস্থিত হইবে। অতিথিই বা কি মনে করিবেন।" প্রভাবতী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইল। শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন—বেলা প্রায় একপ্রহর উত্তীর্ণ হই-য়াছে। কুমারক্ষুণ্ণ-মনে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে প্রভাবতী ও তাঁহার মাতা সাতিশয় যত্ন সহকারে বলিলেন, "মহাশয়! আহার প্রস্তুত, এত বেলায় অনাহারে গমন করিলে পথে অতিশয় কষ্ট হইবে। যাহা হয় কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গমন করুন।"

চন্দ্রকেতু উহাঁদিগের নিতান্ত অনুরোধে আহারাদি সম্পাদন করিয়া বৃদ্ধাকে নমস্কার পূর্ব্বক নৌকায় উঠিলেন—সঙ্গে প্রভাবতী। ক্রমে নৌকা আসিয়া তীরে লাগিল। পরস্পর শিষ্টাচার-প্রদর্শনের পর কুমার আপন হস্ত হইতে একটী অঙ্গুরীয় মোচন করিয়া বলিলেন,"প্রভাবতি! কাশ্মীর বাসিগণ তোমাদিগের পরম শত্রু, সর্ব্বদাই তোমাদিগের প্রতি নানা-প্রকার অত্যাচার করিতে পারে। যদি কখন শত্রুহস্তে পতিত হও, বোধ হয়, এই অঙ্গুরীয়টী দেখাইলে তাহারা তোমাদিগের প্রতি আর কোন অহিতাচরণ করিবে না।" বলিয়া অঙ্গুরীয়টী উহাঁর হস্তে প্রদান করিলে

প্রভাবতী বিস্মিত-নয়নে একবার অঙ্গুরীয়ক, আরবার কুমারকে দেখিতে লাগিলেন। কুমারও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন ও সেই জলাশয় বামে রাখিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"অহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ।

— কুমারসম্ভবম্।

মধ্যাহ্ন উপস্থিত,—সেইদিনকার সেই সূর্য্য সেইখানেই উঠিয়াছেন, সেই উত্তপ্ত আতপরাশি সেইভাবেই চারিদিকে বিকীর্ণ হইতেছে, সেই বাসন্তী দিবসশ্রীও সেইরূপ বিবিধ কুসুমদামে অঙ্গভূষা করিয়া ধরাধামে বিকাশ পাইতেছেন; কিন্তু সে সমুদয় আর কিছুই লক্ষ্য হয় না। কোথায় সেই কলকল্লোলিনী মালিনী? কোথায় বা সে অচ্ছোদ সরোবর? শকুন্তলা পুনর্ব্বার উপভোগের জন্য যে লতা-গৃহকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন, বিশেষ-সন্তাপ-নিবর্ত্তক সে লতাগৃহও নাই, সেই শান্তরসের আবাসভূমি তাপসভোগ্য তপোবনও নাই। কোথায় বা সেই বাণভট্ট-দুহিতা মহাশ্বেতা? তরুমূলে সুখ-বিশ্রান্ত, বীণাগানে উন্মত্ত চন্দ্রাপীড়ই বা কোথায়? যাহার অনুসরণে তিনি এতদূর আসিয়া পড়িয়াছেন, সে কিন্নরীমিথুনও আর দেখা যায় না। কল্পনার বস্তু কল্পনায় বিলীন হইয়াছে, প্রকৃত ঘটনা কালের করাল কবলে বিলুপ্ত হইয়াছে।

হে সর্ব্বসাক্ষিন্ ভগবন্ মার্ত্তণ্ডদেব! তোমার এই চক্ষের উপর দিন

দিন কত ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, প্রতিনিয়ত কালের পরিবর্ত্ত, অবস্থার ব্যতিক্রম ও সৃষ্টির লয় হইতেছে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও তোমার কোন রূপান্তর বা অবস্থার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য হয় না। তুমি শত বৎসর, সহস্র বৎসর বা যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বে যে ভাবে যে আকারে স্বীয় কিরণজাল বিকীর্ণ করিয়াছ, আজিও সেই আকারে সাধারণের চক্ষের উপর লম্বমান রহিয়াছ। তোমার করজাল—কি মরুভূমি-বিহারী পথিকের স্বিন্ন মস্তকে, কি অগাধ-জলধি-সঞ্চারি অর্ণবযানে —সর্ব্বত্রই সমভাবে পতিত রহিয়াছে। তোমার একই কিরণ স্থান, অবস্থা ও সময়ভেদে কত বিভিন্ন আকারে পরিলক্ষিত হইতেছে;—সূর্য্যকান্ত এই কিরণ-সহযোগে অনল উদ্গীরণ করিতেছে, চন্দ্রমাও এই কিরণ-সংস্পর্শে সুখসেব্য অমৃতবিন্দু বর্ষণ করিতেছেন; অথচ তোমার কররাজির যে আকার, যে উত্তাপ, তাহাই রহিয়াছে, কিছুই পরিবর্ত্তন নাই। সন্ধ্যা, প্রভাত, দিবা, রাত্রি, পৃথিবীর অবস্থা-ভেদেই ঘটিতেছে; কিন্তু তুমি যে সূর্য্য, সেই সূর্য্যই রহিয়াছ। মেঘে তোমাকে আবরণ করিতে পারে না, কুয়াসাও ঐ প্রচণ্ড মূর্ত্তি লুকাইতে পারে না। তুমি অসীম বিশ্বের একমাত্র আলোকস্বরূপ। তুমি স্বয়ং সময়ের নিরূপক, অথচ তোমার নিকট সময়, দিবা, রাত্রি, কি উদয় অস্তমন কিছুই নাই। কিন্তু মুগ্ধস্বভাবা বালিকা অম্বালিকা তোমার অস্তমন-কামনায় বারংবার তোমার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন। চন্দ্রকেতু যদিও তোমার অস্তমন-কামনা করিতেছেন না; কিন্তু তাঁহার নিকট তোমার প্রখর-প্রতাপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে; কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তোমার কররাজি চারিদিকে যেন অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছে, করসংস্পর্শে শিলাভূমিও যেন অগ্নিময় হইয়া উঠিয়াছে, কাহার সাধ্য—ভূমিতে পদার্পণ করে বা অনাবৃত-মস্তকে ক্ষণমাত্রও গমন করিতে সক্ষম হয়? কুমারের মস্তকে ছত্র নাই, পাদুকাও শিলা-সহযোগে অসহ্য উত্তপ্ত

হইয়া উঠিয়াছে। বাতাসও বিষবৎ, স্পর্শমাত্র শরীর যেন অনল-শিখায় দগ্ধ হইতেছে। ক্লেশের অবধি নাই। কল্যকার সেই অপরিমিত শ্রম, অদ্যকার এই রৌদ্র—কুমার একান্ত কাতর হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। এক্ষণেও সেই সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল; কিন্তু মৃদুল তরু-পত্র সংযোগে বিলক্ষণ সুখস্পর্শ, ও প্রফুল্লবনকুসুম-সংস্পর্শে সুগন্ধে আমোদিত,—অবিরত প্রবাহিত হইতেছে। কুমার স্বচ্ছন্দতায় মগ্ন, পৃষ্ঠদেশ বৃক্ষমূল-সংলগ্ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। নয়ন অর্দ্ধ মুকুলিত হইয়া আসিল। দূরে যে এক জন পর্ব্বতীয় আগমন করিতেছিল, অস্পষ্ট দেখিতে পাইলেন; কিন্তু দৃক্‌পাত নাই। বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়েই দেহ-মন সমর্পিত রহিয়াছে। শরীর অবশ, হস্তপদ শিথিলভাবে এক একবার ভূমিতে পড়িতেছে, আবার যত্নে স্বস্থানে অবস্থাপিত হইতেছে। কুমার এইমাত্র যে পর্ব্বতীয়কে অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন, তন্দ্রায় তাহাকেই দেখিতে লাগিলেন যেন এক প্রকাণ্ড-কায় মনুষ্য দীর্ঘ-গদা-স্কন্ধে তাঁহার অভিমুখে আগমন করিয়াছে। চকিতনয়নে চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে একজন পর্ব্বতীয় দণ্ডায়মান,—স্কন্ধে তরবারি, মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ,—ঘর্ম্মাক্ত; শরীর দীর্ঘ, অথচ সুগঠন, বয়স অষ্টাদশবর্ষের অধিক হয় নাই; বিলক্ষণ বলিষ্ঠ ও সাহসে পূর্ণ। উভয়ে উভয়ের প্রতি একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। পরে পর্ব্বতীয় বলিল, "আপনি কে? —এই নির্জ্জন স্থলে একাকী শয়ন করিয়া রহিয়াছেন?"

কুমার প্রভাবতীর নিকটে আপনার পরিচয় দেন নাই, কিন্তু ইহার নিকটে আর গোপন করিতে পারিলেন না, গম্ভীর-স্বরে বলিলেন, "কাশ্মীরবাসী।"

প। এদিকে কোথা হইতে আসিতেছেন?

কু। জলাশয়-মধ্যস্থ ক্ষুদ্র দ্বীপ হইতে।

প। সেখানে কোথায় গিয়াছিলেন?

কু। এক বৃদ্ধার আশ্রয়ে।

প। বৃদ্ধা?—তাঁহার আর কেহ আছে?

কু। একমাত্র কন্যা,—পতি নিরুদ্দেশ।

প। কন্যা?—প্রভাবতী?

কু। হ্যাঁ।

প। সেখানে কিজন্য গিয়াছিলেন?

কু। আশ্রয় জন্য।

প। অতিথি?

কু। তাঁহাদিগের বটে, অন্যের নয়।

প। অন্যের কি?

কু। শত্রুর।

পর্ব্বতীয় ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "একাকী পর্ব্বতীয়ের শত্রু!—নিতান্ত অসম্ভব।"

কু। কণামাত্র বলিয়া কি বহ্নির ঔজ্জ্বল্য বা দাহিকা শক্তি পরিলুপ্ত হইবে? মহাশয়! সহস্র সহস্র পতঙ্গ অপেক্ষা একমাত্র পতঙ্গভুক্ বিহঙ্গ সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ।

প। তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু প্রবল শত্রুর সম্মুখে সহসা আত্মপ্রকাশ করা নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য।

কি। রাত্রিকালে গগন নক্ষত্রময় হয় বলিয়া কি চন্দ্রমা উদিত হইবে না? যতক্ষণ না আকাশে চন্দ্রোদয় হয়, ততক্ষণই গগনে খদ্যোতপুঞ্জে তারকারাশি প্রকাশ পাইতে থাকুক; কিন্তু চন্দ্রের অভ্যুত্থানে তাহারা যে মলিন ও ক্রমে অদৃশ্য হইবে,তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মহাশয়! কাশ্মীরবাসীর অগ্রে পর্ব্বতীয়গণ যে বিপক্ষভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারে,

ইহা আমি অগ্রে জানিতাম না, এই নূতন শুনিলাম। ভাল, আপনাকেই প্রবল শত্রু বলিয়া স্বীকার করিতেছি, অস্ত্র গ্রহণ করুন, বলাবল পরীক্ষা হউক।

প। নিতান্ত উপন্যাসের কথা! যাহা হউক, আপনি যখন পর্ব্বত-কের অধিকারমধ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কোন অনুচরই আপনার গাত্রে কোন অস্ত্রাঘাত করিবে না। চলুন,আপনাকে আপনার দেশে পৌঁছিয়া দিয়া আসি। গিরিমার্গ অত্যন্ত জটিল, কখনই একাকী যাইতে পারিবেন না।

কুমার অপ্রতিভভাবে গাত্রোত্থান করিলে, পর্ব্বতীয় অগ্রসর হইল, কুমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

কু। দুরাচার পর্ব্বতীয়গণের কি এতদূর ধর্ম্মজ্ঞান আছে যে, অতি-থির প্রতি সদাচরণ একটী ধর্ম্মানুগত কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারে?

প। পর্ব্বতীয়গণ কি অধার্ম্মিক?

কু। শতবার।

প। কিসে?

কু। পরের সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনে যাহারা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা আবার কিরূপে ধার্ম্মিকের ভাণ করে?

প। শত্রুর সর্ব্বস্ব-লুণ্ঠনে পাপ?

কু। দস্যুতায় মহাপাপ!

প। পর্ব্বতীয়গণ কখনই গোপনে কাহারও অনিষ্ট করে না, চক্ষের উপর বল পূর্ব্বক কাশ্মীররাজ্যের সম্পত্তি হরণ করে।

কু। বল কি নিরীহ নিদ্রিত প্রজাগণের উপরই প্রকাশের জন্য? ক্ষমতা থাকে, রাজার সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ করুক।

প। এই অক্ষম পর্ব্বতীয়গণই ত প্রতিনিয়ত কাশ্মীরে গমনাগমন করিয়া থাকে,—সগর্ব্বে সর্ব্বসমক্ষে সকলের সর্ব্বস্ব হরণ করে। কই, এ পর্য্যন্ত সক্ষম কাশ্মীররাজ বা সেই নিশার পূর্ণশশী তাহাদিগের কি করিলেন? ক্ষমতা থাকিলে তিনি ত্রুটি করিতেন না। সাহস হয় ত পর্ব্বতে আসিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে বলিবেন।

কু। অবশ্যই হইবে।

প। অন্নভক্ষ্যহীন দরিদ্রও স্বপ্নে পৃথিবীর সাম্রাজ্য ভোগ করিয়া থাকে এবং পঙ্গুও কল্পনায় পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। আপনি আপনার রাজাকে বলিবেন, পর্ব্বতককে দমন করা তাঁহার কর্ম্ম নহে, ইহাতে বিলক্ষণ ক্ষমতার আবশ্যক।

কু। দুরাচার পর্ব্বতক যেদিন তাঁহার কারাগারমধ্যে অবস্থিতি করিবে, সেই দিন তাঁহার ক্ষমতা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। শৃগালও আপন গর্ত্তমধ্যে থাকিয়া পৃথিবীকে তৃণবৎ জ্ঞান করে।

প। কি বলিলেন?—কারাগারে? কারাগারে পর্ব্বতক অবস্থিতি করিবে? এই উদ্দেশ্যেই বুঝি তিনি দিন-রাত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবের আরাধনা করিতেছেন? শুনিলে যে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কাশ্মীররাজ ধন্য সাহস লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যে, এমন আশা করিতেও সাহস হইয়াছে।

কু। আপনি পর্ব্বতককে বলিবেন যে, অচিরাৎই কারাগার তাঁহার চিরকালের বাসস্থান হইবে।

প। কর্ণ! বধির হও, পৃথিবী বিদীর্ণ হও, মধ্যে প্রবেশ করি; আর এ অসংবদ্ধ প্রলাপ সহ্য হয় না। মহাশয়! শৃগালেও সিংহ ধরিতে পারে, পঞ্চমবর্ষীয় বালকেও পৃথিবী জয় করিতে পারে। কিন্তু জয়সিংহ, অমরসিংহ, ভূপাল বা সেই কিরাতপুত্র কুমার যাহার বলে আজ আপনারও

মুখ হইতে এই কথা বহির্গত হইল, ইহাদিগের কাহারও সাধ্য নাই যে, ক্ষণকালের জন্য পর্ব্বতকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়।

কু। একা কাশ্মীররাজ মনে করিলে, মৃতপ্রায় পর্ব্বতীয়গণের কথা কি, মুহূর্ত্তের মধ্যে এই পর্ব্বতকেও সমভূমি করিতে পারেন; কতকগুলা পশুবিনাশে আবার সাহায্যের আবশ্যক?—বলিতে লজ্জা হইল না?

প। মহাশয়! লজ্জা ভয় কাশ্মীরেরই চিরভূষণ, কাশ্মীরেরই অমূল্য রতন; তেজ ও সাহসের আবাসভূমি উন্নত পর্ব্বতশিখরে লজ্জার উদ্ভব আকাশলতার ন্যায় কখনই সম্ভবিতে পারে না।

কু। উচিতমত বর্ষণ ভিন্ন এই তেজের বিনাশ হওয়া অসম্ভব; আর বিলম্ব নাই, অচিরাৎই কাশ্মীররাজ জয়সিংহের শরবর্ষণে এই তেজ নির্ব্বাপিত হইবে, জয়সিংহের হস্তেই পর্ব্বতীয়দিগের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ও অচিরেই সঙ্ঘটিত হইবে।

প। স্বপ্নের কথা, স্বপ্নেই দেখিবেন; মনকে প্রবোধ দিতে হয়, মনে মনেই দিবেন; যাহাদিগের নিকট গোপন করিতে হইবে, তাহাদিগের সমক্ষেই গুহ্য কথা প্রকাশ!—আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনার বুদ্ধির বিভ্রম ঘটিয়াছে বা আপনাকে নিদ্রিত মনে করিয়া এই সকল প্রলাপ-বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু ইহাও কম সাহসের কর্ম্ম নহে যে, স্বপ্নেও আপনার এতদূর উচ্চ আশা হইয়া থাকে!

কু। নীচের সহিত কথোপকথন করিলে তাহারা যে আপনাদিগকে এতাদৃশ সারবান্ বিবেচনা করিবে, তাহা বিচিত্র নহে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এ পামরেরা একবার আপনার প্রতি চাহিয়া দেখে না যে, পর্ব্বত যাহাদিগের বাসস্থান, দস্যুতা যাহাদিগের জীবিকা, তাহারা কি সাহসে আপনাদিগের প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়া অবস্থা, জাতি ও গৌরব অপেক্ষাও উচ্চ কথা ব্যবহার করে! অন্যে ঘৃণা করিয়া উপেক্ষা

করিলে সামান্য কীট-পতঙ্গও আপনাদিগকে ক্ষমতাশালী মনে করিয়া থাকে, ইহা বলিয়া কি এতদূর আস্পর্দ্ধা! কাশ্মীররাজ কি তোমাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন? না, পর্ব্বতককে লক্ষ্যের মধ্যে গণ্য করেন? তাঁহার কথা দূরে থাকুক, আমিও যদি আজ সেই পর্ব্বতকের দেখা পাইতাম, তাহা হইলে এতক্ষণ কখনই এই নীচমুখে উচ্চভাষ শুনিতাম না; তাহার সেই ঘৃণিতজীবনের সহিত তোমাদিগের এই গর্ব্ব খর্ব্ব করিতাম। অবনত-মস্তকে পদধূলি লেহন করিতে, ও দাসত্ব স্বীকার করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতে!

প। আর না; যথেষ্ট হইয়াছে। আপনার মুখগরিমায় পর্ব্বত পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে,—শীতল হউক, ক্ষান্ত হউন। মহাশয়! বরঞ্চ জয়সিংহের সহিত পর্ব্বতকের বিবাদ একদিন শোভা পায়; কিন্তু আপনি ক্ষুদ্রপ্রাণী, কেন উহাতে কথা কহিয়া আপনার মাতাকে চিরদুঃখিনী করেন? ক্ষান্ত হউন, আর কিয়দ্দূর গমন করিলেই দেশে পৌঁছিতে পারিবেন,সামান্য মোহের বশীভূত হইয়া তীরে তরী নিমগ্ন করিবে না।

কু। পুনর্ব্বার কথা কহিলেই তোর মস্তকচ্ছেদন করিব। তোর দলপতিকে সংবাদ দে, দলবলসমেত আসিয়া যুদ্ধ করুক বা পদতলে অবনত হইয়া অভয় প্রার্থনা করুক।

প। আসন্নকালে লোকের যে বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, ইহাই তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন।

কটি হইতে সবলে অসি নিষ্কাসিত হইল, নয়ন রক্তবর্ণ ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। কুমার সগর্ব্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "দুরাচার! সিংহে কখন দুর্গন্ধি মূষিক-দেহ স্পর্শ করে না: দেখাইয়া দে, কোথায় সেই পামর পর্ব্বতক লুকাইয়া আছে; দেখাইয়া দে, এখনি বিনষ্ট করিব"।

প। পামর! পর্ব্বতকের প্রাণবিনাশ! কৃতান্তও যাহা স্বপ্নে অনুভব করিতে পারে না, একজন তুচ্ছ নরাধমের মুখে সেই কথা! সাধ্য থাকে, অগ্রসর হ; পর্ব্বত অপেক্ষাও উন্নত-মস্তকে পর্ব্বতক অগ্রে বর্ত্তমান—আমিই সেই পর্ব্বতক। যে আশঙ্কায় এতক্ষণ মুখেও এই অসহ্য গর্ব্বিত বাক্য সহ্য করিতেছিলাম, তাহা দূর হইয়াছে। আপন অধিকার উত্তীর্ণ হইয়া তোর রাজার অধিকারে পদার্পণ করিয়াছি। আর নিস্তার নাই। এই অখণ্ড পৃথিবীতে এমন বীরপুরুষ, যোদ্ধা বা সাহসী কেহই নাই, যে আজ আমার হস্ত হইতে তোরে রক্ষা করে! প্রস্তুত হ, মরিতে নিমেষের অপেক্ষা সহিবে না।

কু। কাশ্মীরের অধিকার!—পর্ব্বতক, আর জন্মে বিস্তর পুণ্য করিয়াছিলি, তাই আজ আমার হস্তে রক্ষা পাইলি, না হইলে এতক্ষণ তোর চিহ্নও পাওয়া যাইত না। প্রাণের ভয় থাকে, এখনি সম্মুখ হইতে সরিয়া যা, কি জানি, ক্রোধের বশীভূত হইয়া যদি তোকে আপন অধিকারমধ্যে বিনষ্ট করি, তাহা হইলে সকলে আমাকে কাপুরুষ বলিবে।

প। থাক্, আর পুরুষত্বে কাজ নাই; "সেই তেজ, সেই সাহস, সেই গরিমা কি নাম শুনিয়াই এককালে নির্ম্মূল হইল! কখনই ছাড়িব না, যুদ্ধ না করিয়া পদ হইতে পদমাত্র গমন করিতে পারিব না।

কু। পিপীলিকার পক্ষ মৃত্যুর জন্যই হইয়া থাকে। কিন্তু সহস্র অপরাধী হইলেও আজিকার মত তোরে অভয় প্রদান করিলাম। বরং আরো কিছু প্রার্থনা কর্, দিতে প্রস্তুত আছি।

প। ক্ষমতা থাকে, আপনাকে রক্ষা কর্।

কুমারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া অসি প্রহার করিলেন। কুমার চর্ম্ম দ্বারা সে আঘাত হইতে মস্তক রক্ষা করিলেন। কিন্তু পর্ব্বতক বারংবার আঘাতের উদ্‌যোগ করাতে ক্রমে কুমারের ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

উয়েই উন্মত্ত হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। কুমার রণবেশে সজ্জিত, পর্ব্বতক সামান্য অসিমাত্র-সহায়, কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর পর্ব্বতকের দক্ষিণ হস্ত খড়্গাঘাতে অবশ হইয়া পড়িল; বাম হস্তে অসি চালন করিতে লাগিলেন; বাম হস্তও আহত হইল। তখন কুমার রণে অসমর্থ পর্ব্বতকে বন্ধন করিয়া বংশীধ্বনি করিবামাত্র কয়েকজন পর্ব্বতীয় আসিয়া কুমারের চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিল,"মহাশয়! কি করিতে হইবে,আজ্ঞা করুন।

কু। তোমরা কে?

সৈন্য। আমরা পর্ব্বতীয় নহি, আপনারি অনুগত ভৃত্য; অমরসিংহের কথা শুনিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, দয়া করিয়া মার্জ্জনা করুন। মহাশয়, পামরের পরামর্শে কল্য আপনার প্রতি অহিতাচরণ করিতে গিয়াই আমাদিগের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে,—কল্যকার সেই সমুদায় সৈন্যই পর্ব্বতীয়দিগের হস্তে নিহত হইয়াছে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে পলাইয়া আমরা জীবন রক্ষা করিয়াছি।

বলিয়া করপুটে অমরসিংহের সমুদায় দুরভিসন্ধির কথা প্রকাশ করিয়া বলিল।

কুমার সমুদায় শ্রবণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ নিশ্চল স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন, "তবে তোমরা কিজন্য অমরসিংহের বিপক্ষে আমার নিকটে শরণ-গ্রহণ বা সমুদায় গুহ্য কথা প্রকাশ করিলে?"

সৈন্য। মহাশয়! ধর্ম্মের জয়, পাপের পরাজয় চিরকালই হইয়া আসিতেছে, চিরকালই হইবে। আজও তাহাই প্রত্যক্ষ দর্শন করিলাম। আর না; পাপবুদ্ধি দুরাত্মা অমরসিংহের সহিত স্বর্গভোগ অপেক্ষা বিশুদ্ধ-চরিত্র ধার্ম্মিকের সহিত নরকভোগও সুখকর। প্রাণ যায়, তাহাও স্বীকার; তথাপি আর পাপে রত হইব না, পাপকার্য্যের নামেও যাইব না। পদতলে শরণ লইলাম, ক্ষমা করুন। মহাশয়!

দুরাত্মা বিষম দুর্দ্দান্ত, নাম মনে হইলেও শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। যাহাতে পামর অমরসিংহ এ কথা শুনিতে না পায়, তাহা করিবেন; শুনিলে আমরা নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব।

কু। কোন ভয় নাই। এক্ষণে সন্ধ্যা উপস্থিত, শীঘ্র শীঘ্র ইহাকে লইয়া চল।

তাহারা অতি সাবধানে পর্ব্বতককে স্কন্ধে করিয়া কুমারের সহিত নগরাভিমুখে গমন করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"দদৃশে জগতীভুজা মুনিঃ স বপুষ্মানিব পুণ্যসঞ্চয়ঃ।

—কিরাতার্জ্জুনীয়ম।

কয়েক দিবস হইল, কোথা হইতে এক উদাসীন কাশ্মীরে আগমন করিয়াছেন,—নগরে যে ভুবনবিখ্যাত ত্রিকালেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজমান আছেন, তাঁহার আয়তনেই অবস্থান,—মূর্ত্তি তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় কমনীয় ও উজ্জ্বল, প্রশান্ত অথচ গম্ভীর; সর্ব্বাঙ্গে বিভূতি, মস্তকে জটাভার, বিস্তীর্ণ ললাটদেশ চন্দনে চর্চ্চিত, শৈবালপরিগত পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল শ্মশ্রুরাজিতে পরিব্যাপ্ত; গলে রুদ্রাক্ষ, রৌপ্যবর্ণ যজ্ঞোপবীত ও আজানু-লম্বিত কুশময় মেখলা; পরিধান রক্ত-বসন; হস্তে স্ফটিকের জপমালা। যোগী সদাই জপে মগ্ন।

পাঠক, তাচ্ছিল্য করিও না; যিনি এই যোগীকে প্রকৃতরূপে চিনিতে পারিয়াছেন, তিনিই জানেন যে, এই উদাসীন সামান্য ব্যক্তি নহেন, অসাধারণ ক্ষমতাশালী, বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন ও লোকের শুভাশুভ-ফলের একমাত্র নির্ণায়ক। সহসা স্বরূপতঃ ইঁহাকে চিনিতে পারা দুষ্কর। কাহারও নিকট সহজে আত্মপ্রকাশ করেন না; যাহার উপর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়, তাহার নিকটেই প্রকাশিত হইয়া থাকেন ও তৎসম্বন্ধে আপন ক্ষমতাপ্রকাশেও ত্রুটি করেন না। যথা ইচ্ছা তথায় বিচরণ করেন;

বাহিরে বাতুলের ভাণ, অন্তরে দিব্য জ্ঞানী ; যাহার যাহা ইচ্ছা বলিতে থাকে, দৃক্‌পাত নাই ; কটু-মিষ্টে সমজ্ঞান, ভোগ-লালসায় স্পৃহাশূন্য, সোণার দ্রব্যেও তুচ্ছবোধ, পৃথিবীর সাম্রাজ্যভোগও অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া থাকেন। যোগী যাহার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন, যাহার জন্য দারুণ দুঃখভোগেও সুখজ্ঞান করিতেছেন, কিসে তাঁহার প্রতি প্রীতিভক্তি প্রদর্শিত হইবে, সেই চিন্তাতেই মগ্ন ; অহরহঃ সেই জ্ঞান, সেই ধ্যান ; তাঁহার প্রীতি-সাধনার্থ যদি এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহাতেও প্রস্তুত আছেন।

কাহারও নিকট যাচ্ঞা নাই, যদৃচ্ছালব্ধ ফলমূলেই দিনপাত করিয়া থাকেন ; ভক্তি পূর্ব্বক কেহ প্রদান করিলেও অবজ্ঞা নাই, আদরে গ্রহণ করেন ও ভক্তের প্রণয়-রক্ষার জন্য যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দীন-দুঃখীদিগকে বিতরণ করেন। যোগী সাগ্নিক ; যথাকালে হোমাদি সমাপন করিয়া দিনান্তে স্নানাদির পর কিঞ্চিন্মাত্র আহার করেন ও নিশীথ-কালে সমুদায় নিস্তব্ধ হইলে মুহূর্ত্তের জন্য অনাবৃত ভূমিতেই সুখে শয়ন করিয়া থাকেন।

নগরে প্রতিঘরে প্রতিলোকের মুখেই ঐ কথার আন্দোলন,—অসম্ভব কল্পিত গুণের আরোপ,—"ত্রিকালেশ্বরের মন্দিরে এক পরমযোগী আসিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান—ত্রিকালবেত্তা, তাঁহার মৃত্যু নাই, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি চারিযুগ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছেন। কতকালের লোক, কেহই জানে না ; দিব্য সতেজ মূর্ত্তি ; দৃষ্টিমাত্র রোগী রোগ হইতে বিমুক্ত হয়, শোকান্বিতের শোক বিদূরিত হয়, কিছুই আহার নাই, অথচ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় মধুর আকৃতি। পরম যোগী, সিদ্ধপুরুষ—দেখিলে পুণ্যসঞ্চয় হয় ও পূর্ব্বের পাপ তিরোহিত হইয়া যায়।" সকলের মুখেই এই কথা। প্রতিদিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত শিবমন্দির

লোকে লোকারণ্য হইয়া থাকে ও উত্তমোত্তম খাদ্য বস্তুতে প্রাঙ্গণ-ভূমি পরিপূর্ণ হয়।

জানি না, কি কারণে এই উদাসীনেরও স্মৃতিবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে,—অমরসিংহের প্রতি পুত্রের ন্যায় অসাধারণ স্নেহ করিয়া থাকেন, প্রাণ দিয়াও অমরসিংহের উপকারে বাসনা করেন; এমন কি, ইহাঁর জন্য অকার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হন না। সর্ব্বদাই অমরসিংহের ভবনে গতিবিধি; না ডাকিলেও অন্ততঃ দিনের মধ্যে একবার অমরসিংহকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না।

আজ অমরসিংহ বিষণ্ণ-মনে একান্তে বসিয়া আছেন, কাহারও সহিত আলাপ করেন না, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক, যেন বিষম চিন্তায় নিরন্তর নিমগ্ন রহিয়াছেন,—অনুচর-মুখে এই কথা শুনিয়া উদাসীন অমরসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন—গৃহে দণ্ডায়মান।

অমরসিংহ সসম্ভ্রমে আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া যোগীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। যোগীও বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া অমরসিংহের স্বহস্ত-প্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

অমরসিংহ কপটাচারী হইলেও উদাসীনকে সবিশেষ মান্য করিতেন এবং সৎপুত্রের পিতাকে যেরূপ চক্ষে দেখা আবশ্যক, সেই চক্ষেই তাঁহাকে দর্শন করিতেন। তাঁহাকে দেখিলে অমরসিংহের আহ্লাদের সীমা থাকিত না ও বিষম বিপদে পড়িলেও তাঁহারই বলে আপনাকে একমাত্র বলবান্ জ্ঞান করিতেন।

এক্ষণে উদাসীনকে দেখিয়া অমরসিংহের চক্ষু দিয়া জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল। করুণ-বচনে বলিলেন,"ভগবন্! বুঝি এতদিনের পর আমার সকল আশা বিফল হইল। যেরূপ ঘটনা উপস্থিত দেখিতেছি, তাহাতে অধিক দিন আর আমাকে এই রাজত্ব ভোগ করিতে হইবে না।

কুমারের বলবিক্রম ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে, উহার প্রতিই ইতর-সাধারণের বিশেষ ভক্তি, সকলে উহাকেই সম্মান করিয়া থাকে, আমাকে আর কেহই গ্রাহ্য করে না। জয়সিংহ উহারই গুণের বিশেষ পক্ষপাতী, ভূপাল উহাকে আপন সহোদরের ন্যায় জ্ঞান করিয়া থাকেন, আমার সহিত কথা কহিতেও ঘৃণা বোধ করেন। ভগবন্! একজন কিরাত-পুত্রের এতদূর উন্নতি কখনই সহ্য হয় না। আমি ছলে-বলে জয়সিংহকে কাশ্মীরের সিংহাসন প্রদান করিলাম, ভূপালকে অমরকেতনের হস্ত হইতে রক্ষা করিলাম; সেই তাহারাই সময় পাইয়া আমার বিরোধী হইয়া উঠিল, ইহা কি সহ্য হয়? যদি ইহার কোন উপায় বলিয়া দেন, ভালই; নচেৎ আপনার সমক্ষেই আত্মঘাতী হইব, আর এ প্রাণ রাখিব না।" অমরসিংহ উদাসীনের পদযুগল ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

যোগী অমরসিংহকে আপন চরণযুগল হইতে উত্থিত করিয়া বলিলেন, "পুত্র! ভয় নাই, আমি থাকিতে তোমার অভাব কি? কি করিতে হইবে বল, এখনি সম্পাদন করিয়া তোমার মনোদুঃখ নিবারণ করিব।"

"ভগবন্! আর কিছুই চাহি না, যাহাতে কুমার বিনষ্ট হয়, আপনি তাহাই করুন। কোথায় মৃত্যুর জন্য আমি কৌশল করিয়া উহাকে পর্ব্বতে পাঠাইলাম, না, তাহাতেই উহার গৌরব-বৃদ্ধি হইল! যে পর্ব্বতকের নাম শুনিলে কাশ্মীরবাসী মাত্রেরই শরীর লোমাঞ্চিত হয়, একা কুমার সেই দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ পর্ব্বতককে পর্য্যন্ত বন্ধন করিয়া আনিল! উহার অসাধ্য কিছুই নাই। মহাশয়! উহাকে বিনাশ করা আমার সাধ্য নহে, আপনার কৃপা ভিন্ন কিছুতেই উহা সাধিত হইবে না।"

যোগী কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, "বৎস! এ বিষম কথা।

কুমারকে বিনষ্ট করা আমারও সাধ্য নহে। পর্ব্বতীয় ভিন্ন অন্যেরও উহাতে ক্ষমতা নতই। উহাদিগের হস্তেই কুমার বিনষ্ট হইবেন। দৈবের অবিদিত কিছুই নাই, আমি দৈবচক্রে দেখিয়াই বলিতেছি, পর্ব্বতীয় গণই উহাঁকে বিনাশ করিবে। বৎস! সম্পদ্ কি বিপদ্ চিরদিনের নয়. আমি নিশ্চয় কহিতেছি,—এক দিকে কুমারের মৃত্যু.অন্য দিকে তোমার সুখের দিবস উদিত হইবে। কিন্তু কুমারের মৃত্যু ভিন্ন কিছুতেই তোমার সৌভাগ্যসঞ্চার হইবে না। অতএব যাহাতে পর্ব্বতীয়দিগের সহিত মিলিত হইতে পার, তাহার চেষ্টা দেখ, না হইলে কিছুতেই তোমার মনোরথ সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই।"

অমর। আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য, কিন্তু উহাতেই বা আমার ক্ষমতা কি? পর্ব্বতীয়গণ আমার প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ-সম্পন্ন.শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেও তাহারা আমার কথায় বিশ্বাস করিবে না; কিন্তু আপনার এই বিশ্বসনীয় আকৃতি দর্শন করিলে কখনই তাহারা উহাতে অপ্রত্যয় করিতে পারিবে না।

উদা। অমর! আমার পক্ষে উহা নিতান্ত অকার্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে।

অমর। তবে আমার মরণই এক্ষণে মঙ্গল। ভগবন্! প্রাণে জীবিত থাকিয়া কখনই এরূপ অপমাননা সহ্য করিতে পারিব না। আপনার সমক্ষেই আত্মঘাতী হইয়া এই যাতনার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিব।

উদা। অমর! কি অসংবদ্ধ কথা বলিতেছ? যাহা তোমার দ্বারা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে. তাহার জন্য এরূপ কাতর হইবার কারণ কি? ক্ষান্ত হও. চেষ্টা কর; যখন পর্ব্বতক রুদ্ধ হইয়াছেন. তখন পর্ব্বতীয়গণ সামান্য সুবিধা পাইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

নিরাশ হইও না, তুমি বলিবামাত্র নিশ্চয়ই তাহারা ইহাতে স্বীকার করিবে।

অমর। যদি তাহারা আমাকে জয়সিংহের বিপক্ষ বলিয়া জানিত, তাহা হইলে এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারিত। আমি ঐরূপ প্রস্তাব করিলে নিশ্চয় তাহারা মনে করিবে যে, পর্ব্বতককে রুদ্ধ করিয়াছে, এক্ষণে আবার কৌশল করিয়া আমাদিগেরও সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। যদি তাহাদিগের মনে কণামাত্র এইরূপ বিশ্বাস সঞ্জাত হয়, তাহা হইলে আপনার দ্বারাও পরে আর কোন কার্য্য হইবে না। কিন্তু সর্ব্বপ্রথম আপনি চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ভগবন্! এই অভাগার প্রতি যদি এতদূরই কৃপা করিয়াছেন, তাহা হইলে এই সামান্য শ্রম স্বীকার করিয়া অধীনের জীবন প্রদান করুন।—কালবিলম্বেও আমার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। পর্ব্বতককে রুদ্ধ করিয়া কুমার বিষম উৎসাহিত হইয়াছে, কি জানি, যদি পুনরায় পর্ব্বতে গমন করে, তাহা হইলে ঐ আশাতেও বঞ্চিত হইতে হইবে।

উদাসীন কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন,"বৎস! পুনরায় যে আমি কোন বৈষয়িক কার্য্যে লিপ্ত হইব, মুহূর্ত্তের জন্যও মনে এরূপ চিন্তা করি নাই। কিন্তু কি করি, তোমার জন্য এক্ষণে উহাতেই স্বীকার করিলাম। কল্যই প্রাতে গমন করিব। তুমি কল্য রাত্রিতে তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া যাহাতে নগর অবরোধ করিতে পার,এরূপ প্রস্তুত থাকিও। এক্ষণে চলিলাম; কল্য প্রাতে আমাকে দেখিতে পাইবে না। কার্য্য সিদ্ধ হয়, মধ্যাহ্নের পরই আসিব।" বলিয়া উদাসীন অমরসিংহের বাটী হইতে আপন আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

উদাসীন গমন করিলে অমরসিংহের মনে অন্য একটী চিন্তা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, "যদি কল্যই নগর অবরোধ করা যায়, তাহা

হইলে ত অম্বালিকার আশায় নিরাশ হইতে হইল। একে অম্বালিকা আমার প্রতি বিশেষ বিরাগশালিনী আছেন, ইহার উপর যদি আবার আমা দ্বারা জয়সিংহ বা কুমারের কোন অনিষ্ট সংঘটিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অম্বালিকা আত্মঘাতিনী হইবে। উপায় কি? এক্ষণে হরণ ভিন্ন ত অম্বালিকা-লাভের উপায় দেখি না। এই রাত্রি-মধ্যে কিরূপেই বা তাহা সম্পাদিত হইবে?" কিয়ৎক্ষণ, চিন্তা করিয়া অমরসিংহ একজন অনুচরকে সঙ্গে লইয়া আপন উপবনে গমন করিলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

"মা বদ যামি যামীতি।"

—উদ্ভট।

কুমার। অম্বালিকে! অনেক রাত্রি হইয়াছে, হস্ত ছাড়িয়া দাও, ভূপাল আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

অম্বালিকার মুখে কথা নাই, বসনে বদন ঈষৎ আবৃত, নয়ন হইতে দরদরিত জলধারা বিগলিত হইতেছে।

কু। সুন্দরি! ভয় নাই, যখন পর্ব্বতক রুদ্ধ হইয়াছে, তখন নিম্মস্তক পর্ব্বতীয়গণ বিনা যুদ্ধেই অবনতি স্বীকার করিবে। দেখো, কল্য সন্ধ্যার মধ্যেই পুনরায় গৃহে আগমন করিব। ছাড়িয়া দাও। লোকে দেখিলে কি মনে করিবে? ভূপালই বা কি মনে করিতেছেন?

চপলা। অম্বালিকে! কেন উঁহার প্রতি তুমি বৃথা আশঙ্কা করিতেছ? যখন উনি সেই প্রবলপ্রতাপ পর্ব্বতককে বাঁধিয়া আনিয়াছেন, তখন উঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে ছাড়িয়া দাও, অনেকক্ষণ আহার প্রস্তুত হইয়াছে, মাতা সেই স্থলে বসিয়া আছেন, বিলম্ব দেখিয়া আসিতে পারেন।

সহসা গৃহপার্শ্বে পদধ্বনি হইল। অম্বালিকা চমকিত-ভাবে চন্দ্রকেতুর হস্ত-মোচন করিয়া দ্বারের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। চন্দ্রকেতুও শশব্যস্তে বাহিরে গিয়া দেখেন, কেহই নয়, ভূপাল আসিতেছেন।

ভূপাল চন্দ্রকেতুকে দেখিয়া বলিলেন, "কুমার, সমুদায় স্থির হইয়াছে। সৈন্যগণ এক্ষণে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া শয়ন করিল, রাত্রি থাকিতেই সজ্জিত হইয়া আমাদের অপেক্ষা করিবে। এক্ষণে চল, আমাদিগেরও আর রাত্রি করা উচিত হয় না; রাত্রি থাকিতেই নগর হইতে বহির্গত হইতে না পারিলে বিলক্ষণ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা।" বলিয়া ভূপালসিংহ কুমারের সহিত আপন ভবনাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যাইতে যাইতে চন্দ্রকেতু বলিলেন, "মহাশয়, আমরা যে পর্ব্বতে গমন করিব, সৈন্যগণ কি তাহা জানিতে পারিয়াছে?"

ভূ। না; তুমি, আমি ও রাজা ভিন্ন এ কথা আর কেহই জানিতে পারে নাই। প্রকাশ হইলে পাছে অমরসিংহ আবার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া বসে, এই ভয়ে আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই। ঐ দুরাত্মা নরাধমের অসাধ্য কিছুই নাই। উহার দুষ্টতার অন্ত বুঝা সামান্য জ্ঞানবুদ্ধির কর্ম্ম নহে।

কু। যদি এক অম্বালিকাকে পাইলেই অমরসিংহ নিরস্ত হয়, মহারাজ কেন তাহাই করুন না। অম্বালিকাও ত বয়স্থা হইয়াছেন।

ভূ। খলের খলতা ছায়ার ন্যায় মৃত্যু পর্য্যন্ত কখনই উহার সহবাস

পরিত্যাগ করিতে চায় না। একটী উপলক্ষ্যের বিনাশ, অন্যটীর উদ্ভব, খলস্বভাবের ইহা স্বতঃসিদ্ধ নিদর্শন; অম্বালিকাকে পাইলে যে পামর নিরস্ত হইবে, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস্য নহে। ভাল, রাজা তাহাতেই প্রস্তুত আছেন; কিন্তু অম্বালিকা যে উহার ছায়া পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে চাহে না, তাহার কি?

কু। রাজার মত থাকিলে, অম্বালিকার অমতে কি হইবে?

ভূ। কুমার! অন্তরের কথা ত কিছুই জান না, তাহাতেই এইরূপ বলিতেছ। চপলার মুখে শুনিয়াছি, এই বিবাহবিষয়ে রাজা যদি অম্বালিকার অমতে কোন কার্য্য করেন, তাহা হইলে হয় অম্বালিকা গৃহে থাকিবে না, না হয় প্রাণ পরিত্যাগ করিবে।

কু। অম্বালিকার এ নিতান্ত অন্যায়।

ভূ। সহসা এরূপ বলা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যাহার যাতনা, সেই জানে; ও বিষয়ে আমাদিগের কথা কহিবার আবশ্যক নাই। যাহা হউক, তুমি কি এক্ষণে অম্বালিকার গৃহে গিয়াছিলে?

কু। হাঁ, মহিষীর নিকট হইতে আসিবার সময় যুদ্ধের সংবাদ নিবার জন্য চপলা আমাকে ডাকিয়াছিল।

ভূ। ভাল, আজ চপলাকে কিরূপ দেখিলে বল দেখি?

কু। পূর্ব্বেও যেমন, আজিও সেইরূপ।

ভূ। সে স্থলে আর কোন রমণীকে কি দেখিয়াছ?

কু। হাঁ, আমি যখন গৃহমধ্যে প্রবেশ করি, তখন যেন একটা অপরিচিতা কামিনীকে দেখিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে দেখিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্য গৃহে গমন করিলেন।

ভূ। কেমন দেখিলে?

কু। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখি নাই; কিন্তু ভাবগতিকে

অত্যন্ত লজ্জাশীলা বোধ হইল। জানি না, নূতন বলিয়াই হউক বা স্বভাবতই হউক, কিন্তু যেরূপ লজ্জা থাকিলে বিনা অলঙ্কারেও যুবতীকে অষ্টালঙ্কারে ভূষিতার ন্যায় বোধ হয়, তাঁহাকে সেইরূপই দেখিলাম।

ভূ। নূতন বা পুরাতনে কি হয়, যাহার যেরূপ স্বভাব, স্বভাবতই তাহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। যত্ন দ্বারা যে গুণ প্রকাশিত হয়, তাহার প্রকৃতি স্বতন্ত্র; কখনই তাহাতে তাদৃশ মধুরতা দেখিতে পাওয়া যায় না।

কু। সে কথা সত্য। সেই কামিনী যদি দেখিতে সুন্দরী হন, তবে স্ত্রীজাতিতে যাহা কিছু আবশ্যক, তাঁহাতে তাহার কোনটীরই অভাব নাই।

ভূ। দেখিতেও পরম সুন্দরী।

কু। ঐ কামিনী কে?

ভূ। তাহা জানি না। আমিও উঁহাকে পূর্ব্বে কখন দেখি নাই। আজ এই নূতন দেখিলাম। ভাল, ঐ কামিনী যদি মহাবংশ-প্রসূত হয়েন, তাহা হইলে উঁহাকে বিবাহ করিতে পারা যায় না?

কু। সমযোগ্য ঘরে জন্ম ও বিশেষ রূপগুণশালিনী হইলে বিবাহ করিতে কিছুমাত্র বাধা নাই।

ভূ। মহারাজ উঁহাকে বিবাহ করিতে আমায় অনুরোধ করিতেছেন।

কু। তাহা হইলে চপলার উপায় কি হইবে?

ভূ। কেন, চপলাকে আজিও যেরূপ স্নেহ-চক্ষে দেখিতেছি, কল্যও সেইরূপ দেখিব।

কু। শুদ্ধ স্নেহ-চক্ষে দেখিলেই কি চপলার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে?

ভূ। ইহা অপেক্ষা চপলার অধিক মনোবাঞ্ছা কি?

কু। বিবাহ।

ভূ। আমি চপলাকে বিবাহ করিব, তুমিও কি এইরূপ স্থির করিয়াছ ?

কু। কেবল আমি নই, সমস্ত লোকের মনেই ঐরূপ বিশ্বাস।

ভূ। সামান্য ভ্রম নহে। কোন কামিনীকে কেহ ভালবাসিলেই কি বিবাহ করিতে হয় ? চপলা সৎস্বভাবা ও বিশেষ রূপগুণশালিনী বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি আপন মান-সম্ভ্রম নষ্ট করিয়া আপনার অযোগ্য ঘরে বিবাহ করিতে পারি ? তাহা হইলে লোকেই বা আমাকে কি বলিবে ?

কু। প্রণয় কি লোকের অপেক্ষা করে, না আত্মীয়ের ঘৃণা, বা শত্রুর উপহাসের ভয় রাখে ? পরস্পর বিশুদ্ধ প্রণয় সঞ্জাত হইলে কি যুবা কি যুবতী, কেহই জাতি, কুল বা মান-সম্ভ্রম কিছুই চাহে না, পরস্পর পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া চিরকাল সুখে কালযাপন করিতে থাকে। মহাশয় ! অনেক গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি, অনেক স্থলে চাক্ষুষও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, ঐরূপ প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া কত শত যুবক-যুবতী মানসম্ভ্রম, বন্ধুবান্ধব সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছে ; নিবিড় অরণ্যে, অগম্য গিরিশিখরে ও ভীষণ মরুভূমিতেও বাস করিয়াছে, অদ্যাপি করিতেছে ;—মনে ভয়ের লেশমাত্র নাই, অসুখ কাহাকে বলে, বোধ হয়, তাহারা জানিতে পারে নাই। অধিক কি, এক প্রণয়ের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, যাহা অপেক্ষা আর নাই, এমন প্রাণকে পরিত্যাগ করিতে অনেকে ভীত বা কুণ্ঠিত হয় না ! মহাশয় ! প্রণয় সামান্য নহে ; অন্য কথা দূরে থাকুক, উহার শক্তি দেবতারও বুদ্ধির অগম্য।

ভূ। সত্য, কিন্তু চপলা একে শূদ্রা, তাহাতে উহার মাতারও স্বভাব অতিশয় কলুষিত ; অতএব উহার প্রতি আমার বিশুদ্ধ প্রণয় সঙ্ঘটিত হইবার সম্ভাবনা কি ? মূলে অনাদর জন্মিলে কি আন্তরিক প্রণয় জন্মিয়া

থাকে ? আমি কাহারও প্রতি কখন রুষ্ট কথা ব্যবহার করি না, তাহাতে চপলাকে যতদূর সম্ভব স্নেহ করিয়া থাকি। ইহাতে লোকে যে ঐরূপ ভাবিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? কিন্তু তুমিই বল দেখি, এ অবস্থায় কিরূপে চপলাকে বিবাহ করিতে পারি ?

কু। চপলার মাতার কি চরিত্র মন্দ ?

ভূ। হাঁ।

কু। যাহার গর্ভে চপলা জন্মগ্রহণ করিয়াছে ?

ভূ। না, বিমাতার। চপলার পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেই জানিতে পারিবে। চপলার পিতার নাম বসুমিত্র, জাতিতে শূদ্র—জয়-সিংহের ধন-রক্ষকতা-কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল ; এই চপলাই উহার একমাত্র কন্যা। দুই বৎসর বয়ঃক্রম-কালে চপলার মাতার মৃত্যু হওয়াতে বসুমতী চপলার ভরণপোষণের জন্য উহার এই বিমাতাকে বিবাহ করে। বৃদ্ধের যুবতী রমণী প্রায় যেরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে, এই দুষ্টা নারী তাহার কোনটীতেই হীনতা লাভ করে নাই। শুনিয়াছি, বৃদ্ধ বসুমিত্র ইহাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভালবাসিত, ইহার কুকার্য্য চক্ষে দেখিয়াও কিছুই বলিত না। এই দুশ্চারিণীর কিছুমাত্র পতিভক্তি ছিল না। বসুমিত্র, স্বামীর নিতান্ত অনুচিত—এমন কি, মনুষ্যস্বভাবের একান্ত বহির্গত হইলেও, এই পাপীয়সীকে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার মানসে সময়ে সময়ে ইহার পদদ্বয় ধারণ করিত ; কিন্তু এই কুলটা তাহাতে দৃক্‌পাতও করিত না—লাঞ্ছনার সহিত সেই বৃদ্ধ পতিকে পদদ্বারা দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার চক্ষের উপরই কুকার্য্যে রত হইত। ভয়ে বসুমিত্র জয়-সিংহের নিকটও প্রকাশ করিতে পারে নাই, পাছে রাজা তাহার প্রাণ-প্রিয়াকে কোনরূপ রাজদণ্ড প্রদান করেন। যখন জয়সিংহ কাশ্মীরের প্রধান সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন বসুমিত্র শুদ্ধ তদ্দেশস্থ

দুষ্ট লোকদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার আশয়ে স্ত্রী-কন্যা-সমভি-ব্যাহারে এদেশে আগমন করেন। আসিবার কিছুদিন পরেই বসু-মিত্রের মৃত্যু হয়। কি আশ্চর্য্য, মৃত্যুর পর সপ্তাহেরও অপেক্ষা সহিল না, পতির শোক, আপনার পরিণাম, লৌকিক সদাচার, এই সমুদায়ে জলা-ঞ্জলি দিয়া এই কামুকী দুশ্চারিণী অমরসিংহের পিতার সহিত পাপে রত হইল! এত বয়স হইয়াছে, অদ্যাপি সমরূপ। বল কি! চপলা সচ্চরিত্রা হইলেই কি আমি উহাকে বিবাহ করিতে পারি? বিশুদ্ধ জগদ্বিখ্যাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বেশ্যাকন্যার পাণিগ্রহণ করিব? বংশের কি এমনি কুলাঙ্গারই জন্মিয়াছি যে, এক ইন্দ্রিয়ের পরবশ হইয়া পিতৃপুরুষের কীর্ত্তিকলাপে কলঙ্ক রোপণ করিব? কখনই হইবে না।

কু। আপনি এইরূপে চপলাকে নিরাশ করিলে জন্মের মত চপলার সুখস্বচ্ছন্দের আশা ফুরাইল।

ভূ। না; আমি ইহাও বলিতেছি যে, যাহাতে কোন সৎপাত্রের হস্তে পতিত হইয়া চিরকাল সুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন করে, তাহাতে আমার যতদূর সাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, সহসা পশ্চাতে পদধ্বনি হইল; কুমার গমনে ক্ষান্ত দিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিনিক্ষেপ করাতে দেখিতে পাইলেন, প্রচ্ছন্ন-বেশে একজন ব্যক্তি তাঁহাদেগের পশ্চাতে আগমন করিতেছে। সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? এত রাত্রেই বা কোথা হইতে আসিতেছ? প্রচ্ছন্নভাবে আমাদিগের পশ্চাতে আগ-মন করিবারই বা কারণ কি?" কুমার এই কথা বলিবামাত্র সেই আগ-ন্তুক পুরুষ ভূপালের পদদ্বয় ধারণ করিয়া সজল-নয়নে বলিল, "ধর্ম্মাব-তার! আমি প্রচ্ছন্নভাবে আপনাদিগের অনুসরণ করি নাই, এই অধম

আপনাদিগেরই দাসানুদাস, আপনাদিগেরই অন্নে প্রতিপালিত। আমি কিছুই অপরাধ করি নাই। দুরাত্মা আমার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দিয়াছে।"

ভূ। কে?

আ। অমরসিংহ।

ভূ। বিনা অপরাধে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিয়াছে?

আ। হাঁ ধর্ম্মাবতার; আমি উহার ভৃত্য, যখন যাহা আদেশ করিত, দিবারাত্রি বিচার করিতাম না, প্রাণপণে পালন করিতাম। নিযুক্ত হইবার সময় বলিয়াই নিযুক্ত হইয়াছিলাম যে, আমা দ্বারা জ্ঞানতঃ অন্যের অণুমাত্রও অনিষ্ট সাধিত হইবে না। পামর তখন তাহাতেই সম্মত হয়। কিন্তু এক্ষণে সমুদায় বিস্মৃত হইয়াছে। কার্য্যে করা দূরে থাকুক, যাহা শুনিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, অম্লানমুখে আজ আমায় তাহাই করিতে বলিল। শুনিবামাত্র হৃদয় চমকিত হইয়া উঠিল, করযোড়ে বারংবার বলিলাম, 'মহারাজ! এ কার্য্য আমা দ্বারা হইবে না, আপনার অনেক অনুচর রহিয়াছে, তাহাদেরই এক-জনকে আদেশ করুন, আমি উহা করিতে পারিব না।' অবশেষে পায়ে পর্য্যন্ত ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই শুনিল না, এককালে ক্রোধে অধীর হইয়া বলিল, 'যখন তোর সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছি, তখন তোকেই ইহার সাধন করিতে হইবে, নচেৎ এখনি তোর মস্তকচ্ছেদন করিব।' দুর্ব্বৃত্ত অনুনয়-বিনয়ে বশীভূত হইবার নহে, কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। অবশেষে স্বয়ংই করাল-করবাল-হস্তে মস্তকচ্ছেদনে উদ্যত। কি করি, প্রাণভয়ে মিথ্যা কৌশল করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। আর তাহার সমক্ষে যাইতে পারিব না, যাইলেই দুরাত্মা প্রাণে বিনাশ করিবে। মহাশয়! আমার

আর কেহই নাই; আপনিই পিতা, আপনিই মাতা; যাহা করিতে হয় করুন, আপনারই চরণে শরণ লইলাম।"

বলিয়া অনুচর ভূপালের পদযুগল ধারণ করিয়া অশ্রু-গদগদ-কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল।

কু। অমরসিংহ তোমাকে কি করিতে বলিয়াছিলেন?

অনু। বলিবার নয়। সে কথা বলিলেও মহাপাতক হয়।

কু। বলিতে ক্ষতি কি?

অনুচর কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মহাশয়! অদ্য ক্ষান্ত হউন। যদি প্রাণে বাঁচিয়া থাকি, কল্যই বলিব।"

ভূপাল। ভাল, কল্যই শুনা যাইবে। এক্ষণে চল, উহাকে আমাদিগের বাটীতে লইয়া যাই।

অনুচর দুই হস্ত তুলিয়া ঈশ্বরের নিকট কুমার ও ভূপালের মঙ্গল-কামনা করিতে করিতে উঁহাদিগের সহিত বাটীমধ্যে প্রবেশ করিল।

তৃতীয় স্তবক।

"বন্দীকৃতা বিবুধশত্রুভিরর্দ্ধমার্গে।"

—বিক্রমোর্ব্বশী।

হে অন্তরীক্ষচারি দেবগণ! রক্ষা কর,—রাজার সর্ব্বস্ব অপহৃত হয়, রক্ষা কর। কি সর্ব্বনাশ! এই বৃদ্ধা ডাকিনীর অসাধ্য কিছুই নাই,—পাষাণ-হৃদয়—পাপে পূর্ণ। পাপীয়সি রাক্ষসি! বৃদ্ধ হইতে চলিলি, এখনো উপপতির জন্য একমাত্র আশ্রয়দাতা রাজারও মস্তকে বজ্রাঘাত

করিলি? বিধাতা কি তোর ন্যায় কুলকলঙ্কিনী পিশাচীদিগের পাপহৃদয় তীক্ষ্ণ অসি দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়াছেন? রক্ত-মাংসের নাম-গন্ধও দেন নাই? রাক্ষসি! তোকেও মরিতে হইবে, কালের করাল দণ্ডে তোকেও দলিত হইতে হইবে; এই বয়স, এই দিন কখনই চিরদিন থাকিবে না।—হায়, কি হইল! কাশ্মীর কি চিরদিনের জন্য এ জন্মের মত চক্ষু বুজাইয়াছে, আর চাহিবে না? কাশ্মীরবাসিগণ! আর কতক্ষণ ঘুমাইবে; চাহিয়া দেখ, কাশ্মীরকুলের প্রফুল্ল কমলিনী করিণীর কঠিন কর্কশ পদদণ্ডে দলিত হয়, সৌন্দর্য্য-কাননের বিকসিত লবঙ্গলতা জন্মের মত উন্মূলিত হয়, চাহিয়া দেখ। হায়! আজ এই কুহকিনী নিদ্রার অপগমে নিশ্চয়ই কাশ্মীরের অতি ভয়ঙ্কর দশাই উপস্থিত হইবে। সর্ব্বত্রই হাহা-রবে পূর্ণ হইবে। রাজা প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন, এই শয্যাই মহিষীর শেষ শয্যা হইবে। পাপীয়সি ডাকিনি! কি সাহসে আজ তুই রাজারও রক্ত শোষণ করিতে বসিলি? অম্বালিকা তোর কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, জন্মের মত তাঁহার সুখস্বচ্ছন্দে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছিস্? অম্বালিকা বালিকা, নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছেন; তাঁহার যে কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারিতেছেন না!—হায়, মোহিনীর মোহন পট ধূলায় ধূসরিত হইতেছে! ডাকিনী অম্লান-বদনে শিয়রে আসীন, সর্ব্বনাশের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে।

সহসা গুপ্ত দ্বার উন্মুক্ত হইল। শঙ্কিত-চিত্তে অনুচর বাটীমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "অন্য কোন ঘটনা ত ঘটে নাই?"

চ-মা। না, তোমার সংবাদ কি?

অনু। আর কিছুই নয়, কতকগুলা সৈন্য কোথায় যাইতেছে, তাহাদেরই কোলাহল। (কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল,) সর্ব্বনাশ! ইহার

মধ্যেই উহাঁরা চলিয়া গেলেন ?—কাল আমি যখন ঔষধ দিয়া গমন করি, পথে ভূপাল ও কুমার পরস্পর কি কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে যাইতেছেন ; শুনিবার জন্য গোপনে উহাঁদের পশ্চাৎ যাইতে যাইতে শুনিলাম যে, উহাঁরা রাত্রি থাকিতে কোথায় যুদ্ধ করিতে যাইবেন। তাই বোধ হয়, উহাঁরাই সৈন্য সামন্ত লইয়া চলিয়াছেন।

চ-মা। তবেই ত সব পরামর্শ বিফল হইল। উহাঁদিগের মধ্যে অন্ততঃ একজন থাকিলেও যে কার্য্য সিদ্ধ হইত।

অনু। তুমি তাহা করিতে পারিয়াছিলে ?

চ-মা। কেবল উহাঁদিগের একজনের বা উভয়ের আসিবার প্রতীক্ষা ছিল। যে সকল কল-কৌশল স্থির করিয়াছিলাম, তাহাতে কি আর মুহূর্ত্তের অপেক্ষা সহিত ? এই দোষ অনায়াসে কুমারের উপরই দিতাম। ভাল, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তুমি ত তাহা করিয়াছিলে ?

অনু। সে ত সামান্য কথা, না হইবার বিষয় কি ? বিশেষতঃ কল্য সকলেই আমার কল্পিত রোদনে বিশেষ বিশ্বাস করিয়াছিল। রাত্রিতে সেইরূপ করিয়া উহাঁদিগের বাটীতেও ছিলাম। উঠিয়া আসিবার সময় ভূপালের অনুচরের মধ্যে সরলচিত্ত দেখিয়া একজনকে জাগাইয়া বলিলাম, "দেখ, কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না, বোধ হয়, আজ রাজবাটীতে একটী ঘটনা হইবে। আমি এক্ষণে নগর হইতে প্রস্থান করি, থাকিলে নিশ্চয়ই অমরসিংহ আমাকে প্রাণে বিনাশ করিবে।" সে বিস্মিত হইয়া বলিল, 'রাজবাটীতে কি ঘটনা ঘটিবে ?' কাণে কাণে এই কথাই বলিয়া বলিলাম, 'আমি আজ অমরসিংহের বাটীতে এইরূপ শুনিয়াছি, সত্য কি না বিশেষ বলিতে পারি না। এখন প্রকাশের আবশ্যক নাই, যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে অমরসিংহ ও ভূপালসিংহে

যেরূপ বন্ধুত্ব আছে, তাহাতে বন্ধুর প্রতি মিথ্যা দোষারোপ জন্য ভূপাল তোমার অনিষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু পরে যদি কোন গোলযোগ শুনিতে পাও, তৎক্ষণাৎ ভূপাল কি কুমারকে তুলিয়া দিবে। সাবধান, কোন ক্রমে বিশৃঙ্খলা ঘটাইও না।' সে তটস্থ হইয়া তাহাই স্বীকার করিল। আমি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুনরায় রাজবাটীর নিকটে আসিয়া গোলযোগ করিব—স্থির করিয়াছিলাম, গোলযোগ শুনিবামাত্র সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমার কথানুসারে উহাঁদিগকে জাগাইয়া দিত, উহাঁরাও সর্ব্বাগ্রেই এই স্থলে আসিতেন।

চ-মা। তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাঁরা দোষী হইতেন। আমি যেরূপ কৌশল করিয়াছিলাম, সে অব্যর্থ। কিন্তু দৈব আজ ইহাঁদিগকে রক্ষা করিলেন।

অনু। সে যাহা হউক, এক্ষণে রাত্রি কত?

চ-মা। বড় অধিক নাই।

অনু। যতই থাকুক, আমাকে এককালে উদ্যানে যাইতে হইবে।

চ-মা। সাবধানে যাইও।

অনু। ও দিকে মানুষ কোথায়? তাহা হউক, তুমি ত ইহাকে সেই সমুদায় ঔষধ খাওয়াইয়াছ?

চ-মা। কই, তা ত আমায় কিছুই বলিয়া যাও নাই। আমি তাহা দুই ভাগ করিয়া দুই জনকে খাওয়াইয়াছি।

অনু। সর্ব্বনাশ! তবে ত নিদ্রা ভাঙ্গিবার আর অপেক্ষা নাই। এখনি চৈতন্য হইবে। এরূপ করিবার কারণ কি?

চ-মা। কোথা হইতে আজ একটা কামিনী আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে অম্বালিকার একত্র শয়ন, একত্র ভোজন, পরস্পর এক দণ্ড বিচ্ছেদ

নাই। কে কাহার দ্রব্য আহার করে, এই ভয়ে আমি দুইজনের খাদ্যেই সেই গুঁড়া মিশাইয়া দিয়াছি।

অনু। সর্ব্বনাশ করিয়াছ! পথে নিদ্রাভঙ্গ হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। আমি চলিলাম, তুমি গিয়া শয়ন কর। ভাল, এই সময় কেন মুখে বস্ত্র বাঁধিয়া রাখি না?

চ-মা। না, তাহা করিলে কি জানি, যদি এইখানেই নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহা হইলে দুজনেরই প্রাণ যাইবে। তাহা অপেক্ষা বাগানে না গিয়া কেন নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে লইয়া যাও না?

অনু। আর কোথাও পূর্ব্বে স্থির করিয়া রাখা হয় নাই। সে যাহা হয় হইবে, তুমি যাও, আমিও চলিলাম।

অনুচর গমন করিলে চপলার মাতা পূর্ব্বের মত গুপ্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; রাত্রিও ক্রমে শেষ হইয়া আসিল।

রাত্রির শেষ নিদ্রার সুখময় সময়। এ সময় কি রাজা, কি দরিদ্র, কি যোগী, কি গৃহস্থ, সকলেই নিদ্রায় অচেতন; নিদ্রার সুমধুর পক্ষচ্ছায়াতেই শয়ন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিতেছে। পূর্ব্বের সুখ-দুঃখের নামমাত্র নাই, স্বপ্নজনিত নব নব সুখ-দুঃখেই মগ্ন।— দরিদ্র উচ্চ রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছে, রাজা শূন্য-অলাবুপাত্র হস্তে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। বেলা তৃতীয় প্রহর উত্তীর্ণ, চতুর্দ্দিকে অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল, কাহার সাধ্য ভূমিতে পদার্পণ করে; তথাপি ক্ষান্ত নাই, উদরান্নের জন্যই লালায়িত, কিন্তু কেহই মুষ্টিমাত্রও ভিক্ষা প্রদান করিল না, দুঃখে বক্ষ ভাসিতেছে। পরক্ষণেই অগাধ সমুদ্রে মগ্ন। পঙ্গু উন্নত পর্ব্বতে আরোহণ করিতেছে। চিররুগ্ন দিব্য কান্তিপুষ্ট, অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। ধীর যুবা যেন সম্মুখে নিজ শত্রুকে পাইয়া রোষকষায়িত-লোচনে প্রহারে উদ্যত, কিন্তু নিকটে আর কেহ নাই, নিজ প্রিয়তমাকেই প্রহার করি-

তেছে। প্রিয়তম, পার্শ্বে শয়ানা প্রিয়তমা হইতে যেন, সহস্র ক্রোশ দূরে অবস্থাপিত; আর আসিবার উপায় নাই, দেখাও হইবে না. নয়ন-জলে বদন আপ্লাবিত।—উপরে ব্যোমযান চলিয়াছে, যুবা কৃতাঞ্জলিপুটে আপন দুঃখের বার্ত্তা বলিতে লাগিল, কে শুনিবে? উপরে প্রকাণ্ড পর্ব্বত উড়িতেছে, পর্ব্বত নয়, জলে পরিপূর্ণ জলদজাল—বায়ুভরে বিচলিত হইতেছে। দেখিতে দেখিতে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, গগন-মণ্ডল ঘোরতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। অবিলম্বেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, গম্ভীর ঘনগর্জ্জন ও নিরন্তর বজ্রের কড়-কড় ধ্বনি হইতেছে। ভয়ে যুবার হৃদয় শুষ্ক, উঠিয়া পলায়ন করিবে, কিন্তু প্রিয়তমার বাহুলতায় কণ্ঠ আবদ্ধ, পলাইবার উপায় নাই। নিদ্রাভঙ্গ হইল ও সঘনে হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর শব্দ—সত্যই কি মেঘগর্জ্জন? না, অন্য কোন ভয়ঙ্কর কোলাহল? কিছুই স্থিরতা নাই। কাশ্মীরহৃদয় এককালে চমকিত হইয়া উঠিয়াছে। সকল গবাক্ষই উন্মুক্ত, স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই গবাক্ষপার্শ্বে দণ্ডায়মান—কোলা-হলের অভিমুখে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। তুমুল শব্দ; বোধ হইল যেন, অগণ্য সৈন্য মহাকোলাহলে রাজপুরী-অভিমুখে চলিয়াছে। সর্ব্ব-নাশ! আবার বুঝি পর্ব্বতীয়গণ নগর আক্রমণ করিল? আর রক্ষা নাই।

ক্রমে সৈন্যগণ রাজপুরীর অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত। পুররক্ষক প্রহরিগণ চমকিত-হৃদয়ে গবাক্ষ মোচন করিয়া দেখিল—সম্মুখে প্রান্তর সৈন্যে পরিপূর্ণ, দ্বারে বীরসেন দণ্ডায়মান।

—দেখিবামাত্র প্রহরীরা দ্বার মোচন করিয়া দিল। বীরসেন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনুচরদিগকে রাজার নিকট তাঁহার আগমনসংবাদ দিতে বলিলেন।

চতুর্থ স্তবক।

"ক্রন্দত্যতঃ শরণমপ্সরসাং গণোঽয়ম্।"

—বিক্রমোর্ব্বশী।

বীরসেন আসিয়াছেন শুনিবামাত্র মহারাজ জয়সিংহ শশব্যস্তে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিবেন, কন্যাপুরীতে অকস্মাৎ মহা-গোল-যোগ শুনিতে পাইলেন। চপলা ও অম্বালিকার অন্যান্য সখীগণ দ্রুতপদে রাজার অন্তঃপুরের অভিমুখে আসিতেছে,—বদন বিষণ্ণ; দেখিয়া জয়-সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সখী। সর্ব্বনাশ হইয়াছে, যে কামিনী কল্য আসিয়াছিলেন, তিনি এই রাত্রিতে কোথায় গিয়াছেন, চতুর্দ্দিক্ অনুসন্ধান করিলাম, কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

রাজা। কি! কামিনী বাটীতে নাই?

সখী। না।

মস্তকে বজ্র পতিত হইল!

পাঠক! চপলার মাতার দুরভিসন্ধি অমরসিংহকেও বঞ্চিত করিয়াছে, সেই কপটী অনুচরেরও চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়াছে। অনুচর অপহৃতা কামিনীর মুখে বস্ত্র বাঁধিতে চাহিলে পাছে মুখের আকৃতি দেখিয়া চিনিতে পারে, এই ভয়ে অন্য কল্পিত ভয়ের আশঙ্কা দেখাইয়া তাহাতে নিরস্ত করে ও শীঘ্র শীঘ্র উহাকে বাটীর বাহির করিয়া দেয়। যেরূপে হউক, উহাকে একবার বাটী হইতে বাহির করিতে পারিলেই যে উহার স্বার্থ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার হইয়া উঠে, তাহা ঐ পাপীয়সী একপ্রকার স্থির-নিশ্চয়ই করিয়াছিল। কোনরূপ কলঙ্ক শুনিলে ভূপাল যে উহাকে বিবাহ করিবেন না, ইহা নিশ্চয়ই জানিত। সেই জন্যই অম্বালিকার পরিবর্ত্তে

উহাঁকে অনুচরের সহিত বাহির করিয়া দেয়। পরে অমরসিংহ ঐ বিষয়ে কোন কথা কহিলে "রাত্রিতে একজনকে আনিতে অন্য জনকে আনিয়াছি" বলিয়া আত্ম-দোষ ক্ষালন করিবার উপায়ও স্থির করিয়া রাখে। ব্যভিচারিণীর বুদ্ধির নিকট খলের খলতাও কুণ্ঠিত হয়। এই পাপীয়সী স্বচ্ছন্দে আত্মকার্য্য সাধন করিয়া রাজার অন্তঃপুরে শয়ন করিয়া আছে; যেন এখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। অন্তঃপুরে যে এত গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে, যেন তাহার কিছুই জানে না, অঘোর নিদ্রায় অচেতন রহিয়াছে। পরে সখীর বারংবার আহ্বানে সচকিতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাহার সহিত অম্লানবদনে কন্যাপুরীর অভিমুখেই চলিয়াছে।

এ দিকে রাজা সখীগণের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন, "রাত্রিতে তিনি শয়ন করিয়াছিলেন ?"

সখী। আহারাদির পর তিনি অম্বালিকার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। অম্বালিকা রহিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোথায়, দেখিতে পাইতেছি না।

রাজা অনুচরকে বলিলেন, "আমি অবিলম্বেই যাইতেছি, তুমি গিয়া বীরসেনকে বসিতে বল।" অনুচর গমন করিল। রাজা সখীগণের সহিত কন্যাপুরে প্রবেশ করিয়া অম্বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তিনি কি কোনরূপে তোমাদিগের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন ?

অম্বা। না, রাত্রিতে আমরা আহারাদি করিয়া উভয়ে একত্র শয়ন করিয়াছিলাম, প্রভাতে উঠিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না। অনুসন্ধান করিতেও কুত্রাপি বাকি রাখি নাই।

রাজা। গুপ্তদ্বার কি রুদ্ধ রহিয়াছে ?

সখী। হাঁ।

রাজা বিষণ্ণবদনে মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় মহিষী, চপলার মাতা ও অন্যান্য সঙ্গিনীগণের সহিত আসিয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইলেন।

রাজা। কি আশ্চর্য্য! এমন ঘটনা ত কখন দেখি নাই।

মহিষী। শুনিলাম, বীরসেন না কি আসিয়াছেন?

রাজা। হ্যাঁ।

মহিষী অপেক্ষাকৃত সমধিক বিষণ্ণ-বদনে চপলার মাতাকে বলিলেন, "যখন তুমি ইহাদিগকে আহারাদি দিয়া যাও, তখন কি তাঁহার কোনরূপ ভাবান্তর দেখিয়াছিলে?"

চ-মা। কই না, অম্বালিকার সহিত দিব্য হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে আহার করিলেন।

মহিষী। অম্বালিকে! তোমরা একত্র শয়ন করিয়াছিলে, রাত্রিতে কি কিছুই শুনিতে বা দেখিতে পাও নাই?

অম্বা। না মা, কোথা দিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, কিছুই জানিতে পারি নাই।

এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কঞ্চুকী আসিয়া করপুটে বলিল, "মহারাজ! বীরসেন আপনাকে দেখিতে না পাইয়া অতিশয় বিরক্ত হইয়াছেন।" রাজা বিষণ্ণবদনে সভাগৃহে গমন করিলেন।

পঞ্চম স্তবক।

"রাহোশ্চন্দ্রকলামিবাননচরীং দৈবাৎ সমাসাদ্য মে
ক্রোধেন জ্বলিতং মুদা বিকসিতং চেতঃ কথং বর্ত্ততাম্ ॥"

—মালতীমাধবম্।

বীরসেন সভাগৃহে বসিয়া আছেন, সম্মুখে কে একজন বদ্ধহস্তে দণ্ডায়মান,—চক্ষু দিয়া অবিরল জলধারা পড়িতেছে।

জয়সিংহ আসিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। মুখে কথা নাই, দৃষ্টি অবনত। নয়নযুগল যেন জলে আবরিয়া আসিয়াছে, বিষণ্ণবদনে আপন আসনে উপবেশন করিলেন।

বীরসেন বদ্ধ ব্যক্তির প্রতি অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া জয়সিংহকে বলিলেন, "এই ব্যক্তি কে ?"

জয়। দেখিয়াছি বোধ হয়, কিন্তু চিনি না। ইহার এরূপ হস্তদ্বয় বদ্ধ হইবার কারণ কি ?

বীর। উহাকেই জিজ্ঞাসা করুন, কিজন্য উহার হস্ত বদ্ধ হইয়াছে ?

জয়। কিজন্য তোমার এরূপ দশা হইল ?

কিছুই উত্তর নাই, নয়নজলে বক্ষ ভাসিতে লাগিল।

বীর। আপনার বাটীতে কি আজ কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে ?

জয়। সে কি ইহারই কর্ম্ম ? নরাধম পামর! এই মুহূর্ত্তেই তোর মস্তকচ্ছেদন করিব।

আপন আসন হইতে উঠিয়া বীরসেনের কটি হইতে অস্ত্র লইবার উদ্যোগ করিলেন। বীরসেন হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করুন, কিজন্য এই পাপিষ্ঠ এই কার্য্য করিয়াছে, অগ্রে শোনা যাউক।"

জয়। সত্য বল, মিথ্যা কহিলে নিস্তার নাই।

বীর। যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে ত সত্য করিয়া বল্, কাহার কথায় তুই এই সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্? আর কিরূপেই বা সকলের চক্ষে ধূলি দিয়া এই পুরী হইতেও উহাঁকে বাহির করিলি?

অনুচর কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ধর্ম্মাবতার! যেরূপে হউক, আমাকে যে মরিতে হইবে, তাহা নিশ্চয় জানিয়াছি। সমুদায়ই আমার অপরাধ, আমাকে প্রাণে বিনাশ করুন।"

বীর। তুই সত্য বলিলে নিশ্চয়ই তোকে মুক্ত করিয়া দিব।

অনু। আমার আর মুক্তি পাইবার ইচ্ছা নাই। রাজার অপ্রিয় ও সাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া আমি আর এ পাপ জীবন ধারণ করিতে চাহি না। কোন চণ্ডালকে আদেশ করুন, যেরূপে লোকের অন্তরে আনন্দ-সঞ্চার হয়, সেইরূপেই আমার প্রাণ বিনাশ করুক। আপনারা স্বহস্তে এই পাপিষ্ঠ নারকীর দেহ স্পর্শ করিবেন না।

বীর। না বলিলে তোর যাতনার পরিশেষ থাকিবে না।

অনু। আমার যে যাতনা হইতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক যাতনা কিছুই নাই। মরিতে চলিলাম, আর কেন আমাকে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত করেন? আমাকে যতই কষ্ট বা যতই যাতনা দিন, দেহে প্রাণ থাকিতে কখনই আমি প্রভুর বিশ্বাস ভঙ্গ করিব না।

বীরসেন রাজার অনুচরকে বলিলেন, "যতক্ষণ এই পামর ইহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিতে না চায়, ততক্ষণ যেমন ইচ্ছা সেইরূপ যাতনা দিতে থাক।"

অনুচর তাহাকে লইয়া সভা হইতে বহির্গত হইল।

জয়। তুমি কোথায় উহাকে দেখিতে পাইলে?

বীর। আমি ও সেনাপতি দুইজনে অশ্বারোহণে সর্ব্বাগ্রে আসিতে-

ছিলাম, রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় স্ত্রীলোকের মত কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম। উভয়েই অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া স্থির-কর্ণে শুনিলাম, যেন একটী কামিনী মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছে। সেই ক্ষণেই স্বরের পরিবর্ত্ত হইল, আমরা শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে আসিয়া দেখি, এই নরাধম বস্ত্রে উঁহার মুখ বন্ধন করিয়া উঁহাকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইতেছে। তখনও অন্ধকার ছিল, আমরাও ইহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলাম, এই জন্যই দেখিতে পায় নাই। বস্ত্রে মুখ বন্ধন করিলেও কামিনী কেমন একরূপ বিকৃতস্বরে রোদন করিতেছিল। তাহাতে আমাদিগের পদশব্দও শুনিতে পায় নাই। সত্বরপদে গিয়া এককালে কেশাকর্ষণ করিয়া উহাকে ভূমে ফেলিলাম; যত সাধ্য ছিল, দুই জনে প্রহার করিলাম। পরে বন্ধন করিয়া আনিতেছি।

জয়। আমার বোধ হয়, এই ব্যক্তি অমরসিংহের অনুচর।

বীর। আমারও তাহাই বোধ হয়। ভাল, অমরসিংহকে ডাকাইয়া আনুন।

জয়সিংহ অমরসিংহকে আনিবার জন্য একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন।

অনুচর গমন করিলে বীরসেন বলিলেন, "ভূপাল ও কুমারকেও আনিতে কাহাকেও আদেশ করুন।"

জয়। তোমার আসিতে বিলম্ব হইল দেখিয়া, তাঁহারা রাত্রি থাকিতেই সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে পর্ব্বতে গমন করিয়াছেন।

বীর। বোধ হয়, পামর সেই সুযোগেই এই কার্য্য করিয়াছে।

উঁহাদিগের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় সেই অনুচর অমরসিংহের বাটী হইতে আসিয়া বলিল, "তাঁহার দেখা পাইলাম না। শুনিলাম, আজ রাত্রিতে তিনি কোথায় গিয়াছেন।"

অমরসিংহ কল্য সন্ধ্যার পরই অম্বালিকার হরণের নিমিত্ত অনুচরকে বিদায় দিয়া তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্যানেই বসিয়াছিলেন। যাইবার সময় বাটীতে বলিয়া যান, “কেহ আমাকে অনুসন্ধান করিলে বলিবে, তিনি আজ রাত্রিতে কোন ভিন্ন রাজ্যে গমন করিয়াছেন।” উহাঁর অনুচরগণ উহাঁর আদেশমত রাজার অনুচরকে ঐ কথা বলিয়াছিল।

জয়সিংহ ও বীরসেন অনুচরের মুখে ঐ কথা শুনিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে সভা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ও পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে সেই কামিনীকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

ষষ্ঠ স্তবক।

“অতশ্চ প্রব্রজ্যাসময়সুলভ চাপবিমুখঃ,
প্রসক্তস্তে যত্নঃ প্রভবতি পুনর্দ্দৈবমপরম্ ॥”

—মালতীমাধবম্।

সময় চিরক্ষণ সমান থাকিবার নয়। একের অবসান, অন্যের উত্থান স্বতই সংঘটিত হইতেছে; বিশ্বপতির অখণ্ড নিয়ম চিরদিনই এইরূপ অখণ্ড রহিবে। শত বৎসর পূর্ব্বেও যে নিয়মে দিবস চলিয়া আসিয়াছে, আজও তাহাই রহিয়াছে, পরেও তাহাই থাকিবে, আপন পথ হইতে রেখামাত্রও বিচলিত হইবে না। পাঠক, এই মধ্যাহ্ন দেখিতেছ, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের যে প্রখর কিরণে সাতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছ, কিয়ৎকাল পরে ইহার আর কিছুই থাকিবে না; সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিবেন, এই অসহ্য উত্তাপ শান্ত হইবে; সন্ধ্যাও ফুল্ল কুসুমদামে অঙ্গ-ভূষা করিয়া মানব-নয়নের পথবর্ত্তিনী হইবেন। দণ্ডে দণ্ডে কালের পরিবর্ত্তন

হইয়াছে, হইতেছে এবং পরেও হইবে; কিন্তু অম্বালিকা কোনমতেই তাহা বিশ্বাস করিতেছেন না। উহাঁর চক্ষে আজ যেখানকার সূর্য্য, সেই-খানেই রহিয়াছে; বেলারও শেষ হইতেছে না। হৃদয় সন্তাপে দগ্ধ, এক-বার শয়ন করিতেছেন, আরবার বাহিরে গিয়া একদৃষ্টে সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া আছেন, বেলার আর শেষ হয় না।

আহা! কি মধুর স্বর! অসংখ্য বংশীর সুমধুর স্বর। অস্পষ্ট—দূরে বাজিতেছে। একবার শোনা যায়, আরবার বাতাসে প্রতিহত হয়,—শোনা যায় না। অম্বালিকা সখীসঙ্গে প্রাসাদ-শিখরে দণ্ডায়মান।—সখী-দিগকে বলিলেন, "সখীগণ! ঐ শোন দেখি, কিসের শব্দ শোনা যায়?"

সখী। কই, কিছুই ত শোনা যায় না।

অম্বা। যেন বংশী বাজিতেছে না?

সখীগণ স্থির-কর্ণে শুনিয়া বলিল, "না সখি! তোমার শুনিবার ভ্রম হইয়াছে!" বলিতে বলিতে নগরী জয়শব্দে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য, রাজপুরীও বিচিত্র তূর্য্যরবে নৃত্যে মগ্ন।—দ্বারে স্বর্ণ-কলস অবস্থাপিত হইল ও পুরীমধ্যে নানা প্রকার মাঙ্গলিক ক্রিয়ার আয়োজন হইতে লাগিল। জয়সিংহ বীরসেনের সহিত পুরী হইতে বহির্গত হইলেন, পার্শ্বে মন্ত্রিগণ, পশ্চাতে ভৃত্যবর্গ,—সকলেই অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়। সর্ব্বপশ্চাতে বীরসেনের সৈন্যগণ রাজপথের দুই পার্শ্ব অধিকার করিয়া চলিয়াছে; মধ্যে জনস্রোত। নগরে আজ আমোদের সীমা নাই। অম্বালিকা সেই কামিনীর সহিত প্রাসাদ-শিখরে দাঁড়াইয়া আছেন। "তাঁহাদিগের হৃদয়ধন যুদ্ধে জয়ী হইয়া গৃহে আসিতেছেন,"—শরীর অস্পন্দ, শ্লাঘায় হৃদয় দ্বিগুণিত হইতেছে, একদৃষ্টে পথপানে চাহিয়া রহিয়াছেন।

এখানে অমরসিংহের যাতনার অবধি নাই, ধূলাতেই পড়িয়া আছেন,

—অচেতন। অনুচরগণ বিষণ্ণ-বদনে মুখে জলসেচন ও অনবরত চামর বীজন করিতেছে, কিছুতেই চৈতন্য হইতেছে না। আজ এক দিনের মধ্যে অমরসিংহের শরীর এরূপ দুর্ব্বল ও বিবর্ণ হইয়াছে যে, সহসা দেখিলে চিনিতে পারা দুষ্কর হইয়া উঠে। অনুচরগণ হাহতাশ করিতেছে ও ইঙ্গিতে পরস্পর নানাপ্রকার কাণাকাণি করিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল,—উদাসীনও আসিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, অনুচরগণ উদাসীনকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে চমকিত হইয়া বলিল, "ভগবন্! আমাদিগের প্রভুর দশা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করুন। সেই পীড়ার পর অদ্যাপি ভাল করিয়া সুস্থ হইতে পারেন নাই। শরীর বিলক্ষণ দুর্ব্বল রহিয়াছে, তাহার উপর আজ আবার সমস্ত দিন জলবিন্দুও স্পর্শ করেন নাই; নিরন্তর আপনার নাম করিয়া রোদন করিয়াছেন ও মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইতেছেন। প্রায় চারি দণ্ড হইল, কুমার পর্ব্বত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। আসিবার কালে তাঁহার সৈন্যগণের বংশীধ্বনি শুনিয়া যে অচেতন হইয়াছেন, এত চেষ্টা করিতেছি, কোন মতেই চেতনা হইতেছে না। উঁহার পিতাও আপন গৃহে শয়ন করিয়া অনবরত রোদন করিতেছেন। এতক্ষণ এইখানেই ছিলেন, আর পুত্রের কষ্ট চক্ষে দেখিতে না পারিয়া কতকক্ষণ কাঁদিতে কাঁদিতে আপন ঘরে গিয়া শয়ন করিয়াছেন।"

উদাসীন উহাদিগের মুখে ঐ কথা শুনিয়া বিষণ্ণ-বদনে স্বহস্তে অমরসিংহের মুখে জল-সেচন করিতে লাগিলেন ও যাহাতে শীঘ্র চৈতন্য হয়, অনুচরদিগকে এরূপ নানাপ্রকার উপায় বলিয়া দিলেন।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অতীত হইলে, অমরসিংহের মোহ অপনীত হইল।

উদা। বৎস! কোথায় রাজশয্যায় শয়ন করিবে, না হইয়া এই ধূলায় শয়ন!

অমর। পিতঃ! আর যাতনা দিবার আবশ্যক নাই, এক্ষণে কিসে শীঘ্র মরণ হয়, বলিয়া দিন।

উদা। কি হইয়াছে যে, এরূপ নির্ঘাত কথা বলিতেছ? তোমার কিসের ভাবনা? আমি থাকিতে তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। বৎস! বলিতে শ্লাঘা প্রকাশ হয়, কিন্তু তোমার কাতরতা-দর্শনে না বলিয়াও থাকিতে পারিলাম না। তোমার জন্য যদি আমার সমুদায় তপস্যা, সমুদায় দৈব ও পৈত্র কর্ম্মেও জলাঞ্জলি দিতে হয়, তাহাও দিব; তথাপি কোন প্রকারে তোমার বিপদ্ ঘটিতে দিব না। বৎস! লক্ষ লক্ষ বীরপুরুষ একত্র হইলেও দৈব-শক্তির নিকট যে তাহারা পরাভূত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মনে করিলে এখনি সমুদায় ভস্মীভূত করিতে পারি, কিন্তু বৃথা তপোব্যয় করিবার আবশ্যক নাই। কল্য কুমারের পরমায়ুর শেষ দিন, এক দিকে সূর্য্য অস্ত যাইবেন, অন্য দিকে কুমারেরও প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে। কুমার বিনষ্ট হইলেই তোমার সুখের দিন উদয় হইবে। যাহা কিছু দেখিতেছ, অল্পকার জন্য। পরে তুমিই রাজা হইবে, রাজকুমারী অম্বালিকাও তোমার মহিষী হইবেন।

অমরসিংহ অম্বালিকার কথা উদাসীনকে কিছুই বলেন নাই, সহসা উঁহার মুখে ঐ কথা শুনিয়া এককালে বিস্মিত হইলেন, উদাসীনের পদযুগল ধারণ করিয়া বলিলেন, "ভগবন্! কেন আর বার বার আমাকে প্রবঞ্চনা করেন?"

উদা। "তোমাকে যথেষ্ট স্নেহ করি বলিয়া আমি মিথ্যাবাদী নহি। যে অস্ত্রে কুমারের মৃত্যু হইবে, এই দেখ সেই তেজঃসম্পন্ন করাল করবাল আমার হস্তেই রহিয়াছে। যাহার হস্তে মৃত্যু হইবে, সে ব্যক্তিও বদ্ধ হইয়া নগরে আসিয়াছে। কাল সন্ধ্যার পর কাশ্মীর হাহা-রবে পূর্ণ হইবে। সমস্ত রাত্রি ভয়ানক উল্কাপাত হইবে ও অকস্মাৎ অগ্নি উঠিয়া

নগরের পূর্ব্বভাগ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। তাহার পর কয়েক মাস গৃহ-বিবাদে দেশ একপ্রকার উৎসন্ন হইবে। কেহ কাহারও কথা শুনিবে না, সকলেই স্বস্বপ্রধান হইয়া আপন রক্তে আপন দেশ আপ্লাবিত করিতে থাকিবে। যে কয় মাস দেশে এইরূপ গৃহবিবাদ চলিবে, সেই কয় মাস তুমি নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে পাইবে না। পরে তোমার সুখসূর্য্য চির-দিনের মত উদয় হইবে! যদি যবনরাজ তোমার বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ না করেন, তাহা হইলে তোমার সুখের দিন কিছুতেই অস্তমিত হইবে না, কিন্তু কল্য তোমার পিতারও মৃত্যু হইবে। ভূপাল যুদ্ধে মরিবেন না, সাংঘাতিক আহত হইবেন, পরে তোমার হস্তেই উহাঁকে মরিতে হইবে। জয়সিংহ যুদ্ধ করিবেন না অথচ আত্মহত্যায় প্রাণ-পরিত্যাগ করিবেন, এবং বীরসেন পলাইয়া যবনরাজের আশ্রয় লইবেন। বৎস! আমি এই রাজ্যের ধূমকেতু-স্বরূপ উদিত হইয়াছি; কিন্তু তোমার পিতার মৃত্যু ভিন্ন তোমার আর কোন গুরুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইবে না।

এক্ষণে তোমার হস্তে একটী মহৎ কার্য্যভার রহিয়াছে, এই রাত্রি-মধ্যেই তাহা করিতে না পারিলে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। এখনি দুর্গস্থ প্রধান সৈন্যদিগকে গোপনে আনাইয়া যাহাতে উহারা কল্য তোমার পক্ষ হয় ও পর্ব্বতীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া কুমারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, বিশেষ চেষ্টাসহকারে তাহাতে যত্নবান্ হও। বিপুল অর্গব্যয় ভিন্ন আর কিছুতেই তাহা সাধিত হইবে না। ইহা সম্পন্ন হইলে পর রাজবাটীতে গিয়া যাহাতে স্বয়ং কুমার কল্যই পর্ব্বতীয়-দিগের বিচার করেন, তাহা করিতে হইবে কুমার পর্ব্বতীয়গণের মধ্যে অন্ততঃ একজনের প্রতিও দণ্ডবিধান করিলেই উহারা উহাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে; তোমাকেও তখন সৈন্য-সমেত উহাদের সহায় হইতে হইবে। দুই সৈন্য একত্র হইলে কাহারও যুদ্ধ করিতে

সাহস হইবে না, ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া সকলে পলায়ন করিবে ও অতি সামান্য যুদ্ধের পর তোমারই জয়লাভ হইবে। যুদ্ধে জয় হইলে পর্ব্বতীয়-দিগকে দূর করাও বড় কঠিন হইবে না।

অমর! কল্য যাহা ঘটিবে, অদ্য আমি তোমার সমক্ষে তাহা সংক্ষেপে বলিলাম। অধিক আর কি বলিব, এই সামান্য উদাসীনের দৈবপ্রভাব কিরূপ, রাত্রি-প্রভাতেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইবে; কিন্তু যাহা যাহা বলিলাম, রাত্রিমধ্যেই তাহাতে বিশেষ তৎপর হও, কালবিলম্ব করিও না; আমি চলিলাম। সমস্ত রাত্রি তোমার জন্য ত্রিকালেশ্বর-সম্মুখে বিধি-বোধিতরূপে স্বস্ত্যয়ন করিব, স্থির করিয়াছি। রাত্রিমধ্যে আমার আসিবারও আর কোন আবশ্যক নাই।" বলিয়া উদাসীন গমন করিলেন। অমরসিংহও সেই রাত্রিমধ্যে উদাসীনের কথামত সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া রাত্রিশেষে আসিয়া শয়ন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

প্রথম স্তবক।

"সোঽহমং বন্ধঃ প্রজানাং বিরমতু নিধনং স্বস্তি রাজ্ঞাং কুলেভ্যঃ।"

—বেণীসংহার।

রাত্রি প্রভাত হইল,—কোন দিকে মেঘের নাম-গন্ধও নাই,—আকাশ দিব্য পরিষ্কার। নব-দিবাকর নবরাগে রঞ্জিত হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে প্রকাশমান হইলেন। রাজপুরীও নবশোভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। শোভার সীমা নাই, যেদিকে চাওয়া যায়, সেই দিকেই মধুর-বেশে দর্শকের নয়ন-মন পুলকিত করিতেছে।

পুরদ্বার বিচিত্র মাল্যে শোভিত হইয়াছে ও শিখরদেশ মধুর বাদ্যে নিনাদিত হইতেছে; উপরেও নানা বর্ণের পতাকা-সকল উড়িতেছে। সম্মুখে জলপূর্ণ সুবর্ণ-কলস, মুখভাগ আম্রপল্লবে সুশোভিত, পার্শ্বে কদলী-বৃক্ষ। দ্বারের অভ্যন্তরবর্ত্তী প্রাচীরে নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্র স্তরে স্তরে সুসজ্জিত রহিয়াছে ও প্রতিহারিগণ নব নব বেশে সুবেশিত হইয়া দুই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখবর্ত্তী প্রান্তরে সৈন্যগণ যুদ্ধবেশে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান,—হস্তে পতাকা; পশ্চাতে অশ্বারোহী সৈন্যগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ়,—স্কন্ধে বাণাসন ও কক্ষে বাণপূর্ণ কাষ্ঠতূণীর, পৃষ্ঠে চর্ম্ম, ধাতু-নির্ম্মিত বীরপট্টে বক্ষোদেশ সুরক্ষিত,—অরুণকিরণে উদ্ভাসিত হইতেছে। মধ্যবর্ত্তী রাজপথ মনোহর বেশ-ভূষায় পরিচ্ছন্ন, দর্শকে পূর্ণ;—সকলেরই

নয়ন প্রফুল্ল, বদন বিকসিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে হস্তিপৃষ্ঠে হস্ত্যারোহী— নিরন্তর শৃঙ্গধ্বনি করিতেছে। সভামণ্ডপেও রাজসিংহাসন—রত্নখচিত স্বর্ণময় আবরণে আবৃত হইয়াছে এবং দুই পার্শ্বে নানা বর্ণের কয়েক-খানি আসন অবস্থাপিত রহিয়াছে। উপরে রত্নখচিত মনোহর চন্দ্রাতপ। সভা-প্রাঙ্গণে অপরাধিগণ দণ্ডায়মান,—কেহ দুঃখে ম্রিয়মাণ, কাহারও মস্তক অবনত, কেহ বা একদৃষ্টে সিংহাসনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। সিংহাসনের সম্মুখে অগণ্য আসনে নগরস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আসীন রহিয়াছেন ও একদৃষ্টে সভার শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন। অকস্মাৎ পুরীর চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল; বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গেই কুমার মনোহর রাজবেশে পরিচ্ছন্ন হইয়া সভাস্থলে আসিয়া প্রবেশ করি-লেন, সঙ্গে জয়সিংহ, অমরসিংহ, ভূপাল ও বীরসেন;—সকলেরই রাজবেশ, —অপূর্ব্ব শোভা! দেখিলে হৃদয় পুলকিত হয় ও নয়ন নিমেষশূন্য হইয়া উঠে। অবশেষে সকলের অনুরোধে কুমার প্রধান সিংহাসনে বসিবামাত্র দর্শকগণ জয়সিংহকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আহা! কি দেখি-লাম, যেমন আকার, সেইরূপ বেশেই পরিচ্ছন্ন হইয়াছেন; এমন শোভা আমরা কখনই দেখি নাই। মহারাজ! আমরা করযোড়ে আপনার নিকট মিনতি করিতেছি, ইঁহাকে আপনার অম্বালিকা প্রদান করুন। ভুবনমোহিনী রূপমাধুরী অনুরূপ পাত্রের হস্তে পতিত হউক,—অনঙ্গ-কামিনী পুনরায় অনঙ্গসোহাগিনী হউন। আহা! এই যুগলমূর্ত্তি যখন এক আসনে উপবেশন করিবেন, তখন নিশ্চয়ই পৃথিবীর সমুদায় শোভা একত্র হইবে। মহারাজ! চাহিয়া দেখুন, কি অপূর্ব্ব শোভাই হই-য়াছে, এত দিনের পর আজ রাজসিংহাসন চরিতার্থ হইল। সভাও শোভিত হইল। যাহারা আজ এই সভাস্থলে উপস্থিত হয় নাই, নিশ্চয়ই তাহারা বঞ্চিত হইয়াছে। বুঝি চন্দ্রমা আজ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন

বা কোন দেবকুমার পর্ব্বতীয়দিগের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য নরলোকে আসিয়াছেন। কুমার! ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন, এক্ষণে আপনি পর্ব্বতীয়দিগের উচিতমত দণ্ডবিধান করিয়া আমাদিগের চিরদিনের সন্তাপ দূর করুন।”

সভা কিয়ৎক্ষণের জন্য নীরব হইয়া রহিল।

পরে জয়সিংহ আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “দর্শকগণ! কুমারই আপন বলে ও অপরিমিত সাহসে পর্ব্বতককে দমন করিয়াছেন ও পর্ব্বতীয়দিগকে রুদ্ধ করিয়াছেন। উহাদিগের কাহার কিরূপ অপরাধ, আমরা তাহার কিছুই জানি না। অতএব আমাদের এই কয় জনের আগ্রহে কুমারই তাহাদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করুন, ইহাতে তোমরাও সম্মতি প্রদান কর।” দর্শকেরা আহ্লাদের সহিত তাঁহার অভিপ্রায়ে সম্মত হইলে, জয়সিংহ অমরসিংহ প্রভৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “কেমন, ইহাতে আপনাদিগের আর কোন আপত্তি নাই?”

অমর। মহারাজ, কুমার আমাদিগের যে উপকার করিয়াছেন, উনি আজ হইতে চিরদিনের মত রাজসিংহাসনে বসিলেও আমাদিগের কোন আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

অমরসিংহ এই কথা বলিয়া, উদাসীন আসিয়াছেন কি না, দেখিবার জন্য আপন আসন হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইলেন, দেখেন—উদাসীন এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছেন। দেখিয়া পুনরায় আসনে উপবেশন করিলেন।

জয়। কুমার! সকলেই অনুমতি করিলেন, এক্ষণে তুমি আমারই প্রতিনিধি হইয়া পর্ব্বতীয়দিগের যথাযথ দণ্ডবিধান কর।

কুমার অবনত-মস্তকে তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে প্রভাবতীকে সভামধ্যে আনাইয়া বলিলেন,—

"প্রভাবতি! তোমার যাহা বক্তব্য থাকে বল।"

সভাস্থ সকলে প্রভাবতীর রূপ-দর্শনে ও কুমারের বাক্য-শ্রবণে বিস্মিত হইয়া উঠিল। প্রভাবতী মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

চন্দ্র। প্রভাবতি! এখন লজ্জা করিবার সময় নহে, যদি কিছু বক্তব্য থাকে, প্রকাশ কর; নতুবা আমার অঙ্গুরীয়ক আমাকে দাও। তোমাকে নিরাপদে মুক্ত করিলাম।

প্র। মহাশয়! আমার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজন যেখানে থাকিবেন, যেরূপ দণ্ড ভোগ করিবেন, আমিও তাহাতে প্রস্তুত আছি; উহাঁদিগের জীবনের বিরুদ্ধে আমার জীবনে কিছুমাত্র আবশ্যক নাই।

"তোমার অভিলাষ কি?"

"আমার জীবন লইয়া যদি উহাঁদিগকে মুক্তিদান করেন।—"

"তোমার পিতা কোথায় জানি না, জানিলেও অপরাধীদিগকে বিনা দণ্ডে মুক্তিদান করা একান্ত ধর্ম্মবিগর্হিত; অতএব এই অসদৃশ প্রার্থনা হইতে ক্ষান্ত হও; বরং তোমার প্রার্থনামতে স্ত্রীলোকমাত্রেই মুক্তিলাভ করিলেন।"

"মহাশয়! আত্মীয়জনে বিরহিত হইয়া স্ত্রীলোকের জীবন কেবল কষ্টভোগের জন্য। যাহাতে চিরকালই দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে, এমন মুক্তির আবশ্যক নাই।"

কু। এ তোমার নিতান্ত অন্যায়। ভাল, কে তোমার আত্মীয়, আমি চিনি না। এই সভা-প্রাঙ্গণে সকলেই দাঁড়াইয়া আছে, যে যে তোমার আত্মীয়, তাহাদিগকে এই স্থলে আনয়ন কর; মুক্তি পাইবার যোগ্য হয়, মোচন করিব।

প্রভাবতী তাহাদিগকে সেই স্থলে আনয়ন করিলে কুমার তাহাদিগকে বলিলেন, "দেখ, প্রভাবতী তোমাদিগের মুক্তি প্রার্থনা করি-

তেছেন, উহাঁর কথায় আমিও তোমাদিগকে মুক্তি দান করিলাম, এক্ষণে যথা ইচ্ছা যাইতে পার। প্রভাবতি! তোমার আত্মীয়-স্বজনের সহিত যে দেশে ইচ্ছা হয়, গিয়া বাস কর।”

প্রভাবতী মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন।

কু। তুমি যাহা বলিলে, নিতান্ত অন্যায় হইলেও আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম; তথাপি এরূপ ভাবে থাকিবার কারণ কি?

প্রভাবতী নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

কু। প্রভাবতি! যাহা সাধ্যের অতীত, তোমার জন্য তাহাও করিলাম।

বলিয়া পর্ব্বতককে সভাস্থলে আনিবার জন্য একজন অনুচরকে আদেশ করিলেন।

পর্ব্বতক ভূমিমধ্যগত কারাগারে অবস্থান করিতেছে, সেখানে জনপ্রাণীর যাইবার আজ্ঞা নাই। চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পূর্ণ, নিশ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য উপরে কয়েকটীমাত্র ছিদ্র রহিয়াছে,—অতি ভয়ঙ্কর স্থান!

অনুচর সেই স্থল হইতে পর্ব্বতককে সভাস্থলে আনিবামাত্র সকলে তাঁহার প্রভাব ও গাম্ভীর্য্য-দর্শনে চমকিত হইয়া উঠিল। প্রভাবতী পর্ব্বতকের অবস্থা দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কু। পর্ব্বতক! তুমি যে সকল অকার্য্য করিয়াছ, তাহার উল্লেখ করিলেও ক্রোধে শরীর কম্পিত হয়। এমন কি প্রায়শ্চিত্ত, কি দণ্ড আছে, যাহাতে তোমার পাপের শেষ হইতে পারে? তোমার কথা স্মরণ হইলে এককালে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। ভাবিয়া দেখ, গ্রামকে গ্রাম অনলে দগ্ধ করিয়াছ, স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধের চক্ষুর জলে ভ্রূক্ষেপ কর নাই, কত শত পরিবারকে জন্মের মত অনাথ করিয়াছ। এমন দিনই ছিল না, যে দিন না তোমার উৎপাতে কাশ্মীরের কোন না কোন ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

এই যতগুলি দর্শক আজ এই স্থলে উপস্থিত আছেন, ইহার অর্দ্ধেকও অন্ততঃ তোমার দৌরাত্ম্যে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছেন। যিনি জন্মেও কখন বাটীর বাহির হন নাই, বাটীতে বসিয়াই রাজভোগে কালযাপন করিয়াছেন, তোমার উপদ্রবে তাঁহাকেও পথে দাঁড়াইতে হইয়াছে ও দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিতে হইতেছে। তোমার পাপের বাকি নাই, অনুসন্ধান করিলে তোমার মত মহাপাতকী জগতে আর কাহাকেও দেখা যায় না। অদ্যাপি এমন কোন দণ্ডেরও সৃষ্টি হয় নাই, যাহা তোমার অপরাধের অনুরূপ হইতে পারে; প্রাণদণ্ডও তোমার পক্ষে অতি সামান্য। পর্ব্বতক! তুমি আপন মুখেই ব্যক্ত কর যে, কিরূপ দণ্ড-বিধান করিলে তোমার পাপের শেষ ও অন্তরের গ্লানি দূর হইতে পারে?

প। আমি যখন এই স্থলেও অপরাধিবেশে দণ্ডায়মান হইয়াছি, তখন ইহা অপেক্ষা অধিক দণ্ড আর কিছুই হইতে পারে না। আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট হইয়াছে।

কু। দস্যুগণ যতক্ষণ না ধৃত হয়, ততক্ষণ তাহাদের শ্লাঘার আর সীমা থাকে না। পর্ব্বতক! তুমি কি মনে করিতেছ যে, কাশ্মীরের একজন তুচ্ছ লোক অপেক্ষা তুমি বিশেষ ক্ষমতাশালী? মরিতে চলিলে, এখনো তোমার ভ্রম ঘুচিল না?

প। আপনি আজ যাহা বলিবেন, তাহাই শোভা পাইবে। সিংহ বৃদ্ধ হইলে শৃগালেও পদাঘাত করিতে পারে।

কু। পর্ব্বতক! নিতান্তই তোর মৃত্যু উপস্থিত।

প। পর্ব্বতক জীবিত থাকিলে কি কেহ উহার সমক্ষে আজ এরূপ কথা বলিতে পারে? পর্ব্বতক যে দিন শত্রুহস্তে রুদ্ধ হইয়াছে, সেই দিনই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, সে কেবল পর্ব্বতকের ছায়ামাত্র, পর্ব্বতক নাই।

কু। পর্ব্বতক! এখনি আমি তোর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতাম; কিন্তু বোধ হয়, প্রভাবতী তোর জীবন প্রার্থনা করিতেছেন।

পর্ব্বতক প্রভাবতীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "প্রভাবতি! আমি কি তোমার শত্রু ছিলাম? আমি তোমাকে ভালবাসি বলিয়া কি, এই অপমানের পরও যে পর্ব্বতক জীবিত থাকিবে, তুমি তাহারেও দর্শন করিতে চাও? আপনার যাহা ইচ্ছা দণ্ড প্রদান করুন, পর্ব্বতক কাহারও অনুগ্রহে জীবন লাভ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র বাঁচিতে চায় না।"

কু। দেখ প্রভাবতি! পর্ব্বতক নানাপ্রকার অসংবদ্ধ কথা কহিতেছে। কি করিব, উহার যেরূপ উগ্র স্বভাব, তাহাতে কোন মতেই উহাকে মুক্তিদান করিতে পারি না। তোমার অনুরোধে উহাকে প্রাণে বিনাশ করিলাম না; কিন্তু যতদিন জীবিত থাকিবে, ততদিন উহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া কারাগারেই অবস্থান করিতে হইবে।

প্রভাবতী রোদন করিতে লাগিলেন।

প। পৃথিবীতে অদ্যাপি এমন শৃঙ্খল বা কারাগারের সৃষ্টি হয় নাই, যাহা মুহূর্ত্তের জন্যও নীরোগশরীর পর্ব্বতককে রুদ্ধ রাখিতে পারে?

কু। দেখ পর্ব্বতক! হস্তী, সিংহ প্রভৃতিকেও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্রপ্রাণী শৃগালকে বদ্ধ করিতে অতি সামান্য রজ্জুই আবশ্যক হইয়া থাকে।

প। পৃথিবীতে যদি সিংহ বা হস্তী অপেক্ষাও বিশেষ পরাক্রান্ত জীব বিদ্যমান থাকে?

কু। অসম্ভব।

প। নিতান্ত ভ্রম; পর্ব্বতকই সেই সাহসী জীব, ইহার সমকক্ষ অদ্যাপি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই, করিবেও না।

কু। মূর্খেরাই আত্মশ্লাঘা করিয়া থাকে। পর্ব্বতক! অধিক কি বলিব, অনাহারে ব্রত-উপবাসে যাহাদিগের শরীর কঙ্কালসার হইয়াছে, সেই শীর্ণশরীর যতি তপস্বীরাও যাহা অনায়াসে ভগ্ন করিতে পারে, এমন সূক্ষ্ম শৃঙ্খল ভগ্ন করাও তোমার সাধ্য নহে। দেখ, আমি স্বহস্তে তোমাকে কিরূপ শৃঙ্খল পরাইয়া কিরূপ কারাগারে বদ্ধ করি।

বলিয়া আপন কণ্ঠের হার উন্মোচন করিয়া উঁহার গলে প্রদান পূর্ব্বক, পর্ব্বতক ও প্রভাবতীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, "পর্ব্বতক! এই আমি তোমাকে রত্নশৃঙ্খল পরাইয়া প্রভাবতীর হৃদয়রূপ কোমল কারাগারে জন্মের মত বদ্ধ করিলাম; সাধ্য থাকে, ছিন্ন বা ভগ্ন করিয়া পলায়ন কর।"

সভা শুদ্ধ সমস্ত লোক এককালে চমকিত হইয়া উঠিল। পর্ব্বতক কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দের ন্যায় কুমারের মুখের প্রতি একদৃষ্টে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "বুঝিলাম, এতদিনের পর আজ কাশ্মীরের রাজসিংহাসনে উপযুক্ত নরপতি অধিরোহণ করিয়াছেন। প্রাণসত্বে অন্যকে নিরাপদে আমার পিতৃসিংহাসনে বসিতে দিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আজ আমার সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। অবনত-মস্তকে ইঁহারই শাসন বহন করিব, ইঁহার আজ্ঞা ব্যতীত পদ হইতে পদমাত্রও গমন করিব না;" বলিয়া করপুটে চন্দ্রকেতুর পদযুগল ধারণ করিলেন।

চন্দ্রকেতু সাতিশয় বিস্মিত হইয়া উঁহাকে আপন পদযুগল হইতে উঠাইয়া বলিলেন, "পর্ব্বতক! স্পষ্ট করিয়া বল, কিরূপে ইহা তোমার পিতৃসিংহাসন হইল?"

"মহাশয়! আমার পিতার নাম অমরকেতন, আমরা দুই সহোদর ছিলাম, জ্যেষ্ঠের নাম চন্দ্রকেতু, আমি কনিষ্ঠ, আমার নাম হংসকেতু। শুনিয়াছি, অমরসিংহ আমাদিগের শৈশবকালে পিতাকে রাজ্যচ্যুত

করে। পিতা বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি না।”

চন্দ্রকেতুর দুই চক্ষে শতধারা বহিতে লাগিল, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “ভাই! তুই-ই কি হংসকেতু, এই হতভাগ্য নরাধমের কনিষ্ঠ সহোদর হংসকেতু?”—বাষ্পজলে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। হংসকেতুও ভ্রাতার মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে অতি করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আঃ—সে সকল কথা মনে হইলে এক্ষণে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। সেই বাল্যকালে,—যে সময় সহোদর যে কি পদার্থ, তাহা জানিতাম না,—সেই অজ্ঞান অবস্থায় পরস্পর একত্রে খেলা করিতাম, একত্রে ভ্রমণ, একত্রে শয়ন ও একত্রে ভোজন করিতাম; কথায় কথায় পরস্পর বিবাদ হইত, মাতা আসিয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিতেন, এক দণ্ড ছাড়াছাড়ি হইলে উভয়েই রোদন করিতাম; মাতা বুঝাইতেন, কিন্তু কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতেন না। হায়! দৈব প্রতিকূল হইয়া সেই আমাদিগের মধ্যে কত অগম্য বিপিন নদ-নদী স্থাপন করিল। পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া দূরে থাকুক্, তুমি কোথায় রহিলে, আমিই বা কোথায় গমন করিলাম, কিছুই জানিতাম না। কিরাতপুরীতে পত্রলেখার নিকট সর্ব্বদাই তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। পত্রলেখা তোমার কথা বলিয়া কতই রোদন করিতেন, আমিও কাঁদিতাম, ক্রমে জ্ঞান হইলে তোমার অনুসন্ধানে নিতান্ত ইচ্ছা হইল; কিন্তু শ্বেতকেতুর রাজ্য কোথায়, জানিতাম না। পত্রলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পত্রলেখা আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে নানাপ্রকার কল্পিত ভয় দেখাইতে লাগিলেন, তথাপি নিরস্ত হই নাই;—প্রাণ যায়, তথাপি তোমার

অনুসন্ধান করিব, মনে এই স্থির প্রতিজ্ঞা হইল; এমন সময় শুনিলাম, পামর শ্বেতকেতুর রাজ্য লইয়াছে, শ্বেতকেতুকেও বিনষ্ট করিয়াছে। মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তোমার অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়া কত যে রোদন করিয়াছি, কে বলিবে? ভাই! সে সব দিনের কথা মনে হইলে এখনও বুক কাঁপিয়া উঠে। আর যে তোমাকে দেখিতে পাইব, আর যে তোম কে ভাই বলিয়া ডাকিব, ইহা একদিনের জন্য স্বপ্নেও ভাবি নাই। আঃ— আজ তোকে দেখিয়া আমার সমুদায় কষ্ট দূর হইল। আয় ভাই, কোলে আয়! তোর স্পর্শে মৃত-দেহে পুনরায় জীবন-সঞ্চার হউক।" বলিয়া চন্দ্রকেতু হংসকেতুকে আপন বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন, স্পর্শ-সুখে নয়ন নিমীলিত হইয়া আসিল, অঙ্গ অবশ হইল, সেই খানেই একখানি সামান্য আসনে বসিয়া পড়িলেন।

সভাস্থ সকলেই নিস্তব্ধ, কাহারও মুখে কথা নাই,— চিত্রিতের ন্যায় আপন আপন আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

কুমার ভ্রাতাকে ভুজদ্বয়ে বেষ্টন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হায়! নরাধম না চিনিতে পারিয়া এই অঙ্গেও অস্ত্রাঘাত করিয়াছে; পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়া সেই কারাগারে নিহিত রাখিয়াছে। ভাই! তোমার নিকট মার্জ্জনা আছে, কিন্তু ঈশ্বর কখনই আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন না।"

সভাস্থল সহসা চমকিত হইয়া উঠিল। সকলেই একদৃষ্টে সেই বন্ধন-মুক্ত পর্ব্বতীয়দলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন,— প্রায় সকলেই রোদন করিতেছে; একটী বৃদ্ধ সভাস্তম্ভে আপন অঙ্গ নিহিত করিয়া অচেতনের ন্যায় পড়িয়া আছেন; একটী বৃদ্ধা অবশ অঙ্গে ধরাতলে পতিত হইতেছিলেন, অন্য একটী কামিনী তাঁহাকে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে, "দেবি! আর এরূপ কাতর হইবার আবশ্যক কি? আজ

তোমার সকল দুঃখ দূর হইল, তুমি যাহাদের জন্য অহরহঃ রোদন করিতে, শয়নে স্বপনে একদণ্ডও স্বস্তি-বোধ ছিল না, আগ্রহ-সহকারে বার বার আমাকে যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিতে, আজ দৈব অনুকূল হইয়া তোমার সেই যতনের ধন, আশার ধন—কুমার চন্দ্রকেতু ও হংসকেতুকে তোমার নিকট আনিয়া দিয়াছেন, কোলে লইয়া শরীর শীতল কর।"

শুনিবামাত্র চন্দ্রকেতু ও হংসকেতু বিস্মিত-নয়নে উহাদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। বিভ্রম বশতঃ নয়নের জ্যোতি প্রতিহত হইল।

রমণী চন্দ্রকেতুর অভিমুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,"চন্দ্রকেতু, আমিই সেই পত্রলেখা,—তোর কিরাতদেশের জননী সেই হতভাগিনী পত্রলেখা। বাছা! তোরা দুই ভাইয়ে আবার যে একত্র বসিবি, একত্র কথাবার্ত্তা কহিবি, ইহা আর কাহারও মনে ছিল না। এক্ষণে চাহিয়া দেখ, তোদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার কি দুর্গতি হইয়াছে। ঐ দেখ, শরীরে আর কিছু নাই,—অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছে। তোদের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া অন্ধপ্রায় হইয়াছেন।"

চন্দ্রকেতু ও হংসকেতুর অন্তরে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কথা কহিবার শক্তি নাই, ধীরে ধীরে গিয়া পিতা মাতার চরণ ধারণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রাজরাণীরও মোহাবেশ অপনীত হইল, চন্দ্রকেতু ও হংসকেতুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। দর্শনে আশা আর পরিতৃপ্ত হয় না, একদৃষ্টে মুখপানে চাহিয়া রহিলেন; স্পর্শে হৃদয়ের লালসা আরও বৃদ্ধি হইতে লাগিল; ঘন ঘন বদন চুম্বন ও মস্তক আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন, দুই চক্ষু অশ্রুজলে ভাসিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণের পর রাজা আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন,—"হায়! এ সময় মন্ত্রী কোথায় রহিলেন? এমন সুখের দিন,—আমোদের দিন যে তাঁহাকে দেখাইতে পারিলাম না, এ ক্ষোভ

জন্মেও যাইবে না।—বোধ হয়, তিনি আমাদের দুঃখ দেখিতে না পারিয়াই কি আশয়ে কোথায় ভ্রমণ করিতেছেন। দ্বীপে গিয়া আর আমাদের দেখিতে পাইবেন না; অনাথা স্ত্রী-কন্যাকে আমাদিগের নিকট রাখিয়া আসিয়াছেন, তাহাদিগকেও দেখিতে পাইবেন না। নিশ্চয়ই শোকে জীবন পরিত্যাগ করিবেন।"

অমরসিংহ এখনও উদাসীনের কথার উপর নির্ভর করিয়া উহাঁর মুখাপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় উদাসীন কৃতাঞ্জলিপুটে রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আপনার সেই হতভাগ্য মন্ত্রী আপনার নিকটেই রহিয়াছে।" বলিয়া আপন শ্মশ্রু প্রভৃতি উন্মুক্ত করিলেন।

সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি বিস্মিত-নয়নে একদৃষ্টে মন্ত্রীকে দেখিতে লাগিল। রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "মন্ত্রিন্! তোমার এরূপ বেশ-পরিবর্ত্তনের কারণ কি?"

মন্ত্রী। মহারাজ! অমরসিংহের সর্ব্বনাশের জন্যই আমি এইরূপ উদাসীনবেশ ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু দৈব আজ আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন, আমি যেরূপ মন্ত্রণা করিয়াছিলাম, তাহাতে আমাদিগেরই সম্পূর্ণ সর্ব্বনাশ ঘটিত।" বলিয়া আপনার সমস্ত কৌশল সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিলেন।

সকলেই মন্ত্রীকে যথেষ্ট সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

মন্ত্রী পত্রলেখার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "পত্রলেখে! তুমি কিরাতদেশে কুমারকে লইয়া গিয়াছিলে, এ কথা গোপন রাখিবার কারণ কি?"

পত্র। আমরা কিরাতপুরী হইতে পলাইয়া দ্বীপে পৌঁছিবামাত্র শুনিলাম—অমরসিংহ কিরাতদেশ উৎসন্ন করিয়াছে। সে সময় মহিষীর

নিকট আমাদের কিরাতদেশে থাকিবার কথা প্রকাশ করিলে মহিষী কি আর প্রাণে বাঁচিতেন? শুনিলাম—এক শ্বেতকেতুর রাজ্যের উচ্ছিন্ন দশা শুনিয়াই দেবী অহরহঃ রোদন করিতেছেন, তাহার উপর আবার এই সংবাদ শুনিলে উনি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইতেন। এই জন্যই আমি তখন গোপন করিয়াছিলাম।

রাজা। মন্ত্রিন্! আর গতানুশোচনার আবশ্যক নাই। এক্ষণে জাতি-বিষয়ে পর্ব্বতকের উপর তোমার যে সন্দেহ ছিল, সে সন্দেহ সত্ত্বেও চন্দ্রকেতু আপন ভ্রাতাকে তোমার প্রভাবতী দান করিয়াছেন। আজ হইতে প্রভাবতী আমারই কন্যা হইলেন। মন্ত্রিন্! আমি সর্ব্বদাই ভাবিতাম—বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইয়াছে, আর প্রভাবতীকে বিবাহ না দিয়া রাখিতে পারা যাইবে না। কিন্তু প্রভাবতীকে পরগৃহে পাঠাইয়া কিরূপেই বা প্রাণধারণ করিব? আজ আমাদের সে ভাবনা দূর হইল, আমাদের প্রভাবতী আমাদের গৃহেই রহিলেন।

মন্ত্রী। আমিও পর্ব্বতককে আন্তরিক স্নেহ করিতাম, উহাঁকেই বা কিরূপে নিরাশ করিব?—সর্ব্বদাই এই বিষয় মনে মনে আন্দোলন করিতাম। আজ দৈবের অনুগ্রহে আমাদের সকল ভাবনাই দূর হইল। এক্ষণে চন্দ্রকেতুর জন্য একটী কন্যা স্থির হইলে সকল আশা সফল হয়। অগ্রে চন্দ্রকেতুর বিবাহ না হইলে হংসকেতুর বিবাহ কিরূপে হইতে পারে? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের বিবাহাধিকার নিষিদ্ধ।

জয়সিংহ। মহাশয়! পূর্ব্ব হইতেই কন্যা স্থির হইয়া রহিয়াছে, আমি কুমার চন্দ্রকেতুকে আপন কন্যা প্রদান করিব বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছি; এক্ষণে অপনারা অনুমতি করিলে অদ্যই এ শুভকার্য্য সম্পাদন করা যায়।

অমরকেতন ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "ইহাতে আমাদের অনুমতির

অপেক্ষা কি? চন্দ্রকেতু তোমারই সন্তান, তাহাতে তোমার যেরূপ অভিরুচি হয় করিবে।”

জয়। মহারাজ! বীরসেনের কন্যার সহিত ভূপালেরও বিবাহ দিব মনস্থ করিয়াছি।”

রাজা। ভূপাল কোথায়? তাহাকে না দেখিয়া আমার চিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে।

জয়। বোধ হয়, লজ্জাক্রমে আপনার নিকট আসিতেছেন না।

বলিয়া জয়সিংহ সিংহাসন-পার্শ্বে অধোমুখে দণ্ডায়মান সজলনয়ন ভূপালের হস্ত ধারণ করিয়া রাজার সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

রাজা। বাপ! তোমার দোষ কি? দুরাত্মার কুহকে পড়িয়া তুমি যে প্রাণ হারাও নাই, ইহাই পরম মঙ্গল।

ভূপাল কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “তাহা হইলে কোন উৎপাতই থাকিত না। মহারাজ! মৃত্যুও এ পাপাত্মাকে স্পর্শ করিতে সঙ্কুচিত হয়। এই নরাধম নারকী হইতেই আপনাকে এই যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছে।

রাজা। বাপ! ক্ষান্ত হও, আর কাঁদিও না। অদৃষ্টদোষেই আমরা এই যাতনা ভোগ করিয়াছি। তোমার দোষ নাই।

বলিয়া ভূপালকে আপনার অঙ্ক-মধ্যে লইয়া জয়সিংহকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “জয়সিংহ! শুনিয়াছি, বীরসেনের কন্যার সহিত না কি যবনরাজের বিবাহ হইয়াছে?”

জয়সিংহ তৎসংক্রান্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত অমরকেতনকে কহিয়া বলিলেন, “সে কামিনী দুই দিন হইল, আমাদিগের বাটীতেই আসিয়াছেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে ভূপালেরও অভিমত আছে।”

অমরকেতন বীরসেনকে বলিলেন, "ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি ?"

বীর। মহারাজ! আপনার পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র আমার কন্যার পাণি-গ্রহণ করিবেন, ইহা অপেক্ষা আমার আর শ্লাঘার বিষয় কি আছে ?

ঐ কন্যার কথা উত্থাপন হইবামাত্র জয়সিংহ পার্শ্বে চাহিয়া দেখেন,—অমরসিংহ আপন আসন হইতে উঠিয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন বীরসেনকে বলিলেন, "বীরসেন! দুরাত্মা পলাইয়াছে, এক্ষণে সেই রুদ্ধ অনুচরকে এই স্থলে আনাইয়া শুনা যাউক, ঐ পামর কাহার কথায় এই সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছিল ?"

এই কথা বলিবামাত্র সেই রুদ্ধ অনুচরের সহিত একজন কারাধ্যক্ষ সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়সিংহ সেই রুদ্ধ ব্যক্তিকে বলি-লেন, "এখনো সত্য কথা বলিলে তোকে বন্ধন হইতে মুক্ত করিব।"

তখন অনুচর আদ্যোপান্ত সমুদায় প্রকাশ করিয়া বলিল।

জয়সিংহ চপলার মাতাকে সভামধ্যে আনাইয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করত নগর হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

তাহার পর সেই কুসুম-নগরীর কল্পিত দূতকে সভামধ্যে আনাইয়া অমরকেতনকে বলিলেন, "মহাশয়! ইনি কে ?"

অমর। ইনি আমার একজন পারিষদ; ইঁহার ও মন্ত্রীর বুদ্ধি-কৌশ-লেই আমরা এতদিন জীবিত রহিয়াছি।

পাঠক! ইনিই সেই কিরাতনগরীর আগন্তুক, পত্রলেখার স্বামী। রাজার আজ্ঞায় পত্রলেখা ও কুমারের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া কিরাত-দেশে উপস্থিত হন ও অমরসিংহের পক্ষীয় হইয়া পত্রলেখাকে লইয়া প্রস্থান করেন। পরে কাশ্মীরে কুসুমনগরীর দূত ও কন্যাপুরীর রক্ষক হইয়া কারাগারে বদ্ধ হন। প্রভাবতীর মাতা সেই রাত্রিতে চন্দ্রকেতুর

নিকট ইহাঁরই কার্য্যে অবরোধের বিষয় বলিয়া বিস্তর আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সভাস্থলে সকলের এইরূপ পরিচয় হইতেছে, এমন সময় বাটীর বাহিরে একটী কলরব উঠিল, ক্রমে সেই কলরব ও জনতার সহিত কয়েক ব্যক্তি একখণ্ড বংশে নিবদ্ধ একটা লৌহপিঞ্জর স্কন্ধে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল ;—মধ্যে অমরসিংহ। সকলে অমরসিংহের দশা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন ও বলিতে লাগিলেন, "সুষেণ! পামর তোমার যেমন অনিষ্ট করিয়াছে, তুমি তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা করিয়াছ। এক্ষণে প্রত্যেক রাজপথে ইহাকে লইয়া কিছুদিন ভ্রমণ কর।" অমরসিংহ কাশ্মীরবাসিগণের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বেলা দুই প্রহর উত্তীর্ণ হইল। জয়সিংহ অমরকেতনের অনুমতি-ক্রমে সভাভঙ্গের আদেশ করিয়া চন্দ্রকেতু প্রভৃতির বিবাহের উদ্যোগ করিবার জন্য ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। সভাও এই বেলার মত ভঙ্গ হইল।

উপসংহার

ঐ দিবস রাত্রিতে যথাবিহিতরূপে ভূপাল প্রভৃতির বিবাহবিধি সম্পাদিত হয়। মাতার অপমান ও আপনার পরিণাম ভাবিয়া চপলা প্রাণ পরিত্যাগ করে; তৎশ্রবণে চিকিৎসকও চপলার অনুগামী হন। ভূপাল ও অম্বালিকা চপলার শোকে একান্ত কাতর হইয়া উঠেন; অবশেষে চিত্তকে কথঞ্চিৎ সুস্থির রাখিবার মানসে অতি যত্নে চপলার প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া আপন আপন গৃহে সংস্থাপন করেন।

কিছু দিবস পরে অমরকেতন, জয়সিংহ ও অমরকেতনের পূর্ব্বতন মন্ত্রী পৌত্র ও দৌহিত্র-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া চন্দ্রকেতুর উপর রাজ্যভার প্রদান পূর্ব্বক স্ব স্ব পত্নীসঙ্গে ভূপাল, চন্দ্রকেতু ও হংসকেতুর চক্ষের জলে উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে না পারিয়াই নিকটবর্ত্তী অরণ্যে গিয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন; সঙ্গে আগন্তুক ও পত্রলেখাও গমন করে। বৃদ্ধ রাজা ও রাণীর আগ্রহে ভূপাল প্রধান-মন্ত্রিত্ব-পদে ও সুষেণ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হন।

সম্পূর্ণ।